

ঐতিহাসিক উপন্যাস ।



৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

এবং ।

ষষ্ঠ সংস্করণ ।

গলী

বুধোদয়যন্ত্রে

শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ।

সন ১৩০৮ সাল ।

মূল্য ২০ আট আনা ।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন ।

গল্পছন্দে রচিত কথিত্ব প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হইয়া
ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র পুস্তক উপভাগ, সন্নি-
বেশিত হইয়াছে । তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধই নাই
উভয় উপভাগেই রাজ্য-সম্বন্ধীয় বেশকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাস
মূলক, অপরায়ের যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন
অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্বতোভাবে প্রামাণিক
বলিয়া গ্রাহ্য নহে ।

ইংরাজীতে ‘রোমান্স, অব হিষ্টরী’ নামক একখানি গ্রন্থ আছে
তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া ‘সফলস্বপ্ন’ নামক উপভাগটি প্রস্তুত
হইয়াছে । ‘অজুর্নীয় নিনিমর’ নামক দ্বিতীয় উপভাগেরও কিয়দংশ ঐ
পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ।

এতদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত হজ্জসন্স প্রাইট সাহেব এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি
লইয়া অসামান্য সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্টরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া
ছিলেন । আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে
প্রবৃত্ত হই । পরে মুদ্রণ কালে হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের স্নযোগ্য অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত রামগতি জাররজের বিশিষ্ট আত্মকূল্যে ইহার সংশোধন করা
হইয়াছে ।



ঐতিহাসিক উপন্যাস।



ড. সুদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রণীত।

ষষ্ঠ

গলী

বুধোদয়যন্ত্রে

শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

কল্যাণীয়ায় প্রণীত।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা, ইত্যাদি এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপজ্ঞান সম্মিশ্রিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটীর সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপজ্ঞানেই রাজ্য-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাস মূলক। অপরায় যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

ইংরাজীতে ‘রোমান্স, অব হিষ্টরী’ নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া ‘সফলস্বপ্ন’ নামক উপজ্ঞানটী প্রস্তুত হইয়াছে। ‘অঙ্গুরীর বিনিময়’ নামক দ্বিতীয় উপজ্ঞানেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদেখিহৈতৌ শ্রীযুক্ত হজ্জন্স্ প্রাট্ সাহেব এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্টরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে মুদ্রণ কালে হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুবোধ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি জাররদ্বের বিশিষ্ট আত্মকূল্যে ইহার সংশোধন করা হইয়াছে।



ঐতিহাসিক উপন্যাস

সফল স্বপ্ন ।

প্রথম অধ্যায় ।

একদা কোন অস্বাভাবিক পুরুষ গাঙ্গার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর শগুনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, অধিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি মীপবর্তী নিকর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আশ্রয় হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যাকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ স্মৃশীতল ছায়াতলে, স্মৃশুপ্ত স্মৃথানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রীমাণ করিতেছে। ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই গম্ভীর-বর্জ্জিত, নিশ্চল, শান্ত-রসাম্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন

সফল স্বপ্ন ।

স্বল্পমান হয়, পথিক তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া ধ্যানবিলম্বিতের
শ্রায় সম্মুখস্থ নির্বরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে
হঠাৎ সমীপবর্তী ক্ষুদ্রশাখী সমুদায় প্রবল বেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য
গভীর গর্জনে শব্দায়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে
ভুতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে সিংহের সমীপবর্তী হইয়া নিষ্কোষিত
করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের শিরাচ্ছেদন
করিলেন। মৃগরাজ হ্রিদপদ হওয়াতে চলংশক্তি রহিত হইয়া অশ্বকে পরিত্যাগ
করিল—কিন্তু অশ্ব তাহার দাক্ষণ পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নপর
বিদারণে জর্জরীভূত হইয়াছিল—অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল।
সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জন করিতেছিল—তাহার চক্ষুদ্বয় তেজে
উদ্দীপ্ত এবং কেশর উখিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই ক্রোধ কোন কার্যকারী
হইল না। পশু সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে
দেখিয়া, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্বক তাহার মস্তকে খড়্গ প্রহার করিলেন ;
দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্তনাদ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পথিক বাহন বিনাশে নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্ত হইলেন—কিন্তু কি করেন,
অপ্রতিবিধেয় হুঃখে হুঃখী হওয়া অকর্তব্য, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ অতীত
হইয়াছে, দিবঃ ভাগ থাকিতে থাকিতেই পদব্রজে অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে
হইবে, এই বিবেচনা করিয়া বাজিপৃষ্ঠে যাবৎ পাথের দ্রব্য সামগ্রী ছিল,
সমুদায় স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করত দ্রুতবেগে গমনানুগ্ৰহ হইলেন। বহুক্ষণ
কাননের কুটিল পথে গমন করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এমত সময়ে
সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। অগ্রসর হইয়া দেখেন, প্রান্তর
মধ্যভাগে এক নবপ্রসূতা হরিণী স্বীয় শাবক সমভিব্যাহারে তৃণ ভক্ষণ
করিতেছে। পথিক সহরপদে আসিয়া অনতিবেগবান্ সদ্যোজাত সেই
হরিণী শিশুকে গ্রহণ করিলেন। ভয়ঙ্কর হরিণী প্রাণভয়ে পলায়ন
করিত্ত। মৃগয়া সফল হওয়াতে পথিক মনে মনে ভাবিলেন, এইক্ষণে উত্তম
উপযোগ দ্রব্য পাইলাম, কাননে রাত্রি যাপন করিতে হইলেও হানি নাই।

ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া হরিণ-শিশুকে একটা বৈজ্ঞাতাগ্নি-শুষ্ক বৃক্ষমূলে স্থাপন করত ছই খানি শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি প্রজ্জালিত করিলেন । অনন্তর অসি ধারণপূর্বক মৃগশাবকের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দৃশ্যমানা মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত হইল । আহা ! পশু জাতির মধ্যেও অপত্য স্নেহ কি প্রবল ! হরিণী উন্নতমুখী হইয়া জলধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিল । পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি স্করুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয়া শাবকের সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অগম্যত হইয়া দাঁড়াইলেন । হরিণী এক লম্ফে শাবকের সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । পথিক পুনর্বার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন । হরিণী অমনি দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিল । কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না—পূর্ববৎ অপত্য-বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল । পশুযোনিতে ঈদৃক মানুষ-সদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ত্ব গুণের উদয় না হয় ? পথিক কারুণ্যরসের প্রাচুর্ভাবে বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া কুরূঙ্গের কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন করত অপার পবিত্র আনন্দানুভব করিলেন । মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্নিহিত হইল এবং সিদ্ধ-মনোরথ হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল—কিন্তু শাবক সমস্তি-ব্যাধারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে, একবার সম্ভ্রান্তের জীবন-রক্ষিতার প্রতি সজল দৃষ্টিদ্বারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল ।

ধর্ম্মাত্মা পথিক এইরূপ সদাশয়তা প্রকাশ দ্বারা অতীব চিত্ত প্রসাদ লাভ করিলেন । জীবন অপেক্ষা ইহলোকে অধিকতর প্রেমাম্পদ পদার্থ আর কি আছে ? বিশেষতঃ শিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণামদর্শী ও হুজ্রিয়-প্রীতিপরায়ণ । এই জন্ত জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে । হায় ! তাহারা কি নির্ঘণ, যাহারা অকারণে কোন প্রাণীর ভগদীশ্বর

চিত্ত ধূম্রাঙ্গার অশ্রুঃকরণে জগদীশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের প্রতি তাঁহার হিংসা ঘেব ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইয়া সর্বতোভাবে বিশ্বাস জন্মে। দেখ, পথিক কুরঙ্গ শাবককে সোচন করিয়া অবাকি সেই ভরাবহ গৃহনবনকে প্রার্থনীয় পুণ্যতীর্থ বোধ করিয়া স্থানান্তরে রাত্রি যাপনের মানস পরিত্যাগ করিলেন এবং পাথের তণ্ডুলের কিয়দংশ হইতে যথাকথঞ্চিরূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধাশান্তি করত অতীব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। অধাংশমণ্ডলনিঃসৃত জ্যোৎস্নাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীকুহগণ কর্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বন দেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গ-প্রভারভাষ্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুকপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্ব্যস্ত বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তিপ্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে।

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যা শয়ন করিয়া পথ পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিত্ত হইলেন। কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্বারা চিত্ত-চাক্ষুর্য প্রাভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, মৃগাক্ষ-মণ্ডল হইতে জ্যোতির্ময় দেব-মূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্তাননে এবং স্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—“রে বৎস ! তুমি অদ্য অতি স্নাকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে স্নেহ হৃৎখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গগননু-নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না, অদ্য পশুবোনির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।”

এই বলিয়া প্রেমমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৈজোন্মোলন করিয়া দেখে নিশ্চয় অবস্থান হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্র-

মণ্ডল পরিবেষ্টিত অগ্নানকিরণ দ্বিজরাজ বিবাজ করিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ স্বপ্ন দর্শনে পৃথিক এমত চঞ্চল-মনা হইয়াছিলেন যে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র নিম্নলিত কল্পিতে পৌরিলেন না। পূর্ণশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করতলে কপোল বিস্তার পূর্বক হিমাংশুর ব্যোমাস্ত্র অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঈষৎশুক্লাবর ধারণ করিল, চন্দ্রমাস্থ ম্লান হইল, এবং দূরস্থ গিরি শৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্বাটিকারশি উত্থিত হইয়া, দিম্বাঙল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পূর্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল—পশ্চিমে সহস্রাংশুর তীক্ষ্ণ রশ্মি সমুদায় কুজ্বাটিকা জাল বিদীর্ণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল—দূরস্থ মহীধর শৃঙ্গমকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিরাশি প্রায় উদ্গোষ্ঠ হইয়া উঠিল—নীহারমণ্ডিত বৃক্ষগণের পত্রবিটপাদি বালাতপ সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধরিল—এবং শিশির-সিক্ত শম্পশয্যা ঘেন, রাত্রিবিহারী বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গভরণ বিভূষিত হইয়া তাদৃশ চাক্চিক্যশালী হইতে লাগিল—তথা প্রশস্ত পত্র প্রাত্রেই পবিত্র অমুভারে অবনত হইয়া সহস্র ব্যক্তির হ্রাস সদৃশগাধার বশতঃ নিজ নিজ ক্ষততা স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে অথবা রবিরশ্মি সংযোগে যে যাহার আপনাপন শোভা—কেহ বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে প্রেরণ করিল—করিয়া, সকলে শান্তিপ্রদ হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিল।

পাছ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শুক পত্রাদি সংযোগে অগ্নি জ্বালনপূর্বক পূর্বদিবসের হ্রাস অন্ন পাক করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। পরে পাণ্ডেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্বক্কে আরোপণ করিয়া ভূতলে জাহ্নু পাতনপূর্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে সংযতমনোবৃত্তি হইয়া স্বীয় ধর্মের শাসনানুযায়ী পুণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে দৈশ্বর্যাদান করিয়া পুনর্বার গমনোদ্যত হইলেন।

অপরিস্রব কানন পথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্বরাত্রির অক্লান্ত স্বপ্নটা বারম্বার স্মৃতি পথাক্রম হইতে লাগিল। স্বপ্নটা তাঁহার চিত্তপটে এমনি স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হইল উহা অবশ্যই সত্য হইবে; আবার ভাবিলেন, আমি এই দেশে, আমি ধর্ম ধর্ম আশ্রয়ক

ব্যক্তি, আমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, কোন ক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য নহে ; স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়া মাত্র ; আগ্রদবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়, মনুষ্য ঐহিক বুদ্ধিবলে দমনকরিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্যে নিযুক্ত করেন ; স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গতভাবের আবির্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি ? অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির কখন স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না—বিশেষতঃ এরূপ ছুরাশী সঞ্চিত করায় মহৎ হানির সম্ভাবনা ; কারণ যদিও ইহা কল্পিনকালে সফল হয়, তাহাতেই বা তাৎকালিক সুখের আধিক্য কি ? আর যদি সফল না হয়, তবে যতকাল বাঁচিব ততকাল লোভরূপ দাবান্নিদ্বারা অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে ; অপরন্তু, সংকীর্ণ ধর্ম-পথাবলম্বী হইয়া ঈদৃশ চুশ্চিস্তা-নিমগ্ন হইলে স্থলিত পদ হইয়া অধঃপতিত, অথবা অগ্রমনস্কতা বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়—অতএব হে জগৎপতে ! আমার এই প্রার্থনা, কখন যেন অন্তঃকরণে লোভের ভার এমত না হয় যে, তজ্জন্তু অবিনশ্বর ধর্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি।

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ্রাসকাজ্জা নিরাকরণের চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পথিক এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়া কুটিলকানন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিয়া কেহ বা তাম্রকুট ধূম পানে কেহ বা অত্যাশ্চর্য উদ্বেগে মনোযোগ করিয়া আছে। পর্য্যটক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহারা যদি শত্রুতা করে, তবে কখনই পলাইয়া রক্ষা পাইব না, আর শত্রুতাই করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?—মিত্রতা করিলেও করিতে পারে। অতএব ইহাদিগের সম্মুখে সাহস করিয়া গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করি, অদৃষ্টে বাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে সাহসে ভর করিয়া তিনি ঐ বনেচরদিগের সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “ওহে ভাই সকল! আমি পথিকজন—এই স্থানের পথ জানিনা, অতঃপর করিয়া কহিয়া দেও।” এই কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্য করত কহিল “ওহে পথিক! ভাল, বল শেখি, যদি এই খানেই তোমার গতি শেষ করা যায়, তাহাতে হুানি কি?” পর্য্যটক উত্তর করিলেন “তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে, কিন্তু সে সকল কথা কহিবার অবকাশ নাই—এক্ষণে পথ বলিয়া দেও উত্তম—নচেৎ চলিলাম”। বনেচর কহিল “তুই আর কোথা যাবি?—জানিসু না, আমরা এই কানন-রক্ষক, যে যে এখান দিয়া যায় সকলের স্থানেই আমরা শুষ্ক আদায় করি—আমাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহই এখান দিয়া যাইতে পারে না”। পথিক কহিলেন “ভাই আমি পণ্যজীবী বণিক নহি, কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করি না।—আমার স্থানে কি শুষ্ক পাইবে”। তৎপর তখন আপন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, “ওরে মূর্থ! তুই নিঃসহায়, আমরা আট জন, তোমার দুই হস্তের কি এত বল হইবে যে, আমাদিগের আট জনের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবি?—যদি ভাল চাহিস্ তবে বাক্‌ছল পরিভ্যাগ কর, সমভিব্যাহারে ধন-সম্পত্তি বা ভক্ষ্য-সামগ্রী সম্ভার আছে

সমুদায় আমাদিগকে আনিয়া দে, দিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যা, নিবারণ করিব না—আমাদিগের এই ব্যবসায়, কেহ কখন আমাদিগের কথা অত্যাধিক করিতে পারে না” । “তবে তোমরা চৌর্য্যবৃত্তি ? ” “আমরা চোর হই বা নী হই সে কথায় তোর প্রয়োজন কি” ? । “এই প্রয়োজন, যে তোমার সন্তান মাত্র সহায়, কিন্তু যদি সাতশত হয় তথাপি জীবনসঙ্গে আমি আশ্রয় হইব না” । তত্বর পথিকের সাহসের কথা শুনিয়া আপন সহযোগীগণকে কহিল, “এ বেটা বলে কি রে ?—এ যে মরিতে বসেও কাঁদানি ছাড়ে না—ভাল দেখা যাউক, হুই এক ঘা ওসারিয়া দিলেই ইহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে” এই বলিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল— “আইস তোমার পিঠবোচ্কাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুজের মত পিঠে থাকতে কি কদাকার দেখাইতেছে, একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রূপখানি দেখাও” । পথিক তত্বরের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন “রে চোর ! আমি প্রাণের ভয় করি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমত কোন স্থান পাই নাই এবং কখন পাইব এমত আশাও করিতেছি না যে, জীবনভয়ে কাতর হইয়া তোর শরণ প্রার্থনা করিব—মৃত্যু আমার পক্ষে প্রার্থনীয়—অতএব সাবধান হইয়া আমার গতি রোধ কর” । এই বলিয়া পথিক এক বৃহৎ বনতরুকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কোষ রূপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন । চোরেরা ঈদৃশ সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমৎকৃত হইল । পরে এক জন ছুরাখা দূর হইতে সন্ধান করিয়া পথিকের অপসব্য হস্তে শর নিক্ষেপ করিল । পথিক তৎক্ষণাৎ শরকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শরধারে বাহর শিরা ছিন্ন হইয়াছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভ্রূজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না । চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিরস্ত করিল, এবং তাঁহার পৃষ্ঠস্থিত থলিয়া খোচন করিয়া ফেলিল ।

দেখেরা পথিকের সমুদায় সম্ভার বাহির করিয়া দেখে তাঁহাতে এমন কিছুই নাই যে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয় । কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্য সামগ্রীর অন্তই প্রাণে পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া কেহ পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ অন্তত ব্যাপার আনিয়া তৃপ্তীকৃত হইয়া রহিল ।

অনন্তর তত্ত্বরপতি নিজ অহুচরদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন “দেখ ইহার সঙ্গে এক কপর্দকও নাই, কিন্তু ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রমক্ষম, এমন দাস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অতএব চল উহাকে সঙ্গে করিয়া লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘাটা আরাম না হয়, আমাদেরিগের সঙ্গে থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিলেই হইবে”। এইরূপ কর্তব্যতা নির্ধারণ হইলে চোরেরা পথিকের হস্তযুগল তাঁহার নিজ উকীর্ষ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করত তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যবর্তী করিয়া লইল।

অতি অল্পকালের মধ্যেই পথিক তাহাদিগের কর্তৃক কতিপয় কুটার সম্মুখে নীত হইলেন। ঐ সকল কুটার তত্ত্বরদিগের নির্মিত এবং তাহাদিগের পরিভ্রমের আবাস। চোরেরা সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি নূতন কুটার প্রস্তুত করিয়া দিল। পাছ বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিন দিবস বাসন করিলেন। তাঁহার বাহর ক্ষত প্রায় শুক হইয়াছিল, আর দুই চারি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা, এমন সময়ে তত্ত্বরেরা একত্র হইয়া তাহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বারা কহিতে লাগিল, “শুন পথিক! আমরা তোমার দেহ-শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, আমরা চোর বটি, কিন্তু যথার্থজ্ঞানের পুরস্কারে পরাধুষ্য নুহি, তোমার পাথের দেখিয়া নিতান্ত দুঃখবস্থা বুঝিয়াছি, অতএব আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার করিলাম; দেখ আমাদের কস্তা কলত্রাদি আছে এবং আমরা বনেচর বলিয়া নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন করি না—ইচ্ছা হয়ত আমাদের সহিত মিলন কর, নচেৎ পূর্বে যে অভিসন্ধি করিয়াছি অবশ্য তাহাই করিব”। পথিক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন “তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অসংবৃদ্ধি অবলম্বন করিব না—বরং তোমাদিগকে অগ্রে সন্নিধান করিতেছি যে, আমাকে কোন রহস্যমুগ্ধস্থান জ্ঞাত করিও না, করিলে, প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা জানিবে”। তত্ত্বরপতি কহিলেন—“আমরা সে ভয় করি না। সাহসী বীরগণ কখন বিশ্বাস-হস্তা হইতে পারে না, বিশ্বাস-ঘাতকতা নীচ-প্রকৃতি ভীষণগণেরই ধর্ম”। পথিক কহিলেন “তোমরা সে আশা পরিত্যাগ কর, চোর ও দস্যুপ্রকৃতি যে সকল ভ্রূক্সা মনুষ্যমাত্রেয়ই অপকৃত্যক, তাহাদিগকে ব্যাঘ্র তলুকাদির দ্বারা উচ্ছেদ

করা সকল ব্যক্তিরই কর্তব্য কর্ম—না করিলে, ধার্মিকগণের অনুপকার করা হয়”। চৌরপতি পথিকের ভৎসনা বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—“আর তোমার সাধুতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি বুঝিলাম, তুমি না ধার্মিক জনের, না সাহসী পুরুষদিগের সংসর্গী হইবার যোগ্য—অতএব তুমি বাদশ নীচ প্রকৃতি অচিরে তরুণযুক্ত দাস্তবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি”। পথিক উত্তর করিলেন “নিরজ্ঞ এবং আহত ব্যক্তিকে অধার্মিক ভীষণনৈরায়ী অপমান করে—তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই”। চৌরপতি জীবৎ লজ্জায়ুক্ত হইয়া গাত্রোখান করত কহিলেন “ভাল ভাল এত বাকু বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই—তুমি আমার অনুচর হইতে অস্বীকার করিলে, অতএব চল তোমার শরীর বিক্রয় করিয়া আমাদিগের এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি”। এই বলিয়া তৎকালের পথিককে সমভি-
বাহারে করিয়া চলিল এবং বন উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হাটে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় করিয়া লইল। চোরেরা মূল্য পাইয়া চলিয়া গেল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নির্দোষ, যে এমন হুঁশাশকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথার রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না; কিন্তু বাহা হউক এমত কোন কর্ম করা হইবে না, বাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপবশের ভাজন হইতে হয়।

দাস-ক্রেতা পথিকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম সহিষ্ণু বুঝিয়াছিলেন। অতএব আপন আলরে আনিয়া বিশিষ্ট বস্ত্রপূর্বক ভেবজসেবন করাইয়া তাহার হস্তের ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভপরবশ হইয়া ঐ দাসটীর প্রতি যেরূপ অধিক মূল্য নিরূপিত করিলেন, তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে চাহিল না। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দাসটীর অস্ত্র অনেক ব্যয়ব্যসন করিলাম, কিন্তু কেহই ইহাকে ক্রয় করিতে চাহে না,—কি করি?—অথবা উহার বাদশ স্ত্রী দেখিতে পাই, তাহাতে উহাকে সংশ্রবাজত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাসা করি যদি আমাকে অর্থদ্বারা তুমি ক্রয় করিতে পার, তবে দাস্যত্ব হইতে

মোচন করিয়া দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্ কি না”? “মহাশয়! একথা কিসে জিজ্ঞাস্ত? পিপাসাতুর কি, জল পান করিতে পরাধু হইবে”? “ভাল, তবে তুই আমাকে তুই করিবি কি না”? “কি প্রকারে তুই করিব, অমুখতি করুন”? “অর্থদ্বারা”? দাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল “স্বাধীনতা প্রাণিমানুষের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত মহি—তাদৃশ অর্থাত্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই ছুট লোকে দল্লাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে”? এই বলিতে বলিতে দাসের চক্ষুদ্বয় ক্রোধে লোহিত বর্ণ এবং শরীর কম্পমান হইতে লাগিল। দাস-বণিক ভয়ে সঙ্কুচিত-চিত্ত এবং স্তান-বদন হইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল। সেই অবধি তাহার চেষ্টা হইল, বাহাতে দাসকে অল্প হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিষ্কৃতি পায়।

কিয়দিনান্তর সৌভাগ্যক্রমে ধোয়াসান প্রদেশাধিপতি অতি বদান্ত এবং ক্ষমতাবান্ অলপ্তাগীন্ ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।



তৃতীয় অধ্যায় ।

দাস কিছুকাল মহীপালের আশ্রয়ে বাস করিতে করিতে প্রভুকে স্বীয় গুণে বদ্ধ করিল। রাজা তাহার ধর্ম-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামি বাৎসল্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্বদা আপন সমীপে রাখিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পুন্দর্য্যভি পরিচয় দিলেন। এক দিন দুই জনে একত্র বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজা নিজ দাসের পূর্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দাস কহিতে লাগিল।

“মহারাজ ! আমার পূর্ব বৃত্তান্ত অতি সজ্জপ। আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা ‘কালিফ ওথমানে’র আজ্ঞানুযায়ী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য-ভূপাল ‘ইস্‌দগদ’ তাহাদিগের পরাক্রম অসহ্য হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত। তাঁহার সন্তানেরা তৎদেশের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া তুর্কীয়জাতি হইয়া গেলেন। আমিও সেইরূপে তুর্কী হইয়াছি।—আমার পিতা নির্ধন ছিলেন, সুতরাং বালক কালাবধি আমাকে জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্ত সর্বদা পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বশু সবল এবং মন উৎসাহশীল ও পরিশ্রম-স্বরস্ক হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমকর বসিয়া মানি।—পিতা নির্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করা হইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পূর্দার্থ যে ধর্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন। অতএব তাঁহার অনুরূপ বশ্য আমি বালককালাবধি ইন্দ্రిয়-দমন করিতে এবং জগৎপাতার প্রতি প্রজ্ঞাবান হইতে অভ্যাস করিয়া-ছিলাম।—শৈশবাবধি আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের স্ফাবিত্ব হইয়াছিল যে, আমার দ্বারা পরিবারের ক্লেশ মোচন হইবে। সেই আশা অবলম্বন করিয়া উনবিংশতি বর্ষ বয়সকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল,

কোন রাজসম্মানে বোদ্ধ-কর্ম স্বীকার করিব। পশ্চিমধ্যে দম্যকর্তৃক পরা-
ভূত এবং দাণ্ডে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্জমান আশালতা একেবারে ছিন্ন-
মূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহা
পুনরায় অঙ্কুরিত, স্বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে।

আলোপাগীন এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাসত্ব
মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে
প্রধান মন্ত্রিহে এবং সর্বসৈন্তাধ্যক্ষতার নিযুক্ত করিলেন। দাস তাদৃশ
উচ্চপদারূঢ় হইয়া ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্তথা করিলেন না। তাঁহার দাস্ত-
শ্রুতাব ও বিচক্ষণতার সুনামপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমান ও শ্রুশিকা সম্পন্ন হইল।
তাঁহার শৌর্যবীর্যপ্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া অধীনতা
স্বীকার করিল, এবং রাজ্য ও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রজাবৃন্দের
সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিপূর্বেই এই অমাত্যের গণিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়া-
ছিলেন, অতএব আত্মজের দৈনন্দন বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্তু
জননী তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র সন্নিধানে
আনীত হইয়া তাঁহার তাদৃশ গৌরব দর্শনে ও গুণকীর্তন শ্রবণে চক্-
কর্ণের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। কি চমৎকার! বে ব্যক্তি
সহায় সম্পত্তিবিহীন হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করত সিংহ ভল্লুকের সহ-
বাসী হইয়াছিল, যে মানা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন-মৃত্যুরূপ
দাসত্ব-দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে পৃথ্বিপতির সহিত একা-
সনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নরগণের কৃতজ্ঞতাভাজন
হইয়া তাহাদিগের আশীর্বাদ লাভ করিতে লাগিল। পরমেশ্বরের কি
অপার মহিমা! তিনি অতি উচ্চকে নীচ করিয়া এবং অতি অধমকেও
প্রধান পদারূঢ় করিয়া মানবকুলকে সর্বদাই সাংসারিক বিভবের সুসাহায্য
এবং ধর্মপদার্থের অন্বিলম্বরহিত প্রমাণ দর্শাইতেছেন। বলতঃ প্রধান
মন্ত্রী এক্ষণে পরমস্বর্গে কাশ্যাপন করিতে লাগিলেন, এক বালায়হার
নানাশ্রুকার রং পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চক্ষু স্বাভাবিকতর
প্রতিজনক বোধ হইতে লাগিল।

আলেক্সান্দারী, রাজার একটা গরমাস্ত্রময়ী কস্তা ছিল। কস্তার বাদশ লাবণ্য-মাধুরী তাহার গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক আচা কুলীন সন্তানগণ তাহার পাণি গ্রহণাভিলাষে কাসিয়া নিরন্তর উদ্গাসনা করিত। কিন্তু রাজকস্তা উপাসনার বশ ছিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহার্থীকেই বিদায় করিয়া অনুচাবহ্মার কালবাণন করিতে লাগিলেন। রাজার অন্ত অপরূপ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র কস্তা। সুতরাং কস্তা বিবাহে সম্মত হইয়া উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, এমত একান্ত বাসনা থাকিলেও কস্তার অনতিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন করণে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রধান মন্ত্রীকে সর্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকস্তার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষতঃ প্রকৃত অহুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়িগুণের প্রীতি-প্রফুল্লনেত্র এমত রমণীয়, স্নেহ, সত্যদৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকসিত হইয়া উঠে, এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। একদিন প্রধান মন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। বথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাঙ্গা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অঙ্গত হয়, অন্তঃকরণের অসাড়তা দূরীকৃত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্বতোভাবে আত্ম-বিস্তৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিস্থিরগণ গরোক দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! অগভীর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমহৃৎ প্রাণ অনুভব করিয়া বিরাহেন, অভিতেজিহ্ন মানবগণ নিরক্ষণ রিপূরণ কর্তব্য

সেই বন্ধু দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে ! প্রধান মন্ত্রী আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিলে পর সরল হৃদয়া রাজপুত্রীও সমুদায় ব্যস্ত করিলেন। পর কিঞ্চিৎকালান্তরে কহিলেন “আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইতে অসম্মান নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যিক, দ্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনুচাবস্থায় পিতার অসম্মান করে, সে যে গৃহিণী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবে এমন সম্ভাবনা অতি বিরল”। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, আমি এইক্ষণে রাজ-সন্নিধানে চলিলাম, তাঁহাকে আমাদের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃ-করণে অতি প্রবল বলিয়া শব্দ হয়”।

সেই দিনেই রাজা এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইল। মন্ত্রী স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া উত্তর করিলেন, “দেখ জেহীরা আমার একমাত্র সন্তান—এই জীবন-বৃক্ষের একমাত্র পুষ্প, বাহার দ্বারা আমার সংসার কানন আমোদিত এবং অন্তরাত্মা পরিভূষ্ট হইয়া আছে। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, তাঁহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল সুখভাগিনী হইয়া থাকে। অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমালা প্রদানে সন্মত হয় নাই—আমিও এই বিষয়ে তাহার অনভিমত করিতে চাহি না। অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সন্মতি পাইবে”। মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন, “মহারাজ ! আমি আপনকার কন্ঠার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে স্বামিষে বরণ করিতে সন্মত আছেন ; কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা ; এক্ষণে আপনকার অনুকূলভায় প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে”। রাজা তুমিরা দৃষ্টান্তে উত্তর করিলেন “যদি তুমি জেহীরার সন্মতিলাভ করিয়া থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, আমি এই ধোঁই অনুমতি দিতেছি, যে পূর্ণপুষ্প হইয়া পূর্ণ মনো-প্রার্থনা পূরণ

সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কৰ্ম সৰ্ব্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন,—
বাহাইউক, এই আমার পরম পরিতোষ যে, জেহীরা অশুপযুক্ত পাত্রে
প্রীতি সমর্পণ করে নাই”।

অনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর স্বীয়
প্রিয়পাত্রের সহিত আশ্বজার উদাহ সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাত
কুলশীল জনের সহিত কল্পার পরিণয় সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ
মৎসর-ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রী গুণগ্রামে বশীভূত প্রজাসাধারণ
অত্যন্ত প্রকল্পমনে আনন্দ মহোৎসব করিতে লাগিল।

কিয়দিবস পরে আলেগুাগীন গজনন্ নগরে রাজধানী সংস্থাপন
করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার পর-
লোক হইলে পুত্র পোত্রাদি কেহ না থাকাতে ঐ জামাতাই রাজ্যাধিকারী
হইয়া নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবকৃতাগীন নামে বিখ্যাত হইলেন।
ইহাঁরই পুত্র গজন্বী মহম্মদ, যৎকর্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব প্রথমে
আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকার সম্ভুক্ত হয়।

অঙ্গুরীয় বিনিময়

প্রথম অধ্যায় ।

পর্কত-শ্রেণী সকল মানচিত্রে দেখিলে যেরূপ প্রাচীরবৎ সমান উচ্চ বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ নহে । তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে ছেদ থাকে, এবং সেই সকল দ্বার অন্বেষণ করিয়াই নির্বারণী সমস্ত নির্গত হয় এবং মনুষ্যপাখাদি এক দিক হইতে অপর দিকে যাতায়াত করে । কিন্তু এই সকল পর্কতীয় পথ অত্যন্ত কুটিল, কোথাও কোথাও অভিশয় সংকীর্ণ এবং প্রায় সর্বস্থানেই বন্ধুর । এতাদৃশ পথের নাম গিরি-সঙ্কট । ভারত-বর্ষের নৈঋত ভাগে যে মলয় পর্কত সমুদ্রের বেগ রোধ করিতেছে, তাহাতেও এরূপ অনেক গিরি-সঙ্কট আছে ।

একদা তত্রতা উপত্যকাবিশেষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি—কেহ বা পাদ-চারে কেহ বা অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল । চতুর্দিকস্থ পর্কতীয় শিলা সকল উদ্ভিদ-সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া, তাহারা স্নিগ্ধ সমীরণবাহী সন্ধ্যাকালের প্রতীক্ষা করিয়াছিল । কিন্তু সম্পূর্ণ সূর্যাস্ত না হইতে হইতেই, উদগ্র গিরিশিখর-চ্ছায়ার সেই কুটিল পথ একেবারে অন্ধ-তমসাবৃত হইতে লাগিল । অনতিদূর গমন না করিতে করিতেই, শৈল সমুদয়ের বিচ্ছিন্নভাগ অন্ধকারপূর্ণ হওয়াতে পথিকেরা আপনাদিগকে অভ্যন্ত-অসিক্তবর্ণ প্রাকারবেষ্টিতবৎ অবলোকন করিলেন । উর্দ্ধভাগে দৃশ্যমান সমুদায় নতোভাগ নক্ষত্রময় হইয়া ষেতক্কার্মিক ষটিত নীল চত্ৰাতপ সদৃশ বোধ হইতে লাগিল । প্রভু আছে, সূর্য্যতীর কুপাত্যন্তরে এবিষ্ট হইলে দিবসেও গগনবিহারী নক্ষত্রগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । পথিকেরা সন্ধ্যার প্রথমাবস্থাতেই সেই গভীর পর্কত তল হইতে তাদৃশ তারাতর নিরীকণ করিয়া সেই

কথা সপ্রমাণ করিলেন । কিঞ্চিৎ গ্লিহিতলস্থ নিবিড় অন্ধকার, নক্ষত্রগণের
মুহূৰ্ত্ত-জ্যোতিঃ দ্বারা ভেদ্য হইবার নহে, অতএব পথিকেরা অতি সাব-
ধানে পাদবিক্ষেপ করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । বিশেষতঃ
তাঁহাদিগের মধ্যস্থ দিব্যগঠন ও বহুমূল্য কোশেয় বস্ত্রাবৃত যৈশ্বিকা ছিল,
তদ্বাহকেরা ঐ বস্তুর পথে পাছে আলিতপদ হয়, এই জন্ত সকলে বিলম্ব করিয়া
যাইতেছিলেন । শিবিকা-বাহকগণের অস্পষ্ট শব্দ পরস্পর, সমভিব্যাহারী
ভৃত্য ও রক্ষিবর্গের পদস্পর্শ কথোপকথন এবং পৃথ-প্রদর্শকদিগের উচ্চস্বর,
চতুঃপার্শ্বস্থ গর্জন মধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে, যেন সহস্র সহস্র ব্যক্তি ব্যঙ্গ
করিয়া পথিকদিগের শব্দের অল্পকরণ করিতেছে বোধ হইতে লাগিল ।

এবম্প্রকারে যাইতে যাইতে পথিকেরা এমনি একটি সংকীর্ণ পথে
উপস্থিত হইলেন যে, তাহাতে দুই জনও পাশাপাশি হইয়া গমন করা
কঠিন । কোন সময়ে ভূমিকম্প দ্বারা তথায় উভয় পার্শ্বে স্থলোপল সমস্ত
ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পথটিকে তাদৃশ অপ্রশস্ত করিয়া থাকিবে ।
শিবিকা-বাহকেরা সেই স্থানে সর্কীগ্রবর্তী হইয়া অতি যত্নে শিবিকা নির্গমন
করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল ।
এইরূপে শিবিকা নির্গত হইবামাত্র হঠাৎ তদ্বাহকেরা কতিপয় অস্ত্রধারী
পুরুষ কর্তৃক একেবারে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইল এবং চকিতের স্থায়
কতিপয় বলবান পুরুষ তাহাদিগের স্বরূপদেশ হইতে শিবিকা আচ্ছি-
দ্রু করিয়া অতি ত্বরিত-গমনে প্রস্থান করিল । রক্ষিবর্গ ঐ আক্রমণ
কোলাহল শুনিয়া শিবিকা রক্ষার্থে দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবমান
হইলে তাহাদিগের সম্মুখবর্তী পুরুষ আক্রমণকারী জনৈকের শূলগ্রবিদ্ধ
হইয়া আত্মনাদপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল । তাহার সেই ভয়ানক
রোদন শব্দে পশ্চাৎবর্তী দৈন্তচর ভয়ে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান হইল,
তখন আক্রমণ-কারীদিগের মধ্যে একজন সুগভীর স্বরে কহিল—“এক
পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই প্রাণ হারাইবে । যে যেখানে আছে স্থির হইয়া
থাক; স্বরূপেই নির্ঝিল্লি গমন করিতে দিব” । কিয়ৎকণ পরে সেই
ব্যক্তি হস্ত করত কহিল, “কখন দেখিয়াছ একটিমাত্র শাখাযুগ, ভিন্নরূপ
চাকের দ্বার রোধ করিয়া কেমন একটা একটা করিয়া সমুদায় ভাঙ বিনাশ

করে? বাহির হইবার চেষ্টা করিলে তেঁমাদিগেরও সেই দশা হইবে।
রক্ষিবর্গের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিল “আমাদিগের শিবিকা কোথায়?”
“শিবিকা যেখানে হউক সে কথা আর প্রয়োজন নাই—তবে এই মাত্র বক্তব্য
যে, আমরা তদারোহিণী কিশোরীকে, তাহা বিলক্ষণ জানি, অতঃপর
তাহার বথাযোগ্য সজ্জমের ক্রটি হইবে না। তিনি এই দুর্গম পথ-পরিশ্রমে
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব একবার আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ
করিবেন, হানি কি? “হায়!” আমরা প্রভুকে কি বলিব—তুমি কে?”
“আমি যে হই, তেঁমরা বাদসাহকে কহিও তিনি বাহাকে পার্শ্বতীয় দন্ড্য
বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহার আত্মজা সেই দস্যুরাই করকবলিত হইয়াছেন।”
এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই শিবিকাবাহীরা সেই সুপরিজ্ঞাত পথ
দ্বারা অতি দূরে প্রস্থান করিল, এবং যিনি কথোপকথন করিতেছিলেন,
তিনিও হঠাৎ শত্রু সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আরঞ্জের সৈন্তগণ বহির্গত হইয়া বাদসাহকে কি প্রকারে এই অন্তত
সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার
বাদসাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি অতি ক্রুর-প্রকৃতি ছিলেন।
কোন অননুভূতপূর্ব দৈবনিবন্ধন বা দুর্ভাগ্য কর্তৃক যদি কোন প্রযুক্ত-
কর্মের ক্রটি হইত তথাপি ক্ষমা করিতেন না। তাহার স্বেচ্ছার বিপরীত
কিছু ঘটয়া উঠিলেই ভৃত্যবর্গের প্রতি পক্ষ দণ্ড প্রয়োগ করিতেন।
বস্তুতঃ আরঞ্জেরও অত্যন্ত নৃশংস-স্বভাব একাধিপতি রাজাদিগের ভ্রাতা
একান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ছিলেন—ক্ষান্তি, দয়া ও সয়বেদনা কাহাকে বলে
তাহা কক্ষিমাাত্র জানিতেন না। অতএব তাহার সকলে অক্ষত-শরীর
ধাকিতে তদ্রক্ষিত। রাজপুত্রী শত্রুগণ হইয়াছেন এই সংবাদ লইয়া তাদৃশ
ঐতুর সমীপগমনে সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পরে সকলে এক
মত হইয়া পরামর্শ স্থির করিল যে, বাদসাহকে কহিব, হিন্দুজাতীয় শিবিকা
বাহকেরাই দুর্ভেদ্য করিয়া আমাদিগকে বিশেষ আনয়ন করত দুর্ভেদ্য দস্যুর
হস্তগত করিয়াছিল। বাদসাহের প্রথম ক্রোধোদ্যমে ইহারাই বিনষ্ট
হইবে, আরও সর্বল রক্ষা পাইলে পাইতে পারি। অহা! প্রকৃতদর্শী
পুণ্ডিতের উদ্ভব কহিয়াছেন যে, অতঃপর আমাদিগের সমস্ত অগ্রিম বাক্য

পরিহারপূর্বক যে, সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে তাহাও আমাদেরই দোষ । যেহেতু আপনাদি ক্রমবান হইলে কাহার সিংহাধিষ্ঠিত্য প্রতারণা করিবার প্রয়োজন থাকে না । সে বাহাউক, সাম্রাজ্যবর্গ, এইরূপ স্বীয় করিয়া হুর্ভাগ্য বাহকবর্গকে রক্ষা করিয়া লইল, এবং যেখানে দিল্লীশ্বর আরম্ভের মাছুরা নগর সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করিয়া পরম প্রিয়তমা অশ্বজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় শীঘ্র গমনে উপনীত হইলেন । বাদসাহ স্বীয় ছহিতা সখ্যক্ষীয় হুর্ভাগ্যবতীনা স্ববর্ণমাত্র যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, ঐসময়গণের অনেক নিগ্রহ করিলেন, এবং হুর্ভাগ্য বাহকেরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলিয়াই যে শীঘ্র দণ্ডিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য ।

এখানে শিবিকাপহারীরা বাদসাহ-পুত্রীর শিবিকা বহন করত নানা কুটিল পদবী উত্তীর্ণ হইয়া একটা পার্শ্বীয় দুর্গমপথে উপনীত হইল । তখন রাজ্য অধিক হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থান পার্শ্বতের অধিত্যকা, অতএব তারা এবং চক্র করণে উপত্যকা অপেক্ষা শিথিলীকর ছিল । তথায় কোন বিশেষ সঙ্কেত করিবারাত্র দুর্গস্থিত ব্যক্তিরা উদ্ধ হইতে একটা দোলায়ত্র অবতারণিত করিয়া দিল । নৃপাল-তনয়া বহুবিধ সম্মানপূরণের তাহার উপর আরোহণ করিতে আদিষ্ট হইলে তিনি অগত্যা শিবিকা ত্যাগ করিয়া ঐ দোলায়ত্র অবলম্বন করত চকুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিলেন । দোলা-বস্ত্র নারিকেলত্বণ্ড নির্মিত ঐঠিন রজ্জু-সংযোগে নির্মিত্রে শূন্যমার্গে উত্তীর্ণ হইল । এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলে ঐ দুর্গমপথে দুর্গ প্রান্তে উত্তীর্ণ হইলে, দুর্গের কবাট উন্মুক্ত হইল, তখন সকলেই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ।

বাদসাহ কস্তার আবাস হেতু ঐ দুর্গমধ্যে যে গৃহীত প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইলে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দিল্লীর রাজ-তবনে বাদশ্ব মহামূল্য গৃহোপকরণ শোভাসামগ্রী পরিবৃত্ত হইয়া থাকিলেন এখানে তাহার কিছুই নাই । কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন প্রবোধও অসম্ভাব ছিল না । রাজতবনে হেমশাত্র পরিপূর্ণ আভর গোলাপ মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সকল গৃহ আমোদিত করিত, এখানে অশুদ্ধ কন্দল ও অকৃত্রিম দ্বিত্ব সুগন্ধি পুষ্পাদি তাহার সেবার্থে সমাহৃত হইয়াছিল । পিতৃপিতৃয়ে কাশ্মীর দেশ প্রাপ্ত সালের শস্যের উপবিষ্ট হইলেন, এখানে সুকোমল রোমশ-পক্ষ

চর্খে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে অন্তঃপুর রক্ষিণ সর্বদা নিষ্কোষ কুপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিত, এখানে তাদৃশ কিছুই দৃষ্ট হইল না।

তৎকালে বাগলাহু-পুল্লীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে যদিও প্রাধানাসুন্দরীদিগের মধ্যে গণ্য করিতে না পারা যায়, তথাপি অবশ্যই প্রশংসনীয়রূপা বলিতে হয়। জীলোকেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা একটা করিয়া বিবেচনা করিলে রোসিনারার কোন কোন অবয়বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দোষ নির্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু সদা সুস্থশরীর এবং আনন্দ-যুক্ত অন্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ডলের যাদৃশ মনোহারিতা হয়, নৃপছহিতা সেই শোভাতেই জনগণের কমনীয়া ছিলেন। পিতৃ-শত্রুর কবলিত হওয়াতেও তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি মনে মনে জানিতেন পিতা সকল সম্ভান অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ করেন, অতএব অচিরেই তাঁহার উদ্ধারার্থ যত্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; এবং প্রবল প্রতাপ আরম্ভে যত্ন করিলে কৃতকার্য্য হইবার অসম্ভাবনা কি? এই ভাবিয়া রোসিনারা নিশ্চিন্ত প্রায় ছিলেন। বয়ঃ মধ্যে মধ্যে এমনও মনে করিতেছিলেন, এই দুর্য্যোধ দস্যুরা পিতার সন্নিধানে বিপুল অর্থ পাইবার লোভেই আমার শরীর আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের অর্থ লাভ হওয়া দূরে থাকুক, জাত ক্রোধ বাদসাহের সমক্ষে প্রাণ রক্ষা হওয়াও ভার হইবে—আমি সেই সময়ে তাঁহার ক্রোধোৎপাতের নিমিত্ত যত্ন করিয়া ইহাদিগের মহাসম্মত হৃদয় ব্যবহারের প্রত্যাশকার প্রদান করিব। এই রূপে রোসিনারা অল্পদ্বিগ্ন-মনা হইয়া কিঞ্চিৎ উপযোগানন্তর রাত্রি যাপন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় আবাস গৃহ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে অতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত কদোসি, হাফেজ, সেখ সাদি প্রভৃতি মহা কবিগণের পারস্ত ভাষায় বিরচিত রমণীয় কাব্য গ্রন্থ সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে। রোসিনারা বাল্যাবস্থায় স্বজাতীয় ভাষা পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। কাব্য পাঠ করিয়া তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সকল স্তাদৃশ স্থলে প্রাপ্ত

হইয়া তাঁহার অত্যন্ত চমৎকারী জুগিল। অতএব স্বীয় পরিচর্য্যার নিযুক্ত দাসীবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার এই সকল পুস্তক এবং কে বা সেই দুর্গস্বামী, জানিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কেহই তাঁহার কৌতূহল পরিপূরণ করিল না। দাসীগণ কেহ বা মৌনাবলম্বী হইয়া রহিল, আর কেহ বা 'মাতঃ কেহ বা 'স্বামিনি অথবা 'কিশোরি ইত্যাদি সমীক্ষাদি সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিল, "আমাদিগকে মার্জনা করুন—আমরা এই বিষয় কিছুই বলিতে পারি না—কৃত্তা স্বয়ং আসিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিবেন—আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, 'তিনি তোমার মনোরঞ্জনার্থেই এই 'সকল পুস্তক এবং তোমার সেবার্থেই আমাদিগকে 'এখানে আনয়ন করিয়াছেন"। এই সকল কথার খাদসাহ পুত্রীরা কৌতূহল আরও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় উদ্ধারের জন্য যত 'উদ্যম না হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি ভাদ্রশ ভাবসম্পন্ন কে, ইহা জানিবার জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইলেন।

এইরূপে তিন রাত্রি গত হইল, চতুর্থ দিবস প্রাতে দুর্গ মধ্যে বহু-জন-সমাগমের শব্দ কর্ণগোচর হইল, এবং দাস দাসীবর্গ চকিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। রোসিনারা এই সকল লক্ষণে অসুমান করিলেন, দুর্গস্বামী আসিয়াছেন, অতএব শীঘ্রই তাঁহার সন্দর্শনলাভ করিব। এই স্থির করিয়া ক্রমে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন তাহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যহ যে সকল দাস দাসী তাঁহার পরিচর্য্যার্থে যাতায়াত করিত, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহই গৃহান্তরালে আসিল না। ক্রমে বেলা অধিক হইল, এবং বাদসাহপুত্রী, অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্তা হইয়া আহায়ে অনিচ্ছা খ্যাপন, পরিচারিকাদিগের প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ, এবং মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অঙ্গুরীয় বিনিময়ের হেতু পরাধীনতার ক্রেশ, অথবা আপনাকে দুর্গস্বামীর অবজ্ঞারোধ, তাহা নির্ণীত হয় নাই—তাহা ভাবুক জনেরই নির্দিষ্ট।

ঐকান্ত সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া কুদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যক্তি বিশেষ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘহৃদ, প্রশস্ত লম্বাট এবং বক্ষঃ, বিশাল গ্রীবা এবং আভ্যন্তরীণতঃ তুঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় বীর-

লক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্র, যৌৎস্ন্য হইয়া বেন তদৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সকল বস্তুই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম। কোন মহাকবি কহিরাছেন—
চক্ষুরিঞ্জির মস্তিষ্কের অতি নিকটবর্তী বলিয়া উহাই অস্ত্রাস্ত্র অবরব এবং ইঞ্জির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বভাবজ্ঞাপক হয়। কারণ যাহা হউক, ফল সত্য বটে তাহা নিঃসন্দেহ। ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অন্ধিত্ব দেখিলেই অতি প্রথমে বুঝি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত। যাহার প্রতি সেই দৃষ্টিপাত হইত তিনি বুঝিতেন, এই ব্যক্তি আমার সমুদায় গুঢ় অন্তঃকরণ-বৃত্তি পর্যালোচনা করিতে পারেন, অতএব কেহই তাঁহার নয়নের সহিত নিজ নেত্রের সঙ্গতি করণে সাহস করিত না। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই কেবল অধ্যবতার লক্ষণ ছিল। নচেৎ আর সর্বমুখাবরব মাধুর্য্যভাব প্রকাশক এবং যথাবিধিত প্রযুক্ত সুদৃশ্য ও ক্ষুদ্রিত। ফলতঃ পুরুষ-শরীর বলবিক্রম প্রকাশক না হইলে সম্পূর্ণরূপে নুশোভন হয় না। ঐ শরীরে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু উহা অপরিসীম বীৰ্য্যবান হইয়াও একান্ত কর্কশ অথবা অকোমল বলিয়া অনুভব হয় নাই।

তাদৃশ ব্যক্তি হঠাৎ বাদসাহ পুত্রীর সম্মুখীন হইয়া ঈশ্বরদমনত-মস্তকে অভিবাধন করত নিজ বক্ষে বাহুবিন্যাস পূর্বক দণ্ডারমান হইলেন। বাদসাহ-পুত্রী তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন বোধ হয় না। যাহাহউক, আগন্তুক তাঁহার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি সহকারে মৌনাবলম্বনে রহিলেন দেখিয়া রোসিনারা মুহূর্ত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। “কোন ব্যক্তি আমাকে এইরূপ আতিথ্য স্বীকার করাইতে-
হৈম আপনি বলিতে পারেন?” আগন্তুক উত্তর করিলেন “শিবজী”। রোসিনারা কহিলেন—“আমি দিল্লীখুর আরজ্জের কস্তা, কি জন্ত এবং কোন্ সাহসেই বা শিবজী আমার গমনের ব্যাঘাত করিয়া এই ঈর্গমধ্যে আনয়ন করিলেন?” “আপনি বাদসাহ-পুত্রী তাহা অপরিস্ফুট নহৈ—
এবং শিবজী বাঈসাহের সহিত হির সৌহার্দ এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন করিবার জ্ঞতিপ্রাপ্তেই তদুদ্দেশ্যে এখানে আনয়ন করিয়াছেন”। “একি অসঙ্গত

কথা । তৈমুর বংশগত ৩ দিল্লীর শেরেব সহিত পর্বতীয় লক্ষ্যের সম্বন্ধ নিবন্ধন !”

শিবজী, কক্ষিকরণ নতশিরঃ থাকিয়া মুখোত্তোলন পুরঃসর উত্তর করিলেন

“আপনি যেরূপ শুনিরাছেন সেইরূপ কহিবেন আশ্চর্য্য নহে ! বস্তুতঃ আমি

~~দস্যবৃত্তি~~ নহি । আমি এই পর্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা । যদি বলেন

আমার বংশমর্যাদা এরূপ নহে যে তৈমুরলঙ্গ বংশীয় কস্তুর পাণিগ্রহণ যোগ্য

হই, তাহার উত্তর এই যে, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয়

করিয়া দিগন্ত বিস্তৃত-নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি

তাঁহাদিগের ভায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি

সহস্রগুণে প্রধান নহেন ? আমি এই পর্বতোপরিস্থ প্রজবল সদৃশ হইয়াছি,

আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান নিরুত্তর হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্র-

মণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য লাবিত

হইবে । আমাকে তাবৎকাল জীবদশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি

সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ

দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে । সে যাহা হউক, আপনি

এক্ষণে নিরুদ্ধেগে অবস্থিতি করিতে থাকুন । কেবল মাত্র এই ছুর্গ পরি-

ত্যাগ করিতে পারিবেন না, নচেৎ আর আর সর্ব বিষয়ে যথেষ্ট ব্যব-

হারের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই । আমি এক্ষণে প্রত্যহ এক একবার

সাক্ষাৎকারমাত্র প্রার্থনা করি । বোধ হয় কালে আমাকে দস্য অপেক্ষা

কিছু ভাল বোধ হইলেও হইতে পারে । এক্ষণে বিদায় হই” ।

এই বলিয়া শিবজী অতি নম্র হাস্যমুখে বাদসাহ পুত্রীর প্রতি স্নিগ্ধ-
দৃষ্টি করত প্রস্থান করিলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অঙ্গদেশে 'মোগল পাঠান' নামক একটা যুদ্ধাত্মক জাতি প্রচলিত আছে, সকলেই জানেন। কিন্তু বাহাদুরের ইতিহাস পাঠ করা নাই তাঁহারা জানেন না যে, ঐ জাতিটি চুই প্রবল মুসলমান জাতির পূর্ব-কালীন ঐতিহাসিক বৈরিতার প্রকাশক। ভারতবর্ষ সর্বপ্রথমে সিন্ধু-নদের পশ্চিমাঞ্চলবাসী পাঠান জাতির মুসলমানদিগের কর্তৃত্ব আক্রান্ত এবং পরাজিত হয়। তাহারা অগ্রে ইহার উত্তরাংশ পরে দক্ষিণ ভাগ জয় লব্ধ করে। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য বহুকাল একচ্ছত্র থাকিবার নহে। নর্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চল অতি শীঘ্রই স্বতন্ত্র ভূপাল বংশের অধিকৃত হইল। ইহারই কিছুকাল পরে হিমালয়ের উত্তরাংশ-নিবাসী মোগল জাতিদেরা আসিয়া দিল্লীস্থ পাঠান বাদশাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিল। কিন্তু দক্ষিণ দেশের পাঠান রাজারা বহুকাল স্বাধীন ছিলেন। প্রবল প্রতাপ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের দিন দিন বল হীন হইতে লাগিল, তথাপি উহাদের রাজধানী বিজয়পুর কখন সর্বতোভাবে শত্রুগ্রস্ত হয় নাই।

এতদূশ সময়েই শিবজীর জন্মগ্রহণ হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই দেশের অকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অসামান্য বুদ্ধি সহকারে কখন বা মোগলদিগের সহায়তা করিয়া কখন বা পাঠানদিগের পক্ষ হইয়া, আপনাবল বুদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, বিধর্মী মুসলমানদিগের ঐভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার স্থির সখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি জানিতেন যে, এক জাতীয় রাজারা যে-সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার শেষে সন্ধি-বন্ধন হইয়া সমুদায় বিবাদ নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু যেখানে জাতিবিশেষ প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্তী অপর জাতীয়দিগের পরম প্রিয়তর ধন ধর্ম্ব বিনাশে বদ্বশীল হয়, সেখানে আর সন্ধির কথা থাকে না। সেখানে যত কাল একের সম্পূর্ণ ভেজোঁহাস, অথবা সমূলে সংহার না হয়, তাবদ্বিন সময়ান্তি প্রকল্পিত হইতে থাকে। শিবজী এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাহুশ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু চতুরতা অপেক্ষাও তিনি যে সকল নিয়ম-নিবন্ধন এবং সৈন্ত-শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় করেন, তদ্বারা অধিক কার্য সাধন হয়। তাঁহার পৈতৃক অধিকার পুনা প্রদেশে অতি সবল-শরীর এবং শত্রুপরায়ে এক প্রকার সক্ষর জাতি নিবাস করিত। 'শিবজী সেই সকল লোককে সুশিক্ষা-সম্পন্ন করিয়া স্বর্গা এবং মল্ল-যুদ্ধ-বিশারদ 'মাওলী' নামক পদাতি সৈন্ত প্রস্তুত করেন। আর অনতিদূরবর্তী বরগা, রেবা ও ভীমা প্রভৃতি নদীকূলে এক প্রকার খর্ব-গঠন বীৰ্য্যবান অশ্বজাতি প্রস্তুত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সেই সকল স্থান স্বাধিকার সম্বন্ধ করিয়া 'বর্গী' নামক উত্তম অশ্বারোহী সৈন্ত প্রস্তুত করেন। অপরন্ত, পরশুরাম-ক্ষেত্র (যাহাকে ককণ দেশ বলে) জয়লাভ হইলে তত্রতা নিকৃষ্ট জাতীয় অনেককে সৈন্ত সম্বন্ধ করিয়া গোলন্দাজ এবং ধাতুক প্রস্তুত করতঃ পদাতিদিগকে 'হিতকরী' এবং অশ্বারোহী সকলকে 'সিলিদার' আখ্যা প্রদান করেন। আর তথাকার যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সৈন্তে নিযুক্ত হয়, তাহার নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া—কখন সন্ন্যাসী কখন গণক এবং কখন বা ফকীর অথবা ঐশ্বর্য-জালিক ইত্যাদি বেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎস্থলের সমুদায় রহস্য সম্বন্ধে আনিয়া শিবজীর কণ্ঠগোচর করিত। এই সকল চর 'যাসু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ যাসুদিগের সহায়তায় শিবজী নানা সঙ্কট উত্তরণ এবং বিবিধ প্রকারে শত্রুস্রোহ করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারাই দিল্লীখর-কতার পিতৃ সম্মিধানে আগমন বার্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে, এবং সেই সংবাদ পাইয়াই তিনি রোসিনারাকে পূর্বোক্ত প্রকারে হরণ করিয়া আনেন।

শিবজী বাদসাহ-পুত্রীকে হরণ করিয়া যে দুর্গ মধ্যে আনয়ন করেন, তাহা ছল ভাষা। তথায় শত জন সাহসী ব্যক্তি মিলিত হইলে দশসহস্র বিপ্লব সেনাকে পরাভব করিতে পারে, বিশেষতঃ তাহার পথ শিবজীর নিজ অমুচর ব্যতীত আর প্রায় কাহারও জ্ঞাত নহে, সুতরাং তথায় রাজ-পুত্রীকে আনিয়া তিনি তদগমন বিষয়ে এককালে নিঃশঙ্ক হইয়াছিলেন।

রোসিনারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্য্যভাবে বশীভূত হইলেন। তিনি এক দিনের জন্তও শত্রু-

প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত অনুভব করিতে পারেন নাই । যখন বাহা ইচ্ছা করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন । বস্তুতঃ পিতৃলগ্নে ধেরূপ সর্বদা গৃহ-পিঞ্জর-নিরুদ্ধা থাকিতেন, এখানে তদপেক্ষা অনেক গুণে স্বাধীন হইলেন । মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যহ এক এক বার করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কথোপকথন কালে অতি সরল মনে আপনায় পূৰ্ণ বৃত্তান্ত এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিতেন । সেই সকল আশ্চর্য্য বিবরণ এবং মহতী মন্ত্রণা সমুদয়ে পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে বাদসাহ-পুত্রী ক্রমে ক্রমে সেই বীর পুরুষের সহিত মিলিত-জীবন হওয়া প্রার্থনায় বোধ করিতে লাগিলেন । বাহারী এই শুনিয়া এমন অনুমান করিবেন যে, সুবুদ্ধি শিবজী কেবল কোমল দ্বারা রোসিনারার মনোহরণ করিলেন, তাঁহার মনুষ্য প্রকৃতির বাস্তবিক রহস্য অনুসন্ধানী নহেন । সত্য বটে, যখন শিবজী আরঞ্জেব কছাকে উপত্যকা মধ্য হইতে হরণ করিয়া আনেন, তখন শত্রুদ্রোহ মাত্র তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তিনি অদৃষ্ট-পূৰ্ব্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না । কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নব কিশোরীর হৃদয়াকর্ষণে এমত ঝটতি সক্ষম হইলেন । মনুষ্যেরা যতই কেন কৌশল অবলম্বন করুন না, এবং ঐ কৌশলকে যতই কেন কার্য্যক্ষম বোধ করুন না, ফলতঃ তদ্বারা অকাল্পনিক প্রীতিলাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে । রোসিনারা জীলোক, এবং জীলোক মাঝেই বিলক্ষণ জানেন যে, মিষ্ট কথা সুসামাজিকতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, অলঙ্কারাদি উপ-টোকন প্রদান কেবল বদান্ততা হইতেও জন্মে, কিন্তু যে নায়ক-নানা কার্য্য-ব্যাপ্ত হইয়াও নিজ সময় দানে পরাভূত নহেন, তিনি বাস্তবিক স্নেহভাব-সম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই । শিবজী প্রত্যহ যে সকল মন্ত্রণা করিতেন তাহা ব্যক্ত করিয়া রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন, এবং পরদিবস, পূৰ্ব্ব-দিন কিরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আত্মপূৰ্ব্বিক বর্ণন করিয়া আবার নূতন নূতন মন্ত্রণা স্থির করিয়া দাইতেন । অতএব বাদসাহ-পুত্রী আপনাকে তাঁহার একান্ত বিশ্বাস এবং প্রীতি-ভাজন বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত একমত হইবেন আশ্চর্য্য নহে ।

এই সময়ে আবার এমত একটা ঘটনা উপস্থিত হয়, যৎকর্তৃক বাদসাহ কতীর মন শিবজীর নিষ্ঠাস্ত বশীভূত হইল। রোসিনার প্রত্যাহ বৈকালে বিমল-পর্কত বায়ু সেবনার্থ-দুর্গ প্রাকারে গমন করিতেন। একদা ঐ সময়ে কোন সৈন্তাধ্যক্ষের নয়ন গোচর হইলেন। সেনানী তাঁহার লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তৎসমীপে স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এবং সেই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহ পুত্রীর প্রতি কুবাকা প্ররোগ করেন। শিবজী সেই সময়ে কার্যাত্তরে গিয়াছিলেন। প্রত্যা-গমনান্তর এই বৃত্তান্ত প্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোসিনার নিকট গমন পূর্বক তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় বিদিত হইলেন, এবং অবিলম্বে দুর্গরক্ষী তাবৎ ব্যক্তিকে স্বসমীপে আহ্বান করিয়া উক্ত সেনানীর সম্বোধনান্তর কহিতে লাগিলেন, “তুমি অন্য অতি জঘন্ত কর্ম করিয়াছ, দুর্বলদিগের রক্ষা করাই যোদ্ধাদিগের ধর্ম, তাহাদিগের পীড়ন করা বীরপুরুষের কর্ম নহে, তুমি যে জীলোকের অপমান করিয়াছ আমাকেই তাহার রক্ষিতা বলিয়া জান, এবং এইক্ষণে অস্ত্রধারী হইয়া আমার সহিত বৈরথা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।” এই বলিয়া মহারাত্রিপতি সর্ব সমক্ষে অসিচর্ম ধারণ পূর্বক অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তির যে এক একটা কর্ম করেন, তাহার নানা ফল হয়, অস্ত্রাদির শত কার্য্যও একটা অভিপ্রেত সাধনে সমর্থ হয় না। দেখ, শিবজী রাজ-শক্তি অবলম্বন দ্বারা অনায়াসেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ বলবান পুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে প্রাণ-পণ করাতে একেবারে বাদসাহ-পুত্রীকে ক্রুতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ এবং নিজ অশ্রুচর বক্ষুবর্গকে বিশিষ্ট ভক্তিতাজন করা হইল।

পরে শিবজী এবং সেনানী উভয়ে সমান রূপ অস্ত্রধারণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়েই এক সময়ে স্ব স্ব রূপাণকোষ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি বদ্ধ-দৃষ্টি হইলেন এবং উভয়েই একো-দ্যমে পৃথুী, আকাশ, পর্কত প্রভৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া যেন সকলের স্বাক্ষরে অস্ত্রের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ঐ তাহার শটনঃ শটনঃ পাদচারে পরস্পর নিকটগত হইতে লাগিলেন। হঠাৎ শিবজী স্তেনবৎ বেগে উল্লক্ষ প্রদান-পূর্বক সেনানীর চালে আপন চালের দৃঢ় প্রাহার করতঃ

সেই উদ্যমেই তাহার প্রতি খড়া প্রয়োগ করিলেন । প্রয়োগ ব্যর্থ হইল না । সেনানীর স্বরূপ হইতে শোণিত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল । দ্বিতীয় আক্রমণেও ঠিকরূপ হইল । প্রতিপক্ষ এইরূপে দুই বার আহত হইলে ব্যথিত-মর্ম হইয়া মহা ক্রোধ সহকারে মহারাষ্ট্রপতির প্রতি আক্রমণ করিল । সেনানী, শিবজী অপেক্ষা শিক্ষা এবং বিক্রমে ন্যূন ছিল বটে, কিন্তু শারীরিক বলে এবং ঐদর্য্যতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল । অতএব তাহার বিক্রান্ত ভ্রূষবলে পরিচালিত তীক্ষ্ণধার অসির প্রহার হইলে শিবজী তৎক্ষণাৎ ছিন্নশীর্ণ হইতেন । কিন্তু তিনি নিজ ফলক দ্বারা সেই খড়গবেগ নিবারণ করিয়া রক্ষা পাইলেন । রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ আঘাতে তাহার ফলক একেবারে দিধা হইয়া গেল । শিবজী ব্যর্থ চন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তিনি ক্ষণে বিপক্ষের প্রতি আক্রমণ, ক্ষণে দূরে পলায়ন, কখন শত্রুর দক্ষিণ ভাগে, কখন বামে, এই তাহার সম্মুখে, আবার নিমেষ মধ্যেই পশ্চাতে, এইরূপে হুহুকার করিয়া ভ্রমণ করিতে, শত্রু অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ক্রমশঃ শোণিত প্রস্রবণে নিতান্ত হীন-বল হইয়া দণ্ডায়মান হইল । শিবজীও তৎক্ষণাৎ খড়গ প্রয়োগ করিলেন, এবং সেনানী সেই আঘাতেই আর্ন্তনাদ সহকারে ভূতল-শায়ী হইল ।

মহারাষ্ট্রপতি এই প্রকারে লক্ষ-বিজয় হইলেন বটে, কিন্তু আপনিও সম্পূর্ণ অক্ষতদেহ ছিলেন না । সেনানীর দারুণ প্রহারে কেবল তাহার ফলকই ভিন্ন হইয়াছিল এমত নহে । খড়গটা ঢাল ভেদ করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রোভাবে তাহার স্বন্ধে নিপতিত হওয়াতে তথাকার অস্থি ভগ্ন হইয়াছিল । তজ্জন্ত অধিক শোণিত পাত হয় নাই । কিন্তু আন্তরিক পীড়ার পরিসীমা ছিল না । তথাপি ক্লেশ-সহিষ্ণু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনের কি মানসিক বল ! শিবজী যুদ্ধ কালে অথবা তদবসানে তিলার্দ্রো কান্তবতা প্রকাশ করিলেন না, সৈন্যনীর-মৃতবৎ দেহ রজ্জুবদ্ধ করিয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারণিত করিবার অমুমতি প্রদান করিলেন, এবং অগ্নান যুগে সকলকে স্ব স্ব স্থানে বাইতে কহিয়া পরে নিজ-আবাস গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ।

কিন্তু অল্প ক্ষণেই প্রচার হইল মহারাষ্ট্রপতি যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন । এই হৃদযাতনায় সোসিনারার কর্ণগোচর হইবামাত্র

তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নবনা হইয়া এক জন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শীঘ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিয়া শিবজীর শয্যার এক পাশ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় কোমল কর অর্পণ করিযুঁমাত্র শিবজী উন্মীলিত নেত্র এবং সহস্র মুখ হইয়া তাঁহার অন্তর্ধান করিলেন। রোগিনীরা বাক্য দ্বারা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু শিবজী তাঁহার জিজ্ঞাসা নয়ন দ্বারা আশাস বাক্যে উত্তর করিলেন, “শত্রু ব্যবহারী মাত্রেয়ই এইরূপ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তোমাকে আমার নিমিত্ত কষ্টের দেখিয়া এমত মুখ হইতেছে যে, তজ্জন্ত এমত বেদনা শত শত বার ভোগ করাও ঐর্ধনীয় অনুমান হয়”। রোগিনীরা জ্বলজ্বলিত হইয়া এই মাত্র উত্তর করিলেন, “আমিই এই অনর্থের মূল”। এই বলিয়া তিনি মহারাষ্ট্রপতির গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মনে মনে স্থির করিলেন, ইনি যে পর্যন্ত সুস্থ না হয়েন তাৎকাল সেবা করিয়া এই কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের যত্ন করিব। আহা! জীলোকেরা কি মনঃকণের দুঃখ দূর করণার্থই সৃষ্ট হইয়াছেন! তাঁহারা সম্পদ এবং সুখ সময়ে সেরূপ হউন, কিন্তু প্রিয় জনের দুঃখ উপস্থিত হইলে আর অগ্রভাব থাকে না। বিশেষতঃ রোগীর সেবার সাহস-প্রকৃতি জীলোকেরা যে প্রকার নিপুণ এবং মনোযোগী, পুরুষেরা কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। কে না দেখিয়াছেন, মাতা নিজ পীড়িত শিশুকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া আহার নিজা পরিহারপূর্বক কেবল তাহার মুখার্চিত নয়নেই দিবারাত্রি যাপন করেন?—কোন ব্যক্তি রোগ-সন্তপ্ত হইয়া নিজ সহোদরাদিগের অন্তঃকরণে ভ্রাতৃবাৎসল্য ভাবের অনুভব না করিয়াছেন?—আর কে বা তাদৃশ দুঃসময়ে নিজ প্রাণমণির কোমল করস্পর্শ সুখানুভব করতঃ আপনাকে বিগত-ক্লেশবৎ দর্শাইয়া প্রিয়তমার অন্তঃকরণের দুঃখতার মোচন করিবার যত্ন না করিয়াছেন?—অপিচ, কল্পাপুত্রবস্ত কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার কোন সন্ততিগণের কাকলীস্বর অধিকতর মধুর হয়?—কাহারদিগের মৃৎমন্ড পাদবিক্ষেপ একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায়?—আর কাহারও ধষ্টমূর্তি ভ্রাতৃবর্গকে সাস্বনা করিয়া রাখে? অতএব আশৈশব মৃৎমূর্তি জীজাতিই পীড়িত জনের প্রতি বিশিষ্ট সমবেদনা প্রাপন করেন। ইতি তাঁহাদিগের একটী

অঙ্গুরীয় বিনিময় ।

প্রাকৃতিক ধর্ম প্রায় বোধ হয়! দেবী বাসাবুড়ী রোসিনারা কোন কাহার সেবা শুশ্রূষা করেন নাই। তথাপি স্ব-হঁহার শিবজী পার্শ্ববর্তিনী হইয়া তাঁহার ক্লেণ নিবারণার্থ নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রম সম্পূর্ণই সফল হইল। শিবজী কতিয় দিবস মধ্যেই স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। আর তাঁহার এই একটা অধিকার হইল, রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করতঃ তাঁহার হিত মিলিত-মন এবং বন্ধ-প্রণয় হইলেন। না হইবেন কেন? যেমন স্ববর্ণখণ্ডের অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইলে সহজেই সংযুক্ত হয়, তেমনি মনুজদিগের মনও দুঃখপরিপ্লব হইলে শীঘ্র বন্ধ-সৌহার্দ হইয়া থাকে। অতএব মহারাষ্ট্রপতি একদা অনুরোধ করিলে তৎপত্রী স্বীকার করণে তখন তাঁহার যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা তিনি একটা পারস্ত কবিতার অর্থ রিয়া প্রকাশ করিলেন, “গুরু-জনের অসম্মত কর্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ নহে, কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভয়েই সুখী হই”।



তৃতীয় অধ্যায় ।

যে মহারাষ্ট্র সেনানী শিবজী কর্তৃক আহত এবং পরাস্ত হইয়া দুর্গ
 সহিত্রাগে অবতারিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ প্রাণসম্বন্ধ বর্জিত হয়েন
 নাই । কিয়ৎকণ পরে তিনি তৈজস প্রাপ্ত হইয়া নিজ শিরস্ত্রাণ বস্ত্র ভিন্ন
 করতঃ ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষতভাৱ বন্ধন করিলেন । এবং তদ্বারা শোণিত
 প্রস্রবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলেন । সেই
 রাত্রি যে তাঁহার জীবদ্দশায় যাপন হইবে এমনত কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না ।
 মলয় পর্বত বহু হিংস্রজন্তুর আবাস, বিশেষতঃ তথায় বাঘ এবং সর্পভয়,
 বলশৈলীর স্তম্ভবনের অপেক্ষা নূন নহে । কিন্তু দৈবাধীন সেই রাত্রি
 নিরীক্সে প্রভাত হইল । পরন্তু পূর্ব দিবস অপেক্ষাও তাঁহার শরীর অধি-
 কতর ব্যথিত দুর্বল ও তৃষ্ণায় শুষ্ক-কণ্ঠ-তাল হইয়াছিল । শিশালার লীড়ার
 কাতর হইয়া সেনানী ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ নির্যর পার্শ্বে গমন করিয়া সেই
 পবিত্র বারি পান দ্বারা শরীর শিথল করিলেন । এবং পুনরায় নিভাস্ত
 দৌর্যল প্রযুক্ত তথায় নিদ্রাভিত্ত হইয়া রহিলেন । সেই দিবা এবং রাত্রি
 এইরূপে গত হইল । কিন্তু পরদিন অনেক দুঃস্থ এবং সবল হইলেন ।
 তিনি যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, মদ্যমাংসভুক্ত হইলে অবশ্যই মৃত্যু কব-
 লিত হইতেন । কিন্তু শিবজীর প্রায় সকল সৈন্যই শিব-পরায়ণ ছিল, মদ্য-
 মাংস ভোজন করিত না, অথচ তাহারা কখন পরিশ্রম-বিশ্রু বা অধ্যবসায়-
 বিহীন হয় নাই । বাহাহউক, সেনানী দিন দিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সবল
 হইয়া বস্ত্র-ফল ভোজন এবং সেই নির্যর অমুপান দ্বারা জীবন ধারণ করিতে
 লাগিলেন । সপ্তাহ এইরূপে গত হইলে, তিনি ক্রমে অতি মৃদু গমনে স্থানে
 স্থানে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করতঃ প্রস্থান করিতে লাগিলেন । পরে সমুদায়
 পূর্বতীর পথ উত্তীর্ণ হইলে আরজের বাদসাহের কোন সেনানীর সন্ধ্যাবার
 তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল । দ্রুত মহারাষ্ট্র সেই শিথিল সন্ধিহিত হইয়া
 প্রহরিগণকে ক্রুহিল ভোমরা আমাকে সেনানীর সমীপস্থ কর, আমি শিব-
 জীকে দত্ত করিবার উপায় বলিয়া দিব । শিব-রক্ষিণ তৎক্ষণে তাহাকে

সমাপ্ত করিয়া সেনাপতির নিকট আশ্রয় করিল। মুসলমান সৈন্যপতি তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “রে মহারাষ্ট্র! তোর বেশভূষা দেখিতেছি তুই শিবজীর অমুচর হইবি, অতএব কি প্রয়োজনে এই সৈন্য মধ্যে আসিয়াছিস্ বল?” মহারাষ্ট্র আপন শরীরের ক্ষতভাগ সকল দেখাইয়া কহিল, “যে ছুরায়া এক্ষণে মহারাষ্ট্রপতি নামধেয় হইয়াছে সেই আমার এই দশা করিয়াছে। এই সকলের শোধ দেওয়াই আমার এখনো আশ্রিত্যের তাৎপর্য্য।” কিন্তু তোর কথার আমার বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা কি? যে স্বজনের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত, শত্রুর বিশ্বাসহতা হইতে তাহার কতক্ষণ?” মহারাষ্ট্র কিঞ্চিৎ ক্রোধ করিয়া উত্তর করিল, “যদি আমার দ্বারা স্বকর্য্য সাধনৈ আপনাত এই অনিচ্ছা হয়, তবে অস্ত্র কোন মুসলমান সেনাপতির নিকট যাই।” এই বলিয়া গমনোদ্যম করিলে বাদসাহের সেনাপতি ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণই বোধ হইতেছে যে শিবজী কর্তৃক আহত হইয়া ক্রোধপরভ্রমতা প্রযুক্ত আসিয়াছে। যদি অস্ত্র কেহ ইহার সহায়তায় এই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহারই সম্পূর্ণ যশোলাভ হইবে। অতএব ইহাকে ঘাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “তোমাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলাম, যদি কোন প্রকারে সেই দস্যুকে আমার হস্তগত করিতে পার তবে যথোচিত পুরস্কার করিব।” মহারাষ্ট্র কহিল, “আমার অস্ত্র পুরস্কারে প্রয়োজন নাই। আমি অর্থ লোভে জন্মভূমির অপকারে প্রবৃত্ত নহি, কেবল সেই দুঃস্বাদ্য শোণিত দর্শন করিতে চাহি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার সেই মানস সিদ্ধ না হয়, তাবৎকাল বাদসাহের পক্ষ হইলাম।” মুসলমান সেনাপতি এই কথার কিঞ্চিৎ চমৎকৃত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, সকল জাতিরই অজ্ঞানকালে তত্তৎকালীন জনগণের ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবল হয়। এমন কি সেই জাতীয় পুত্র নিকট-তামস-প্রকৃতি অনেক মনেও কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবজীর সময়ে মহারাষ্ট্রসিংহাসনে বসিয়াছিল। এবং তাহা হইয়াছিল। বলিয়াই তিনি লোকান্তর পক্ষ হইয়াও মহারাষ্ট্রেরই পক্ষ ধরিয়া প্রবল হইয়া আসি।

কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহার সমুদায় ভারত রাজ্যকে কখন স্বদেশ বলিয়া বোধ করে নাই বটে। কারণ এই বিস্তীর্ণ দেশ নানা প্রকার লোকের আবাস। এদেশীয়গণের ব্যবহার, ভাষা, বৃত্তি সকলই পরস্পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সেই জন্য যখন দুইজন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্র খণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে বাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রেয় প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাহার বাস্তবিক স্বদেশবৎসল ছিল। "দেখ, এই দুই মহারাষ্ট্র সেনানী স্বদোষে দণ্ডিত হইয়া প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্মী শত্রুর স্থানে ভূতি স্বীকার করিল না। তাহার তেজো-গর্ভ-বাক্যে মুসলমান সৈন্তপতি বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শীঘ্র ক্রোধ সযরণ করিয়া বলিলেন, "আমার পুরস্কার গ্রহণ কর বা না কর, তুমি কি উপায়ে শিবজীকে আমার হস্তগত করিবে, বল?" মহারাষ্ট্র উত্তর করিল, "এক্ষণে তাহা বলবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমি স্তূহ এবং সবল হই। পরে আমার সমস্তব্যাহারে দুই শত উত্তম সৈন্ত দিবেন। আমি অস্ত্রের অবিদিত পথ দ্বারা তাহাদিগকে শিবজীর আবাসে লইয়া বাইব। পরন্তু আপনি অস্ত্র ধারণ করিতে না পারিলে অস্ত্রের নিকট গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিব না। তুমি যেমন আমাকে বৈরথ্যযুদ্ধে আহত করিয়াছেন, আমিও অহন্তে তাহার প্রতিকূল প্রদান করিতে চাহি।" মুসলমান জাতীরেরা স্বভাবতই ভীত। তাহাতে অবজ্ঞার হিন্দুর প্রমাণ তাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার। যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি? পরন্তু মুসলমান সৈন্তপতি তৎকালে ক্রোধ সযরণ করিয়া স্বকাব্য সাধনাতিপ্রায়ে এই ব্যক্তির বখাওয়া সেবা এবং চিকিৎসার্থ ভৃত্য ও ভিষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্র অতি গুপ্তভাবে তাহার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুসলমান সেনানী স্বয়ং শিবজীকে ধৃত করিবেন, এই মানসে নিজ বালাহকেও এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন না।

আরও কোন একায়ে শিবজীর অস্ত্রসন্ধান বা আত্মরক্ষার উদ্দেশে লস্কর না হইয়া কাঁকাজের উপস্থিত হস্তগত হইয়া রাজধানীতে অত্যাচারিত

করিলেন । কিন্তু বাইবার কালীন তাঁহার যে সেনাপতিগণ নিকট মহারাষ্ট্র সেনানী বাস করিতেছেন, তাহারই নিকট কতকগুলি গৈরাজ্য আদেশ করিয়া গেলেন, শীঘ্র পার্শ্বভীম-যুদ্ধ-নিপুণ অরপুত্র প্রদেশাধিপতি রাজা অরসিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিবেন, বাবৎকাল তিনি না আইসেন ততদিন কোন বিশেষ চেষ্টা না করেন । এদিকে শিবজী ঐ সুযোগে অনেক পার্শ্বভীম দুর্গ নিজ অধিকার সম্বন্ধে এবং মধ্যে মধ্যে শত্রু সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া আপন বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । তাঁহার যুদ্ধনীতি চিরকাল এইরূপ ছিল । বিপক্ষকে অবল দেখিলে দুর্গজ্যা দুর্গ সকলের শরণ লইতেন, আর তাহাদিগকে ক্ষীণবল দেখিলে নিজ গৈরাজ্য সমস্তি ব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন ।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল । একদা মহারাষ্ট্রপতি নিজ দুর্গ প্রাক-রোপরি বায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন একজন নিম্ন ভাগ হইতে দুর্গে আসিবার নিরূপিত সঙ্কেত করিল এবং সঙ্কেতানুসারে দ্বারপালগণ কর্তৃক রজ্জু নিক্ষেপ হইল । ঐ ব্যক্তি তদবলম্বনে দুর্গে প্রবেশ করিলে সকলে মৃত সেনানীকে পুনর্জীবিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । সেনানী তৎক্ষণাৎ শিবজীর সমীপস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত সহকারে কহিল, “সাক্ষাৎ শিবাবতার, শিবজীর জয় ! এই অধীনকৃত অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনর্বার ইহাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক” । শিবজী ঐ সেনানীর প্রতি পূর্বে কিঞ্চিৎ সন্দেহ করিতেন, এবং তাহার অপরিণীত বীৰ্য্য এবং সাহসিকতাসম্পূর্ণ তদ্বারা তাঁহার অনেকানেক কৰ্ম্ম সুসিদ্ধ হইরাছিল । অতএব সে তাঁহার হস্তে একেবারে প্রাণ বর্জিত হয় নাই দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন । তিনি কহিলেন, “তুমি যে হৃৎকর্ষ করিয়াছিলে তাহা শরণ করিতে হইলে তোমার পুণর্দর্শন করাও অযোগ্য, কিন্তু কেবল আমার প্রতি অভ্যাস করিয়াছে বলিয়া যে কেহ মহারাষ্ট্র অবশেষে স্বাধীনতা লাভে নিবৃত্ত থাকিতে আমার এমন অভিপ্রায় নহে—অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, কাল্য প্রাতে বিবেচনা করিয়া তোমাকে স্বাধীনকৃত নিযুক্ত করিব” । সেনানী স্বাধীনকৃত হইয়া আহ্বান করিলেন ।

সেই রাজি ছই প্রহর সময় ঐ দু'রাখা আপনার নির্দিষ্ট নিয়ম পরি-
 ত্যাগপূর্ব্বক দু'র্গ প্রাকারোপরি আক্রমণ হইল। জনৈক প্রহরী সেই স্থান
 রক্ষা করিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া তথার আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা
 করিলে, সেনানী কহিল, “ভাই রে! অনেক দিন তোমাদিগের কাহার
 সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আর কল্য প্রাতেই এখান হইতে বাইতে হইবে,
 অতএব ভাবিলাম যদি কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় কথাবার্তা যু' রাজি বাপন
 করিব”। এইরূপ সরল ভাষার প্রহরীর প্রতীতি জনাইয়া দুই জনে ক্রমে
 তাহার নিকটবর্তী হইল, এবং হঠাৎ তাহার পাদদ্বয় আকর্ষণ করতঃ
 তাহাকে একেবারে দু'র্গের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিল। প্রহরী সেই উন্নত
 স্থল হইতে অনুন দুই শত হস্ত নিয়ে নিপতিত হইয়া একেবারে চূর্ণ-সর্পাক
 হইল।” বিশ্বাস-ঘাতক তখন নিরুদ্বেগে অঙ্গাবরণের অন্তর হইতে একটি
 দীর্ঘ রজ্জু বাহির করিল, এবং নির্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সেই রজ্জু দ্বারা এক
 জন বলবান মোগল যোদ্ধাকে উন্নত করিল। সেই ব্যক্তির স্থানেও ঐরূপ
 একটা রজ্জু ছিল। উভয়ে স্ব স্ব রজ্জু সংযোগে আর দুই জনকে দু'র্গে
 আনয়ন করিল। এইরূপে মুহূর্ত্তক মধ্যে শতাধিক বিপক্ষ সেনা শিবজীর
 দু'র্গক্ষেত্রাণে প্রবিষ্ট হইল।

মহারাজ্ঞি সেনানীর মানস ছিল কোন গোলমাল না করিয়া শিবজীর গৃহে
 প্রবেশ করতঃ সহস্রে তাহাকে হনন করে। কিন্তু মোগল সৈন্তেরা ক্রমশঃ
 আপনাদিগকে বর্জিত-বল বুঝিয়া সাবধানতা চ্যুত হওয়াতে দু'র্গ রক্ষণ
 অনেকে জ্ঞাত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের একজন উর্দ্ধ্বাশে মহা-
 রাজ্ঞিপতির গৃহদ্বারে গিয়া উঠেঃষরে কহিল, “মহারাজ! শত্রু সেনা দু'র্গে
 প্রবেশ করিয়াছে, উপায় করুন”। শিবজী তৎক্ষণাৎ নিছোব কুপাণ
 হস্তে বাহির হইয়া কঠিনর সৈন্ত সমুত্তিহায়াহায়ে মোগলদিগকে আক্রমণ
 করিলেন। সেই নিশীথ সময়ে মহারাজ্ঞি তট সঙ্কলন ‘হর্-হর্ ভবানী’
 এবং মোগল সেনার ‘আজঃ আকবার’। এইরূপ যোদ্ধার পুনঃ পুনঃ
 পদবিনীত হইয়া উত্তিত হইতে লাগিল। মহারাজ্ঞির দু'র্গের পর সকল
 উক্তর আনিত বলিয়া হঠাৎ আক্রমণ হইয়াও আমি উক্তর দূর করিতে
 পারিলাম। মোগলেরা অঙ্গকানে অঙ্গদিকাতে গানে গাহল পদ্যের অনেক

করিতে না পারিয়া নিকটবর্তী কতিপয় পণ এবং তুণ খুটীয়ে অন্নিয়ন করিল। শিবজী দেখিলেন যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা নাই। অতএব সস্ত্র-গমনে বাদসাহ প্রজার সহিত আগমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তোমার পিতৃ সৈন্তে আমায় তুর্গ অধিকার করিল—তোমার কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি ধৃত হইলে অবশ্যই বধু হইব।” রোদিনারা বাঞ্ছা-চিন্তা হইয়া কহিলেন, “যদি কোন উপায় থাকে, নিমেষমাত্র বিলম্ব করিও নী, পলায়ন কর, আর কখন যদি পুনর্বীর মিলিত হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাকি তোমারই রহিলাম জানিও।” এদিকে মোগলদিগের স্রবধ্বনি ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল, স্ত্রতরাং আর বিলম্বের অবকাশ নাই, শিবজী শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়া তুর্গের এক প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন।

তুর্গের সেই ভাগ অস্ত্রাস্ত্র দিক্ অপেক্ষাও বরং অধিক বৃক্ষরূপ হইবে। কিন্তু সেই পার্শ্বে পর্কত গাজে স্থানেস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাণি-সকল অনিরাছিল; আর নীচে একটা নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। শিবজী সেই বৃক্ষ সকলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে গামিতে লাগিলেন। মধ্যভাগে যে ক্ষুদ্র গাছটির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা পদতলে উন্মূলিত হইল। কিন্তু ভাগ্যবলে শিবজী বহুদূর নিপতিত না হইতে হইতেই আর একটা অধিকতর-বক্ষ্মল বৃক্ষকে ধারণ করিতে পাইয়া রক্ষা পাইলেন। সেই স্থান হইতে নদীকূল অনূন বিংশতি হস্ত দূর হইবে। শিবজী নিকটস্থ কতক-গুলি তুণ লইয়া আপন পৃষ্ঠতলে বিস্তৃত করিয়া বাধিলেন, এবং প্রকৃত পার্শ্বে পিচ্ছলাইয়া অনন্ত-কৃতশরীরে নদীকূলে পড়িলেন। সেই স্থলে নদী প্রবাহিত ছিল, এবং তন্মধ্যে বৃহৎ শিলাদি কোন কঠিন পদার্থও ছিল না। অতএব বেগে অলময় হইলেও মহানদীপ্রতির দৈন বাধাত হইয়াই গিয়াছিল। তিনি অপেক্ষা ভাসমান হইয়া সস্তরণদ্বারা স্রোতস্রস্টী-উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন।

প্রবাহকর এইবার বিবস্ব সঙ্কটে পড়িলেন। পার্শ্বকণ্ঠকে উদার-চরিত্র শিবজী এবং কোমল-প্রকৃতি যোগিনীরায় সঙ্গিত পরিচিত করাইয়া তাঁহার একত-অভ্যুত্থান হইয়াছে যে, নবদেই ইহা নিশ্চয় পথে নিহইয়াছিল করিলেন।

ব্যাক্ত হইবেন । পতদ্ভিন্ উহার উত্তরে একত্র ছিলেন, একের বিবরণেই অপরের আত্মবলিক বর্ণন হইরাছে । এক্ষণে উত্তরের বিচ্ছেদ হইলে কাহার বিবরণ অগ্রে বর্ণনীয় ?—সর্ব হানেই পুরুষের সন্ধান আশিক । সুতরাং শিবজী পুরুষ বলিয়া তাঁহারই বৃত্তান্ত অগ্রে বর্ণিত হইতে পারে । কিন্তু এইক্ষেণে কোন কোন সুধীর-বতাবা কামিনীরাও কাব্য শাস্ত্রাদি পাঠে মনঃ-সংযোগ করিয়া থাকেন, অতএব পাঁছে তাঁহার কেহ রোসিনারার কথা না বলিলে মনোহঃখ করেন এই ভক্ত বাদসাহ-পুত্রীর বিবরণ অগ্রে বলাই বিধেয় হইতেছে । বাহার মনের হঃখ মনেই রাখেন, তাঁহাদিগের মন রাখাই সাধু পরামর্শ ! বিশেষতঃ মুসলমানেরা তাহাদিগের পরম শত্রু শিবজী মরিয়াদেহন এই বিবেচনাই করিয়াছিল, এবং তিনিও কয়েক দিবস কোথায় কি-করিতেছিলেন, প্রথমতঃ তাহার কিছুই প্রকাশ হয় নাই, অতএব এই অধ্যায় মধ্যেই সংক্ষেপে বাদসাহ-পুত্রীর কিকিবিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

মুসলমান নৈজপতি চুর্গাধিকার বার্তা প্রাপ্ত হইবামাত্র মহা আনন্দ-সহকারে বাত্রা করিয়া পর দিবস তথায় উপস্থিত হইলেন । তিনি প্রথমতঃ বাদসাহ-পুত্রীকে সহস্রাধিক সামন্ত সমভিবাহারে পিতৃ-সদনে প্রেরণ করিলেন । রোসিনারা কতিপয় দিবস পরে পশ্চিমধো রাজ্য অরসিংহের সৈন্তে উপস্থিত হইলেন । সিংহ মহারাজ মুসলমান নৈজপতির লিপি প্রাপ্ত হইয়া আনিলেন, শিবজীর চুর্গ অর হইরাছে এবং তিনিও প্রেহান কাষে পক্ক হইরাছেন । অতএব তিনি বেমন শীত্র সৈন্তে আনিতেছিলেন, তাহা না করিয়া বাদসাহকে সমুদায় শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন এবং পরে আপনি কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন । সেই স্থান হইতে রোসিনারা নির্বিক্রে পিত্রালয় প্রাপ্ত হইলে বাদসাহ, একেবারে আত্মতার উদ্ধার এবং শিবজীর মুক্তাংসংবাদ শ্রবণে পরমঃ পরিতোষ লাভ করিলেন । কিন্তু কস্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথ্য প্রসঙ্গে তৎ-প্রযুক্ত শিবজীর তপাল্লবাব শ্রবণ করিয়া তাহার ক্রোধের পরিণামা করিল না । তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ই কন্ডার আর সুবাকলোকন করিবেন না । অতএব যে কান্দুহুলা শবরোণ অর্য্য সার্বদা বিজ্ঞ

সাজাহানকে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহারই এক দেশে কস্তুর বাসস্থান নির্ণয় করিলেন । সেই স্থানে রোসিনারা ক্রুরপে কাণবাণন করিতেন, এবং কালে তাঁহার মনস কতদূর ক্রুরপে সফল হইয়াছিল, তাহা সমস্তান্তরে ব্যক্ত হইবে ।



চতুর্থ অধ্যায় ।

যে দেশে প্রজাগণ অধিকাংশই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এবং রাজবর্ষ্য সকল পরিপাটীরূপ না থাকাতে বণিক-বৃত্তি সুসম্পন্ন হয় না, তৎকাল রাজাদিগের কর্তব্য প্রজার স্থানে স্তবর্ণ রজতাদিরূপে কর না লইয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহারই কোন নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন । এইরূপ না করিলে প্রজার অভ্যন্ত ক্রেশ হয় । তাহাদিগকে অল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, অথবা দূরস্থিত আগণে কৃষি-প্রসূত দ্রব্যজাত লইয়া বাইতে অনেক পরিশ্রম এবং কালক্ষয় করিতে হয় । শিবজী এই সুত্রল বিবেচনা করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রজারা বাহার বেক্রপে ইচ্ছা, তাহার ভাগধের প্রদান করিবে । এই নিয়মামুসারে তাঁহার পার্শ্বতীয় ছুর্গ সমিহিত প্রজাগণ ঐ ছুর্গস্থিত তৃণ ও পর্ণকুটির সকল নির্মাণার্থ তৃণপযোগী পত্র তৃণ প্রভৃতি উপকরণ সমগ্রী প্রদান করিত ; তাহাদিগের স্থানে আর অস্ত্র কয়াদান ছিল না । পরন্তু যখন তাহারা ঐ নিয়মামুসারে তৃণাদি প্রদান করিতে আসিত, সেই সময়ে পরস্পর দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধা হয় বলিয়া ছুর্গ মধ্যে এক প্রকাশ বাজার বসিত ।

মুসলমান সৈন্তপতি তাঁহার অধিকৃত ছুর্গের সকল কুটির অধিনায়ে দখল হইয়াছে দেখিয়া প্রজাদিগের স্থানে ঐরূপ তৃণাদি গ্রহণের অনুমতি করিলেন । তাঁহার মানস ছিল ঐ ছুর্গে বহুতর সৈন্ত নিযুক্ত রাখেন ; অতএব এককালে অনেক কুটির নির্মাণের আদেশ করিয়া বাবু ও তাঁৎসমুদায় সমাপন না হইয়া ভীষণ আগুনি শিবির মধ্যে বসি করিতে লাগিলেন ।

আহারে স্বাধীন হইয়াছে। হুগু জয় হইবার তিন বা চারি দিবস পরে
 পঞ্চাশিক ব্যক্তি নানা দ্রব্যাক্রান্ত হইয়া হুগু পরিধানে উপনীত হইয়া।
 তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে হুগু মধ্যে প্রবেশিত হইল তাহার
 সহিত একজন যোগল যোদ্ধার এইরূপ কথোপকথন হয় এবং সেই
 অবসরে আর আর সকলে ক্রমে ক্রমে হুগোপরি উত্থাপিত হইতে লাগিল।
 যোগল যোদ্ধা প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল, “কেমন রে কাকের!
 তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল—তেমনি একবারে
 জাহান্নমে গিয়াছে”। মহারাষ্ট্র কহিল, “হাঁ শুনিয়াছি, শিবজী না কি
 মরিয়াছেন। আমাদের পক্ষে বিনাই রাজা হউন, উচিত কর দিব, রাজ্যে বাস
 করিব; আমাদেরই ভালও নাই মন্দও নাই—ভাল, তবু বল দেখি শিবজী
 মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে; তোমরা কি তাহার শব্দ দেখিয়াছ?”
 “বেটা নদীর জলে পড়িয়া কোথায় মরিয়া ভাসিয়া গিয়াছে—কিভাবে
 দেখিব”। “তবে তিনি মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে?” আমরা
 সেই রাত্রিতে মদাল জালিয়া সকল জায়গা পাকি পাকি করিয়া খুঁজিয়া
 ছিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না—পর দিন গড়ের মুচার উপর
 উঠিয়া দেখি এক জায়গায় একটা গাছ উপড়িয়া গিয়াছে—আর বলিতে
 পারের দাগও পুড়িয়া রহিয়াছে। যে নেমকহারাম আমাদেরকে এই গড়ে
 আনিয়াছিল সেই ঐ পারের দাগ দেখিয়া কহিল শিবজীই এই খান দিয়া
 বাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া মরিয়াছেন”। মহারাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া
 জিজ্ঞাসা করিল, “সেই নেমকহারাম এখন কোথায়?—তাহার কি
 হইয়াছে কিছু বলিতে পার?” যোগল হুগুয় হওয়াতে নিভান্ত আনন্দ-
 ময় স্বস্ত্যকরণ হইয়াছিল, বলিয়াই জিজ্ঞাসুর তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখিয়াও
 সন্দিহানমনা হইল না। সে হাস্য করিয়া উত্তর করিল, “সে এই খানেই
 আছে, কিছু তাহার জিয়ন্তে কবর হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হয় তোদের
 পক্ষকেই সেইরূপ করি”। মহারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, আমরা
 আমাদের কি করিয়াছি”। “তোরা কাকের, ভেতর পুড়া করিল”।
 মহারাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কহিল, “রে বিদর্শি, মগলদান, তুমি মনে
 করিয়াছিল শিবজী মরিয়াছেন এই ভ্রমকে মস্তক মধ্যে”। এই বলিতে

বলিতে কুবীৰল-বেশধারী শিবজী আপন জানীত তুণ কাষ্ঠাদি মধ্য হইতে
 তীক্ষ্ণধার খড়্গ বাহির করিয়া ঐ ভয়ার্ত্ত মোগলের শিরচ্ছেদন করিলেন ।
 আর আর মহারাষ্ট্র সঙ্কলেও ঐরূপে নিজ নিজ অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া
 ‘শিবজীর জয় ! শিবজীর জয় !’ এই শব্দসহকারে মোগলদিগকে বলপূৰ্ব্বক
 আক্রমণ করিল । মোগলেরা অনেকেই নিরস্ত্র, বিশেষতঃ শিবজী মরিয়া-
 ছেন জানিয়া একান্ত অনবধান ছিল । অতএব শিবজী স্বয়ং উপস্থিত
 হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহা ভয় প্রযুক্ত যে বাহ্যার প্রাণ লইয়া পলাইবার
 চেষ্টা করিতে লাগিল । অনেকেই স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না ।
 আর যাহারা যাহারা সাহস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল, তাহারাও অশিক্ষিত
 মাওলীগণ কর্তৃক স্বল্পায়াসেই পরাজিত হইল ।

এইরূপে শিবজী নিজ দুৰ্গ পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া সেই
 বিশ্বাস-হস্তা সেনানীর অঙ্গুসন্ধানার্থ কতিপয় অস্ত্রচরকে প্রেরণ করিলেন ।
 পরে যথানিয়মে লোক নির্দিষ্ট করতঃ তৎক্ষণাৎ দুৰ্গের আরক্ষ বিধান
 করিতে লাগিলেন । তাহা করিতে করিতে দুৰ্গের প্রান্তভাগে উপনীত
 হইয়া দেখেন একটা ক্ষুদ্র কুঠরীর দ্বার নূতন প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত এবং
 চতুর্দিকস্থ সকল গবাক্ষ সেইরূপে বদ্ধ হইয়া আছে । ছাদের উপর উষ্ণ
 দেখেন, কেবল তন্মধ্য ভাগে একটা ছিদ্র মাত্র আছে, আর সর্ব্ব দিক্ সর্ব্ব
 প্রকারে বদ্ধ, অত্ৰ কি, বায়ু গমনাগমনেরও পথ নাই । তখন স্মরণ হইল,
 মোগল কহিয়াছিল সেনানীর জীবৎ সমাধি হইয়াছে । অতএব তাহাই
 বুঝি এই হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেই কুঠরীর দ্বার
 উন্মুক্ত করণের অঙ্গুমতি করিলেন । দ্বারের গ্রথিত প্রস্তর কতিপয় স্থান-
 স্তরিত হইলে সেই অদ্রতমসাবৃত কুঠরী মধ্যে আলোক প্রবেশ করাতে
 একটা মৃতকল্প-মুখ্য-দেহ দৃষ্ট হইল । তখন সকলেই ব্যগ্র হইয়া দ্বার
 উন্মোচন করিতে লাগিলেন । শিবজী স্বয়ং ঐ পরিশ্রমে বিমুগ্ধ হইলেন
 না । পরে গৃহীস্তরালে প্রবেশ করিয়া বেক্রপ দর্শন করিলেন তাহা বর্ণনীয়
 নহে—ঐ স্থান সাক্ষাৎ-প্রোতভূমি । গৃহ মধ্যে স্থানী স্থানী পূর্ণ শোণিত
 সুহত হইয়া তিমির বর্ণ হইয়া রহিয়াছে, দীৰ্ঘ দীৰ্ঘ অস্থিহহ মাংসপণ্ড সকল
 চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং মধ্যভাগে সেই মহারাষ্ট্র সেনানীর শীর্ষ

এবং পাংশু বর্ণ শরীর নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর বাপার দর্শন হইবামাত্র মহারাষ্ট্রপতি ব্যস্ত হইয়া বহির্ভাগে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ঐ মৃতকর শরীর বহির্দেশে আনয়ন করিল। বহির্ভাগের পবিত্র বায়ু স্পর্শে সেনানীর মুখে পুনর্বার রক্ত সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া শিবজী কহিলেন, “এখন ও জীবন আছে, শীঘ্র শীতল জল আনিয়া উহার মুখে সেচন কর”। কেহ বারদয় ঐরূপ করিলে ঐ হতভাগ্য হঠাৎ করদ্বারা মুখ আবরণ করিয়া কম্পিত শরীরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, “আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিক না!—আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না”! সকলে চমৎকৃত হইয়া শিবজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, “অনুমান হয়, দুর্ভাগ্য মুসলমান কর্তৃক এই অন্ধকূপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্ত্য হয় নাই, অতএব তাহাই পান করিবে না কহিতেছে”। পরে কহিলেন, “বেধ হয়, পার্শ্বেরা ইহাকে গোরস্ত এবং গোমাংস দিয়া থাকিবে, বুঝি তাহাই ঐ গৃহ মধ্যে দর্শন করিলাম। হায়! ভারত-ভূমি আর কত দিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে” ? তিনি ঐরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে সেনানী একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কিন্তু শিবজীর প্রতি দৃষ্টি হইবামাত্র চীৎকার শব্দ করিয়া পুনর্বার অচেতন হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহার মুখে জলসেক করিতে লাগিলেন, এবং ঝটিতি কিছু খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে কহিলেন। সেনানী ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্বার সচেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্বক শিবজীর মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন “মহারাজ! তবে কি আমি সমুদয় স্বপ্ন দেখিয়া ছিলাম? তবে কি আমি আপনকার বিশ্বাস-ঘাতী নহি?—আমি কি মুসলমানদিগকে দুর্গমধ্যে আনয়ন করি নাই?—আমি কি আপনকার মৃত্যু ইচ্ছা করি নাই?—না, না, যে সকল স্বপ্ন নহে! আমি প্রহরীকে নিক্ষেপ করিলে যে যে উৎকট আর্তস্বর করিয়াছিল তাহা এক্ষণেও আমার কর্ণকূহর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে—আর আমি বাঁহা, বাহা দেখিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহাও মিথ্যা হইবার নহে”।

শিবজী নিজ সেনানীর প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “তুমি এই ক্ষণে আর সেই সকল কিছু মনে করিও না, এই কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য গ্রহণ এবং জল পান কর, পূরে যাহা যাহা হইয়াছে সবিস্তার শ্রবণ করিব। সেনানী কহিল, “মহারাজ! আর আমাকে আহ্বার করিতে বলিবেন না, এক্ষণে যাহা বলি সকলে মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন”। এই বলিয়া সেনানী উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রথমতঃ যে প্রকারে বাদশাহী সৈন্তে মিলিত হইয়া ছিলেন; এবং শিবজীকে বিনাশ করিবার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর যেমন করিয়া মোগলদিগকে দুর্গে আনয়ন করিয়াছিলেন সমুদায় ব্যক্ত করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন—“মহারাজ! দুর্গ অধিকার হইবার পর আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হইলে আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, অবশিষ্ট জীবিত কাল তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই ভাবিধা দ্রুত মুসলমান সৈন্তপতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্ত রুষ্ট হইয়াছিল বলিতে পারি না, বিদায় প্রদানে সম্মত না হইয়া বিশ্বাস-হস্তা বলিয়া আমায় বিস্তার তিরস্কার করিল, পরে কহিল, “তুই মুসলমান হইয়া বাদশাহের সৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত হ”। তাহার ভৎসনায় আমারও অত্যন্ত ক্রোধ হইল। না হইবে কেন! যে ব্যক্তি যে অপরাধে বাস্তবিক অপরাধী হয়, কেহ তাহাকে সেই দোষটি কহিলেই ক্রোধায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আমারও সেইরূপ হইল, এবং আমি মুসলমান ধর্ম্মের অনেক নিন্দা করিলাম। সৈন্তপতি তখন কতিপয় অনুচরের প্রতি ইঙ্গিত করিলে, অনুমান হয়, তাহারা পূর্বেই শিক্ষিত হইয়াছিল, অতএব আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি সেই প্রহারেই বিচেতন হইয়াছিলাম। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বোধ হইল যেন যমালয়ে আসিয়াছি। চতুর্দিক্ অন্ধকার—সমুদায় নিঃশব্দ, অনুমান হয় এইরূপে বহুকাল গত হইলে পিপাসার্ত হইয়া জল চাহিয়াছিলাম। জল! জল! এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিলে পর, মহারাজ! দেখিলাম যে আপনকার আরাধ্যা ভবানী দেবী ঘোর-বেশা ডাকিনী কতিপয় সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিতেছেন, “রে নরাদম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্ষি

শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস্‌না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পরস্থিনী গো এবং সর্ব দ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। অতএব তোর পক্ষে এই দেশের সমুদায় জল গোরক্ষ এবং সকল ভক্ষ্য বস্তু গোমাংস হইয়াছে—এই লইয়া আহাৰ কর’—মহারাজ ! ডাকিনীগণ তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে গোরক্ষ এবং গোমাংস প্রদান করিল—মহারাজ ! পৃথিবীতে আমার আর ভক্ষ্যও নাই পানীয়ও নাই” ।

সেনানী এইরূপ কহিতে কহিতে পুনর্বার প্রায় চৈতন্ত-শূন্ত হইলেন, এবং শ্রোতৃগণ একেবারে চিত্রপুস্তলিকার ভ্রায় তরু হইয়া রহিল। কিয়ৎ ক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এমত সময়ে একজন মহা-রাত্রী সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিল, “মহারাজ ! ভগবান্ রামদাস স্বামী দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন।” পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল শীর্ণ অথচ সরল শরীর, প্রশস্ত ললাট, সহস্র মুখ, বিভূত-ভূষণ এবং আনন্দ বহির্কাস পরিধান ও ত্রিশূল-হস্ত সাক্ষাৎ মূর্তিমান সন্ন্যাস-স্বরূপ পুরুষবর তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন। মহা-কোষ্টপতি নিজ দীক্ষা গুরু দর্শন লাভমাত্র একাকী কিয়দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণ সন্ধান করিলে, গুরু আশীর্বাদ সহকারে কহিলেন, “বৎস তোমার মঙ্গল হউক ! আমি যে যে কশ্মের ভার লইয়াছিলাম সমুদায় স্তম্ভিত হইয়াছে। যে শিষ্য প্রতিনিধি হইয়া ফকীর বেশে শত্রু সৈন্তে গিয়াছিল, সে এই মাত্র আসিয়া কহিল তথায় দুর্গ বিজয়ের কোন সংবাদ যায় নাই, আর তোমার সকল সেনাপতিই স্ব স্ব দুর্গ হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বাহ্য কর্তব্য হয়, কর—আমি তোমার স্বহান প্রাপ্তি দর্শন করিলাম, তুষ্ট হইয়া আশ্রমে গমন করি”। শিবজী উত্তর করিলেন, “শুরো ! আপনি প্রগল্ভ আছেন আমার অমঙ্গল সন্তাবনা কোথায় ? কিন্তু প্রথমতঃ যে রাত্রি মোগলেরা এই দুর্গ অধিকার করে এবং আমি বহু কষ্টে পলাইয়া আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হই, তখন বোধ হইয়াছিল সমুখ সন্ধ্যামে শত্রু সৈন্ত পরাভব না করিলে দুর্গ অধিকার করি-
লায় উপায়ান্তর নাই। সেই ভাবিয়াই আপনায় শিষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ

হুর্গে হুর্গে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহের উপায় করি। পশুস্ত, বাহা কর্তৃক আমার কোশল সমুদায় ব্যর্থ হইবার শঙ্কা ছিল, বিধর্মী শত্রু তাহারই প্রতি অত্যাচার করিল। আমার কার্য সাধন অতিশয় সহজ করিয়াছে। কিন্তু তাহার ঐ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ দোরাণ্য করিয়াছে, তজ্জন্ত এক প্রকার কার্যসিদ্ধি হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইতেছে”। এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেনানীর প্রমুখাৎ বাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অবিকল আত্মোৎসাহে বর্ণন করিলেন। রামদাস স্বামী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উঠে:- স্বরে কহিলেন—“অগামী যুদ্ধে অবশ্য বিজয় লাভ হইবে!” পরে শিবজীকে বলিলেন, “তোমার ঐ সেনানীকে তত্ন রাত্রি আমার সমীপে আসিতে কহিও, আজি আর আশ্রমে গমন করিব না;—এক্ষণে যুদ্ধের বাহা যাহা আবশ্যক তদ্বিধানে মনোযোগ কর”।



পঞ্চম অধ্যায়



সেই রাত্রে অনান বিংশতি সহস্র মহারাষ্ট্র সেনা বাদসাহী সৈন্য শিববিভিমুখে গমন করিতেছিল। সর্বাগ্রে এক দল ধাতুক গমন করিল। তাহাদিগের গতি ব্যাব্রবৎ এবং কর্মও ব্যাব্রবৎ। তাহারা কোন উচ্চ শিলা বা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সমুখভাগ সমুদায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে এবং শত্রু নিযুক্ত প্রহরী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থসন্ধান বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করে। এই সকল ব্যক্তি রাত্রি-যুদ্ধে কুশল। শিবজীর শিক্ষায় ইহারা পুনঃ পুনঃ নিশাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়া অন্ধকারেও অপূর্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক “হিংকরী” সেনা গমন করিল। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু কটিবন্ধে এক এক খানি অসি দোহলায়মান হইতেছিল। ইংলণ্ডীয়দিগের এবং তৎশিক্ষিত অস্মদেশীয় শিপাহীগণের বন্দুকে ঘেরূপ সঙ্গিন থাকে, শিবজীর সেনার সেরূপ ছিল না—তাহারা যুদ্ধকালে স্ব স্ব রূপাণ দ্বারাই সঙ্গিনের কার্য্য নির্বাহিত করিত। ঐ ‘হিংকরী’ সেনার অনতিদূর পশ্চাতে মহারাষ্ট্র-পতির বিশিষ্ট সমাদৃত অসি-চর্ম্মধারী ‘মাণ্ডলী’ সৈন্যদল গমন করিল। তাহারা সকলেই অতি বলিষ্ঠ এবং বিক্রমশালী। তাহাদিগের খড়্গ সাধারণ খড়্গ অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। এই জন্য অসিযুদ্ধে ইহারা প্রায় কখনই কাহা কর্তৃক পরাভূত হইত না। পর্ব্বতীয় দুর্গম স্থান গমনেও ইহারা অত্যন্ত পটু ছিল। যে উন্নত গিরিশিখরে অজ এবং সরীসৃপ ব্যতিরেকে অন্য ভূচর জন্তুর গমন অসাধ্য, বোধ হয়, শিবজীর মাণ্ডলীগণ সেই সকল স্থানও লঙ্ঘন করিতে পারিত। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই সকল সৈন্য লইয়া পাদচায়ে যুদ্ধ করিতেন। ইহাদিগের পশ্চাতে ‘বর্গী’ নামক অঝারোহী সেনা গমন করিল। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র সুদীর্ঘ শেল, কিন্তু কাহার কাহার স্থানে একটি একটি বন্দুকও ছিল, এবং সকলেরই কটিবন্ধে করবাল দোহলায়মান হইতেছিল। এই সকল সৈন্যের বহুদূর পশ্চাতে ‘শিলিদার’ নামক অঝারোহী দল দৃষ্ট হইল। তাহারা ইহাদের সকলের ন্যায় সুশিক্ষিত বা

স্বাধীন নহে । তাহাদিগের বেশ ভূষা অস্ত্র শস্ত্র বিবিধ প্রকার । তাহারা পার্থ্যমাণে কখনও সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রেরিত হইলে পলায়ন-পশু শত্রুর অনেকে অপচয় করিতে পারিত ।

‘শিলিদার’ ভিন্ন আর সকল সৈন্তের বেশ প্রায় একবিধ ছিল । সকলেরই মস্তকে উষ্ণীশ এবং সকলেরই সেই উষ্ণীশের এক এক ফেব্ চিবুক নিম্নভাগ দিয়া উদ্ভক্ত । সকলেরই অঙ্গ এক একটা অঙ্গরক্ষণী দ্বারা আবৃত, সকলেই কটিবন্ধ পশিষ্ঠি, এবং সকলেরই পায় পা-জামা পরিধান । এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকেই কর্ণে এক এক প্রকার কর্ণভূষণ এবং হস্তে বলয় ছিল । সাধারণ সৈন্তের এইরূপ বেশভূষা । সেনানায়কগণের পরিধেয় বিবিধ প্রকার । পরন্তু তাহারা অনেকেই নিজ নিজ পরিচ্ছদের উপরিভাগে লৌহজাল বিনির্মিত এক প্রকার অনতি গুরুভার সন্মাহ ধারণ করিতেছিলেন ।

সৈন্তগণ এইরূপে গমন করিয়া সূর্যোদয় সময়ে যে স্থলে উপস্থিত হইল, তাহারই নিম্নে বাদসাহী সৈন্ত-শিবির সন্মিলিত ছিল । তত্রত্য তাহু সকলের বিচিত্র বর্ণ, এবং সোণালী কলস সকলের স্প্রভা, সেই পর্বততলী হইতে অতি দ্রব্যভাবে প্রকাশমান হইতে ছিল । কিন্তু মুসলমান সৈন্তপতি শত্রু এমত নিকট আসিয়াছে ইহার কিছুই জানিতেন না । বিশেষতঃ তৎপ্রদেশীয় দুর্গাধিকার হওয়াতে তিনি সেই দিক্ হইতে এইরূপে হঠাৎ আক্রান্ত হইবার কোন শঙ্কাই করেন নাই । অতএব যখন কোন মোগল প্রহরী পর্বতের উপরিভাগে মহারাজ্যদিগের শাণিত অস্ত্রে সূর্য্য রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল, তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিলেন না । পরে অনেকেই ঐ রূপ দেখিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিলে তিনি স্বয়ং বাহির হইয়া দর্শন করিলেন । তখন সম্পূর্ণ সূর্যোদয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পর্বতের উপরিভাগ কোন স্থান অপ্রকাশ নাই । অতএব সৈন্তপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, মহারাজ্য সেনায় পর্বতের শিরোদেশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন দুই প্রজলিত আগ্নেয় শরীর সেই শত্রু সৈন্তের উর্দ্ধভাগে দগ্ধমান হইয়া আছে । মুসলমানেরা দেবশরীর তেজোময় বলিয়া জানে । অতএব মোগল সৈন্তপতির বিলক্ষণ প্রতীতি হইল, দেবতাদ্বয়ই বুদ্ধি-শত্রুর অমুকুল

পক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। পরে দৈবিলেন ঐ ছয়ের মধ্যে একজন একটি সুদীর্ঘ খড়্গ গ্রহণ করিয়া অপরের হস্তে প্রদান করিলেন এবং পরক্ষণেই সমুদায় শত্রুসৈন্য হইতে গগন-স্পর্শী গভীর কয়-ধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণ-কুহর ভেদ করিল। তখন তিনি নিম্ন সৈন্তের প্রতি নিতান্ত দৈবাঘাত বুঝিলেন। অতএব এই তাঁহার পরম সাহস বলিতে হয় যে, একবারও পলায়ন করিবার মনন করেন নাই। তিনি শীঘ্র “সাজ! সাজ!” শব্দ-সহকারে যথাস্থানে সৈন্য বিনিবেশ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য দলে দলে আসিয়া-রণস্থল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

কিন্তু যেমন পক্ষতের উপরিভাগে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার পর প্রভূত জলরাশি ভয়ঙ্কর বেগে নিপতিত হয় এবং সমুদয় গিরিশৃঙ্গ ও বিস্তীর্ণ শাখা-পল্লববিশিষ্ট তরুণের সকলকে উন্মূলিত করিয়া যায়, বেগবান্ মহারাষ্ট্র সৈন্য সেইরূপে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল এবং শত্রুদল তাহাদিগের সমক্ষে সেইরূপে পরাভূত হইতে লাগিল। যদি কোন শত্রুসেনাপতি বিশিষ্ট সাহস করিয়া কোন কোন সৈন্য দলকে রণস্থলে স্থির করিবার চেষ্টা করেন, তখনই কোথাও বা শিবজী স্বয়ং পাদচােরে, আর কোথাও বা অশ্বারূঢ় এক অঁপূর্ন-মূর্ত্তি দীর্ঘকায় পুরুষ, শীঘ্র উপনীত হইয়া নিমেষ মধ্যে বিপক্ষ পক্ষকে পরাভূত করেন। সেই অশ্বারোহীর প্রজ্জ্বলিত দীর্ঘ খড়্গ দর্শন মাত্রেই শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করে, অথবা বিনা যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপে শিবির সমুদয়স্থিত মোগল যোদ্ধা সকল ভয় হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা শত্রুর তাম্র মধ্যে প্রবেশোন্মম করিল।

কিন্তু সেই খানে মোগল সৈন্যপতি স্বয়ং দৃঢ়-প্রহরী উত্তম উত্তম সামন্ত সমস্ত পরিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বেগে তল্লিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, যেমন জলন্ত ছত্ৰাশন ধরধার বৃষ্টি পাতে ত্রিমিত-তেজঃ হয়, তেমনি সেই সুশিক্ষিত প্রতাপক ভট্ট সকলের প্রযুক্ত গুলি প্রহারে তাহার। ধ্বংস-বেগ হইল, এবং পলায়নপর মোগলেরাও ই-অবকাশে পুনর্বার দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে স্থির হইতে লাগিল। মুসলমানেরা বহুকাণাবধি হিন্দু জাতিকে রণে পরাভব করিয়া আসিতেছিল, অতএব অবজ্ঞের শত্রু কর্ত্তক পরাভূত হইয়া বিশিষ্ট ঘৃণাকর বোধ করিত। শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া তৎপ্রতিবিধান

চেঁটা না করা অভ্যাস মোষ । কিন্তু রণস্থলে শত্রুর প্রতি তাজিল্যাকাব থাকিলে প্রায়ই জয়লাভ হয় । এই স্থানেও সেইরূপ হইবার উপক্রম হইল । শিবলী সৰ্বট দেখিয়া স্বয়ং লংগ্রামস্থখে উপস্থিত হইলেন; তথাপি কিছুই করিতে পারিলেন না । হস্তীপুষ্ঠারূঢ় মোগলসৈন্তপতি রুর্ভুক মর্দিত হইয়া তাঁহার মাণ্ডলী দলও ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎদৰ্শী হইতে লাগিল । এইরূপে তুমুল লংগ্রাম হইতেছে, হঠাৎ হুট্ট হইল, সেই অস্বাক্ষর পুরুষ বিপক্ষ সৈন্তপতির প্রতি বেগে ধাবমান হইতেছেন, এবং তাঁহার অপসব্য হস্তে সেই ভীক্ৰধার খড়্গ অমলশিখার ছায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছে । মুসলমান সৈন্তপতি সর্কাগ্রোই তাঁহাকে দর্শন করেন । দর্শন করিয়া অবধি যেমন কোন বিবধর অন্ত বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে শরীর নিশ্চল হয়, তদংশন নিবারণার্থেও পলায়ন করিবার শক্তি থাকে না, তিনিও সেইরূপ হইয়া এক নৃটে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন । যখন ঐ পুরুষবর অৰ্ধবেগে 'সামন্ত লম্বুদার তেদ করিয়া তাঁহার মণীপহ্ন হইলেন, পর্যাপ-রেকাবের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরাক্রান্ত তুজবলে খড়্গা প্রক্লেগ করিলেন, তখনও সেনাপতি পলায়ন বা সেই প্রহার নিবারণের যত্ন কিছুই করিতে পারিলেন না । স্মৃতরাং একেবারে ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূতলে পড়িলেন ।

মোগল সেনাগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিল, একেবারে নিরুৎসাহ হইল, এবং পলায়ন করিতে লাগিল । সেনাপতির বিনাশে সর্কদেশীর সৈন্তই যুদ্ধে নিরুৎসাহ হয় বটে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ সৈন্তগণ বেক্রপ তৎকণাৎ পলায়ন করে এরূপ অন্তত্ৰ অধিক ক্রত হওয়া যায় না । ইহার কারণ এই যে, এখানকার রাজার একাধিপত্য-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া আপনাদিগের শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করেন । তাঁহাদিগের সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কোন রাজকার্য্যে প্রজাদিগের কোন মতান্ত থাকে না । স্মৃতরাং যিনি রাজা হউন না কেন, আমাদের সেই দশাই থাকিবে বুঝিয়া সেনাগণ রাজার অথবা রাজ-প্রতিভা সৈন্তপতির বিনাশ হইলেই রণস্থল ত্যাগ করিয়া যায় । মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিশিষ্ট ঘেৰ-ভাব-সম্পন্ন ছিল । তথাপি সৈন্তপতির বিনাশে চতুর্দিকে প্রহান করিতে লাগিল ।

শিবলীর অঙ্গুরীয়দুসাহের পলায়ন দর্শন শত্রু-শিবিরে প্রকটি হইয়া তৎক্ষণ

বিপুল অর্থ এবং জবাব্দারিত সূত্ৰ করিতে লাগিল আর অখারোহিগণ পৈলারম-
প্তর শত্রুর পক্ষাৎ পক্ষাৎ ধ্বংসমান হইল। পরে মহারাষ্ট্রপতি আপনিও
কতক স্বামন্ত সম্ভিবারাহে বাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে
প্রাহার শুরু হইল ভগবান রামদাস স্বামী সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, “বৎস !
অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ—স্বপ্ন সম্পূর্ণ হইয়াছে—আর স্বপ্ন বাইবার প্রয়োজন
নাই, এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।” শিবজী
তাহাই করিয়া কহিলেন—“শ্রমো ! আপনকার আশীর্বাদে বিস্তর লাভ
সম্পূর্ণ হইল—কিন্তু অদ্য সেনানী কর্তৃক অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি—সে না
থাকিলে আজি ঘোর বিপদ ঘটত—সে অদ্য অতিমাত্র কৰ্ম করিয়াছে।”
শুরু উত্তর করিলেন, “আমি পৰ্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তাহাকে তবানী প্রদত্ত খড়্গ
প্রদান করিয়া অবধি তাহারই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, তৎকৃত সমুদায়
কৰ্ম দেখিয়াছি। মহারাজ ! দেবতার বাহার প্রতি অশ্রুগ্রহ করেন, তাহার
কার্যসাধনের উপায়ও অগ্রে করিয়া রাখেন। ঐ দেখ দেখি যে আসিতেছে
উহার শরীরে কি তাদৃশ বল সম্ভব হয় ?” শিবজী রামদাস স্বামীর অঙ্গুলি
নির্দেশানুসারে দৃষ্টি করতঃ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই মোগল সৈন্য-
পত্নির বধকারী অখারোহীর সমীপস্থ হইলেন ; এবং তিনি বেগে গমন
করিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন বলিয়াই সে ভূমিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল না !
একপাশে আর সেই বীরমূর্তি নাই। অঙ্গের নানা স্থানে অজ্ঞাবাহ হওয়ার
অজস্র শোণিত প্রস্রুত হইতেছিল। শিবজী তাহাকে অশ্রুপূর্ণ হইতে আপন
ক্রোড়ে লইলেন, এবং মুমূর্ষু কালে মুখ যেরূপ শ্রীহীন হয়, তাহার মুখ
সেইরূপ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও সেই বৃক্ষ-
বীর হস্তের খড়্গ পরিত্যাগ করেন নাই। শিবজী ঐ অসি লইবার ভ্রম
বশ করিলে, তিনি চক্ষুস্মীলন করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন—মুখ
জীবৎ হস্ত প্রত্যাবৃত্ত হইল—এক পরক্ষণেই সমুদায় শরীর একেবারে
নিশ্পন্ন হইল। রামদাস স্বামী কহিলেন “মহারাজ ! ব্যর্থ ক্রন্দন গম্বরণ
কর—সেনানী তাহার জীবন ধন পরিশোধ করিলেন।”

এই ব্যাপার হইতে হইতেই অনেক মহারাষ্ট্র সেনা সেই স্থলে প্রত্যাগত
হইয়াছিল। সেনানীর মৃত্যু দর্শনে কাহারও চক্ষু নিরঙ্গ ছিল না, এবং

সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া আপনাদিগের অন্তর্কাল হইতে যেন সেইরূপ হয়, মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। রামদাস স্বামী কিকিরিলেন, যত সেনানীর খজা উত্তোষন করিয়া কহিলেন—“মহারাজ ! এই খজা ভবানী প্রদত্ত। অতএব ইহার নাম ভবানী হইল। ইহা আপনি গ্রহণ করুন—অদ্য ইনি যে প্রকারে শত্রু নিধন করিলেন, চিরকাল এইরূপ করিবেন। এই বলিয়া গুরুদেব সেই খজা মহারাষ্ট্রপতিক প্রদান করিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। সেই অবধি ঐ খজের মূর্তি মহারাষ্ট্রদিগের ধর্মে চিত্রিত হইল, এবং অদ্যাপি সেতারা প্রদেশীয় ভূপাল বংশীয়েরা প্রতি বৎসর মহা সমারোহ করিয়া ঐ খজের পূজা করেন। ক্ষণকাল পরে রামদাস স্বামী গাজোথান করিয়া কহিলেন, “মহারাজ ! তুমি সচ্ছন্দে স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন করিতে থাক, আমি এক্ষণে বিদায় হই, বৈবয়িক কার্য্যের কেমন মাহাত্ম্য, জিতেজিৎ ব্যক্তির মনকেও ক্রমে ক্রমে আপনানু বিধেয় করিয়া ফেলে—অতএব আমি আর বিলম্ব করিব না। সম্প্রতি আশ্রমে চলিলাম, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে, শীঘ্রই তীর্থপয়াটনে নির্গত হইব। মহারাজ ! চুখিত হইও না—বাহার বাহা কর্তব্য তাহার তৎসাধনে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার কেমন বিশ্বাস হইতেছে, স্থানান্তরে তোমার সহিত পুনর্বার লাক্ষ্য হইবে।” এই বলিয়া তিনি নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার পর শিবজী আপন সৈন্তগণকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন। “তোমরা অস্ত্রকার যুদ্ধে যেক্রম বল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, বাবজীবন এইরূপ করিলে শতাবসানের অমুগ্রহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আজি তোমাদিগের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা প্রথম বারেই সম্মুখসংগ্রামে প্রবল মোগল সৈন্তের পরাভব করিলে, অতএব তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিব। সৈন্ত সাধারণকে একটি একটি রৌপ্য বল্লম এবং সেনা-নায়ক সকলকে একটি একটি সুবর্ণালঙ্কার প্রদান করিবার অমুমতি করিলাম।” মহারাষ্ট্র সেনাগণ শিবজীর স্থানে আর কদাপি অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার নিয়মদ্বারা তৎকর্তৃক সৃষ্টিত দ্রব্যাদিও রাজকোষে গীত হইত। অতএব এই বৎসামাস

পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং করিয়াও তাহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। বসন্তঃ কাহারা সর্ববিধেরই তৃত্যবর্গকে অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন, তাহারা ঐ রীতির সমুদায় দোষ অমৃত্যব কর্তৃক নষ্ট। একবার অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে আরি অন্ত কোন পুরস্কার মনঃপূত হয় না। বরং ক্রমশঃ অঙ্গুরীয়া কার্যের প্রতি অঙ্গুরাগ হয় হইয়া অর্থের প্রতিই দোষ জন্মে।



ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শিবজী জীবদ্দশার আছেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্ত-পতিকে পরাজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই রাজা জয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎশ্রবণমাত্র নিজ পরাক্রান্ত রামপুর সৈন্ত সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সেনা শিবজীর অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক ছিল, এবং আপনিও পূৰ্ব্বতীয় যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। দিল্লীখর যেখানে যেখানে অভ্যস্ত বিপদে পড়িতেন, সেই সকল স্থানেই রাজা জয়সিংহের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; বিশেষতঃ হিন্দু রাজাদিগের সহিত বিবাদকালে রাজা জয়সিংহই আরম্ভের ব্রহ্মাস্ত্র প্রায় ছিলেন। অতএব এই সংগ্রাম-সাগর মহারাষ্ট্র-পতির পক্ষেও হুস্তর বোধ হইবে আশ্চর্য্য কি? অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন, বুঝি তিনি এইবার মগ্ন হইলেন।

কিন্তু মহাত্মা-জনের মানসাকাশ কখনও দুর্ভাবনা কর্তৃক এমন আচ্ছন্ন হয় না যে, আশারূপ নিৰ্মল নক্ষত্র-জ্যোতিঃ তাঁহাদিগের নির্ণীত পথ প্রদর্শন না করে। শিবজী সেই বিষয় সঙ্কটে পড়িয়াও এমন একটু অসমসাহসিক কৰ্ম্ম করিলেন, যাহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কেবল অসাধ্য মাত্র নহে, তাহাদিগের বুদ্ধিরও অগম্য। সেই কৰ্ম্ম তিনি যে কি সাহসে বা কি বিবেচনায় করিলেন তাহা অস্ত্রের বুঝিবার নয়। তদ্বারা তাঁহার অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব তাঁহার পরামর্শ কেবল ফলাফলের এবং তাঁহার সাহস সকল লোকের চমৎকার-জনক হইয়া রহিয়াছে।

এক দিবস রাজা জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহারাষ্ট্রপতি একতাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। জয়পুরপতি তৎক্ষণাৎ ভটহ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বীরপুরুষেরা উপযুক্ত প্রতিপক্ষেরও গুণ গ্রহণে সক্ষম। জয়সিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বুদ্ধিমান হইলেন যে, তাঁহার আপনীর সৈন্তসংখ্যা অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং

অকিঞ্চিৎকর হইতেন। অতএব শিবজীর প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে নিজ সমীপস্থ দেখিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্ট সমাদর সহকারে ভ্রাতৃ-সংস্থাপন এবং আলিঙ্গন প্রদান পূর্বক স্বপার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করাইলেন। মহারাষ্ট্রপতি মৌনী হইয়া বসিলেন। রাজা জয়সিংহ ভাবে ব্যথিত পানিয়া পারিষদদিগকে ইঙ্গিত করিলামাত্র তাহারা স্থানান্তর হইল। শিবজী কহিতে লাগিলেন।

“মহারাজ! আমাকে এমত সময়ে দেখিয়া আপনি অবশ্য বিস্মিত হইয়াছেন। হইবেনই ত। আমি যে ছরাশার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আপনিই বিস্ময়বিষ্ট হই। কিন্তু মহারাজ! মন বাহ্য বলে তাহা কখন নিতান্ত মিথ্যা হয় না। কিছু কাল হইল আমার অন্তঃকরণে কেমন স্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে উভয়ের তাৎপর্য অবগত হইলেই এই ছরস্তু সমস্যা নিৰ্দ্ধারণ হইবে, এবং আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি আপনি জানেন) এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়ে একপরাশরী এবং এককর্ম্মী হইব। মহারাজ! আমাদের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। বাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জল হয়, এবং অস্ত্র সর্ব্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম্ম কি কর্তব্য নহে?। দেখুন দেখি, দিল্লীখর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদের অতৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা কর্তৃক হৃত-তেজা করেন, উভয়েই আর-একবার মঙ্গলাবহ। স্মরণ করুন, তিনি এই উপায়দ্বারা ক্রমে ক্রমে কোন্ হিন্দু মহীপালকে স্বধ্বাবনত না করিলেন? শুনিয়াছি, উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সিন্ধু এবং পূর্বে ব্রহ্মরাজ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভারতভূমি তাঁহার কবলিত হইয়াছে। কোথাও একটা স্বাধীন হিন্দু রাজ্য নাই। কেবল রাজপুতানার আপনারা এবং দক্ষিণে আমি অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছি। আরও কেবল আমরাই কখনো কখনো ভয় করেন, বুলি তাহাও আশ্চর্য্যকাল করিতে হইবে না।

ফলতঃ মহারাজ ! আমি আর পরম্পর যুদ্ধ স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না। আপনার যেরূপ কর্তব্য বোধ হয়, অনুমতি করুন।

“মহারাজ ! ঐ বাদসাহ কখন আপনার অগোরব করেন নাই সত্য, কারণ তিনি আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু যদি আপনি আজি লোকান্তরগত হয়েন, তবে কালি আপনার পরিবারেরা বুদ্ধিবেশ বাদসাহ আপনকার কেমন সুস্থ। মহারাজ ! পূর্ব পূর্ব মুসলমান বাদসাহেরা হিন্দু রাজাদিগের স্থানে নির্দিষ্ট নিয়মামুসারে কর প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রেয় তেজোহীন করিতেছেন, ইহাঁর মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটাও হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না। আমি জানি কেহ কেহ আরম্ভেবকে জিতেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি জালস্বভাব হইলে আমার এমত ভয় হইত না। নৃশংস নির্দোষ রাজারা যে সকল অত্যাচার করেন, তজ্জনিত দুঃখ স্বল্পকাল ব্যাপী হয়, কিন্তু ক্রুর-মতি নৃশংসগণের যে বিধ-বৃক্ষ রূপ-মরণ্য তাহার ফলাফলে সন্তান-সন্ততি সমুদায় ধর্ম-বীৰ্য্য হইয়া যায়। আমি জানি, অনেকেরই মনে এক্ষণে এমত প্রতীতি হইয়াছে যে, যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগদীশ্বর-নির্দিষ্ট জাতি প্রণালী হইয়া আসিতেছে, মুসলমানও সেইরূপ বাদসাহের জাতি। মুসলমান বই আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ বোধ থাকতেই এত হিন্দু রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাহা করুন—রাজ-শক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীর হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপকৃপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জগদুন্নয়ন মুখ উজ্জল করে। আকবরসাহ মুসলমান জাতীর ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাত শূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত হিন্দু রাজারা তাহার সমরে রাজকাণ্ডে বুদ্ধি নিয়োজন করিয়া সুশাসন-বিধিসমত্ত নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসন্তোষ নাই। আরম্ভেও এত চেষ্টা করিয়াও সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও আপনারা কয়েক জন

সুমহৎসভাবং তাঁহার রাজ্যভার বহন করিতেছেন। কিন্তু পরবর্তী বাদ-
সাহেরা যদি ইহাঁর দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া চলেন, তবে স্বল্পকাল মধ্যেই সুবর্ণ-
মণি-মাণিক্যাদি-প্রসবা ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট-নগরসমূহ এসেবে সমর্থ হই-
বেন না। মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা যেন এমন দিন কখনও উপ-
স্থিত না হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া
অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! বাহারা আপনাকে এই জাতিকে নিন্তেজ
করিয়া পরে ক্ষীণবীৰ্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধাচরণ হুঁত।
মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত মিক্রপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হই-
তেছে, সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্বল্যাধীন নিষ্পন্দ হওয়ার স্মার—তাহা
সুস্থি সুখানুভব নহে”।

রাজা জয়সিংহ মহারাজপতির আগমনেই আপনার প্রতি তাঁহার তাদৃশ
বিশ্বাস দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন, আবার এই সকল সরল তথ্য-ভাষা
শ্রবণ করিয়া উন্নীলিতজ্ঞান-চক্ষুঃ এবং উন্মুক্ত-প্রণয়-প্রণালী হইলেন। কিন্তু
রাজপুত্রদিগের কি বাঙ-নিষ্ঠা! তিনি শিবজীকে ধৃত করিবার প্রতিজ্ঞা
করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে তাহার অভ্রাধা করিতে পারিলেন না। অতএব
অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন। “মহারাজ! তোমার কথার
আমার জ্ঞানোন্মেষ হইল। তুমি বাহা বাহা বলিলে সকলই সত্য বোধ হই-
তেছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে তাহার উত্তর
করিলে পর আমার যেরূপ পরামর্শ হয় বলিব”। “কি জিজ্ঞাস্য আছে
অনুমতি করুন”। “আমি তোমার নিকট যদি এমন প্রতিক্রিয়া হই যে,
বাদসাহ তোমার কোন অপমান করিলে, আমি সেই অপমান আপনার
হইল বোধ করিয়া তাহার প্রতিকূল প্রদানের চেষ্টা পাইব, তবে তুমি তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস কর কি না”। শিবজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করি-
লেন, “তাহা হইলে আমি নিরুদ্বেগে গমন করিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে পারি। কারণ তিনি আমার কোন অপমান করিলে আপনি
তাঁহার শত্রু হইবেন এবং তাহা হইলেই হিন্দু জাতির অর্জুনের কাল পুনর-
পস্থিত হইবে, অতএব এমন স্থলে আমি সূচ্য স্বীকার করিতেও সম্মত
আছি”। রাজা জয়সিংহ আশ্চর্যমত্ত হইয়া কহিলেন,—“এমন সাক্ষাৎ

কি হইল কি কেহ সামান্য সংস্থাপনে সক্ষম হইল। অমলী কীর্তি-গুরুত্ব
না হইলে কি সংস্কারক দিচ্ছিলেন। মহারাজ! কোন সৈন্যই 'আই,
আরজেব' এত নিরুদ্বিগ্ন নহেন, যে, আমি নির্ভর করিলে তিনি কাহারও
অপমান করিবেন—এক্ষণে আমার যেকোন পরামর্শ গ্রহণ করুন। আপনি
'বাহা' 'বাহা' বলিলেন, কিছুই মিথ্যা নহে। এতদেখিয়া তাবলোকেরই প্রতিভা
হইয়াছে, তৈয়রুল্লাহ-বংশীর ব্যক্তিকে আর কেহ বাদসাহ পদাভিষিক্ত
হইতে পারে না। আমি সেই জন্তই বিবেচনা করি, একোশ আরজেবের
প্রতিকূলতাচরণে কোন বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। অনিয়াছেন ত,
'অহম্মেদ খাঁ মামক' জাহাঙ্গীর বাদসাহের একজন প্রধান সেনাপতি পাঁচ
সহস্র রাজপুত্র সেনার সহায়তার বিংশতি সহস্রাধিক সৈন্যের মধ্য
হইতে বাদসাহকে নিজ করকলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহা করিলে
কি হইবে, প্রজা সমস্ত তাহার প্রতি অমুগা-শূন্য হস্তগতে আপনাই কই
পুনরায় বাদসাহের শরণ প্রার্থনা, এবং পরামর্শগ্রহণ হইয়া প্রাণ রক্ষা
করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিয়া যে, কোনো প্রকার চেষ্টা করিব
নাস্তাহাও বলিতেছি না। বাদসাহের মনে বাহাতে কিছু ভিন্ন কাজ
এমনসি করিয়া চলা উচিত। তাহাও, উত্তরে আমি আর দক্ষিণে তুমি
আকিলেই সম্পূর্ণ হইবে। অতএব এক্ষণে বাদসাহের মনকে আমি
তোমার সহিত সন্ধি নিরুদ্ধন করিতেছি। কিন্তু পাছে আরজেব সন্ধিহীন
মনা করেন, এই জন্য তোমাকে প্রথমতঃ কিছু কতি স্বীকার করিতে
হইবে। আমার সৈন্তেরা বাদসাহের নামে যে কাজকটি পূরণ কর
করিয়াছে তাহা সম্প্রতি প্রত্যাপিত হইবে না। কিন্তু আমার সহিত
মিলিত হইয়া তুমিও দিল্লীপুরের প্রতিপক্ষ রাজপুত্র বাদসাহের প্রতি
কুলে শত্রু করিতে চলা। আরজেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন, প্রথমে সেই
সুযোগে তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া তুমিও আগুন-রাখার হস্ত বন্ধ
পন করিতে পারিবে।

রাজা জয়সিং এই বসিয়া নিঃশব্দ হইলে, শিবজী মনে মনে 'যথার্থ'
বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্মত হইলেন। মহারাজপতি বাস্তবিক সরল
কতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি

অত্যাচার-প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল
 স্বদেশহিতৈষিতা উদ্ভিজ্জ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে
 মধ্যে কোটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এই লজ্জা তাঁহার চরিত্র-লেশক
 গ্রহণের অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল-স্বভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া
 গিয়াছেন। সে বাহাইউক, তিনি এইরূপে বিবেচনা করিলেন আমার
 পক্ষে কি নিরাশ্রয়, কি বিজয়পুর-বাদসাহ, উভয়ই সমান। একোদ্যমে
 হই অনেকের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনই ক্লান্তকাৰ্য্য হইতে পারিব না।
 অতএব কখন বা ইহার কখন বা উহার পক্ষতা অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে
 নিজ বলবর্দ্ধন করাই সম্ভুক্তি; আর হর ত, আরঞ্জেব তুষ্ট হইলে পরিণামে
 রোসিনারা লাভ হইলেও হইতে পারে। মহারাষ্ট্রপতি মনোমধ্যে এই
 সকল অলুখান করিয়া নিজ সম্রাতি প্রকাশ পুরঃসর কিকিং বিলম্ব
 করিলেন, “মহারাজ! আপনি যেমন অলুমতি করিবেন আমি সেই
 রূপই করিব। কিন্তু আমার সৈন্তগণ বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে
 বাদসাহ নিজকেও লইতে তাহাদিগের ভূতি প্রদান না করিয়া তৎকর্তৃক
 বিভিন্নভূমির নির্দিষ্ট করের চৌং অর্থাৎ চতুর্থাংশ প্রদানের অলুমতি করি-
 লেই সংপরাধর্য হর। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে আপন ধনাগার হইতেও
 কিছু দিতে হইবে না, আর সৈন্তগণও বিশিষ্ট বস্ত্র করিয়া অধিক ভূমি লাভ
 করিবে”। রাজা অরসিংহ এই কথাটির ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন কি
 না বলা যায় না। ফলতঃ শিবজী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাষ্ট্রীয়
 রাজারা ঐ চৌং আদারের নামেই ক্রমে ক্রমে আর সমুদায় ভারত-ভূমির
 উপর আপনাদিগের কর্তৃত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। বাহাইউক, অরপূরপতি
 তখনই স্বীকার করিয়া এই সকল নিয়মাবলী সন্ধিপত্র লিখাইলেন, এবং
 বাহসাহের সম্রাতির নিমিত্ত তাহার অলুনিগি প্রেরণ করিয়া অতিরাং
 শিবজী সম্রাতিবাহারে সৈন্ত বিজয়পুর প্রদেশান্তিমুখে বাজা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় ।

“দিল্লীখরো বা ভগবীখরো বা” এই কথাটা যারা বাবসাহের পার্শ্ব বিতরের মাত্র আতিশয্য দেখিয়া ভগবীখরের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অত্যাধিক প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা অবশ্য হুয্য বটে। কিন্তু যে সকল পঁচাটক ঠৈতমূলকবংশীর বাবসাহদিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং তৎপুত্র রাজসুজার শোভা নয়ন গোচর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুত্বকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে আর কোথাও তাদৃশ ঐশ্বর্য বর্ণন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভা-বিহীন হইয়াছিল বলিয়া আরম্ভের পিতা সাজাহান সমুদায় নগরটী নূতন নির্মাণ করিয়া দিয়া-ছিলেন। সাজাহানাবাদ অর্থাৎ নবদিল্লীর রাজবন্দ সকল কেমন প্রশস্ত হইয়াছিল!—তন্মধ্যে এবং উত্তর দিকক কেমন পরিপাটীরূপে বিন্যস্ত পাদপ-গণ নগরটীকে শোভাময় এবং সুখ-প্রদ করিয়াছিল? এক্ষণে দিল্লীর সেই শোভা নাই। তথাপি ইংলণ্ডের ঐষ্টমিগের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লজ্জা পানেন। নগরের প্রাণাধিকারিও কি সুন্দর! বিশেষতঃ শ্বেত মার্বেলে নির্মিত মন্দিরটীর শৌভার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। রাজবাটী চূর্ণজ্যা-প্রাকার-বেষ্টিত—এবং বহুলা মার্বেল প্রস্তরে অতি পরিপাটীরূপে নির্মিত। মুসলমানেরা যে হস্তাশ্রিত বিদ্যার অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিল তাহার এই প্রশংসা, তাহাদিগের নির্মিত অট্টালিকা সকলের খোদকতা কার্যের আধিক্য, তথাপি ঐষ্টমিগের মনে অজুতরসের বই অন্য রসের উদয় হয় না। কোন সুবিজ্ঞ পঁচাটক কহিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের নির্মাণ সকলে অহরির ম্যায় সুন্দরাক্রমতা এবং অস্তরের ম্যায় অতিমাত্রব্যবহারের মীন করে। বিশেষতঃ ঐ সাজাহান চূপাল কর্তৃক নির্মিত আদ্রা নগরস্থিত ভগবীখাত ভাস্কর্য অট্টালিকা ঐরূপ নির্মাণ কীর্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত মূল। যেমন নিশাকরমীন আশ্রয় মণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাস্কর্যবৎ খচিত হইয়া মানবগণের অত্যন্তরূপে বিপুল অস্তিত্বের আনির্ভাব করে, তাহাও সেইরূপ অপরূপ সুন্দর কার্যকার্য যারা

দর্শকমাত্রেয় মনে অভিভূত রসের উদয় করে । জ্ঞান ঐ সাজাহান নির্মিত 'ময়ূরতন্তু' নামক সিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব ? সেই রাজাসন ছইটি দিব্য-গঠন খাতু নির্মিত ময়ূরের পৃষ্ঠে-সংস্থাপিত । ঐ ময়ূরদ্বয়ের পুচ্ছের সিংহাসনের পশ্চাৎভাগে বিভীর্ণ হইয়া থাকিত । নৃত্যকালী ময়ূরের পৃষ্ঠে ও পুচ্ছে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, ঐ পুচ্ছের নানারিধ মনঃমগ্নিকরাদি দ্বারা সেই সমুদায় বর্ণই সুপ্রকাশিত ছিল ।

যে সাজাহান এই মনোহর নবদিলী, এবং ইহার দিব্যগঠন প্রাসাদী সকল ও সমুদায় পরম শোভাময় রাজাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায় ? যেমন অত্যন্ত সংসারাত্মী জনেরা যৌবন সময়ে স্ব স্ব বিভবের ভোগ ও বৃদ্ধি করিয়া চরমে তৎসমুদায় সন্তানদিগকে প্রদান করিয়া যান, তিনিও কি সেইরূপে অস্বস্তি আরঞ্জেরক সমস্ত রাজ্যের দ্বৈত করিয়া নৌকিকী লীলা সমরণ করিয়াছেন ?—না ; তাঁহার দুরবস্থা উপমা হইতে নাই । তিনি স্বীয় আত্মজ আরঞ্জের কর্তৃকই জীবন্ত হুতাশ হইয়াছিলেন । আহা ! সাজাহানের দুরবস্থা অরণ করিলে কাহার মনে পুত্র হউক বলিয়া আরঃ স্তূহা হয় ? অথবা, কোথা দ্রব্যাক্তি নিজ পিতৃতত্ত্বপরাণ সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া এই প্রার্থনাশালী নহেন বলিয়া আপনাকে বক্তৃতা না করেন ?—অহো ! বিভব কি ভয়ানক বস্তু ! প্রভুত্বশক্তি লোকের এতাদৃশ প্রার্থনীয় যে, তজ্জাত সমুদায়গণের মন হইতে আত্মশব্দ প্রতীক্ষণকারী পিতার প্রতিও প্রজ্ঞা এবং প্রীতি অপনীত হইয়া যায় । বুদ্ধ বাদশাহ সাজাহান, দৃষ্ট পুত্র আরঞ্জের কর্তৃক অপরিত্রস্ত হইয়া কংকণবাসীর গায় অবরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন ।

তিনি যে তথায় কি পর্য্যন্ত ক্রেশ অমৃতর রসতর কালযাপন করিতে লাগিলেন তাহা বলা বাহুল্য । যিনি সমুদায় তনিতত্বমিত্র একাধিপতি হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যের মন প্রাণের হর্তা কর্তা ছিলেন, তিনি কি কেবল প্রাসাদাদন মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন ? ই বিশেষতঃ সাজাহানের যে এই দুঃকালেও রক্তমাংস হইতে, অঙ্গারও সন্তানদিগকে সন্তান কালে মিত্র মিত্র হইয়া থাকিবে বলা যায় না । ইহাও সত্য হইবে, অঙ্গারও সন্তানদিগকে সন্তান কালে মিত্র মিত্র হইয়া থাকিবে বলা যায় না ।

থাকেন। কিন্তু যে দুর্ভিক্ষের শোক সন্তান সন্তানকে দেহে বর্জিত করে, যা হইতে একজনের দোষে অল্পনমাত্রের প্রতি প্রদা হ্রাস হয়, সেই দুঃখ দাবারি নির্বাপনে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণি শক্তি হইয়া থাকে। ঐ অন্নল, নীরস জীবন বৃক্ষকে একেবারে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হয়, অগত্যা সেইরস বর্ষণে সক্ষম ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইলেই কিছু মন্দ ভেদ হইতে পারে।

রোসিনার নিক পিতার ক্রোধ-ভীজন হইয়া তাঁহার নিকটে অবস্থান প্রাপ্ত হইলে, সাজাহানের ক্রুর সহচরী লাভ হইল। আরঞ্জিব-পুত্র উক্ত অঙ্কতি ছিলেন। কিন্তু সম্পদের কেমন দোষ! রোসিনার অতুল ঐশ্বর্যের স্বপ্ন পিতার প্রেরণা হইয়া প্রথমাবস্থায় আমোদ প্রমোদেই কালাতিপাত করিয়া ছিলেন। তখন দুঃখ যে কি পদার্থ ইহা জানিতেন না বলিয়াই পিতামহের দুঃখে সমচ্ছত্তা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উদার-চরিত্র শিবজীর সহযোগে তাঁহার মনের সেই ভাবটি দূর হইয়াছিল। শিবজী বাক্য দ্বারা কখন রোসিনারকে হিতাহিত বিবেচনার শিক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু অরং একপ্রমোদে কর্তব্যানুষ্ঠান করিতেন বলিয়াই তৎপতি প্রায়-বদ্ধা বাদসাহ-পুত্রী তাদৃশ জ্ঞানভাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কার্য দ্বারা যে উপদেশ হয় তজ্জনিত সংস্কারের প্রায় অস্তিত্বই হয় না। অতএব, পরমেশ্বর মনুষ্য জীবন কেবল হাসিয়া খেলিয়া আমোদ প্রমোদে কাটিইবার জন্ত সৃষ্টি করেন নাই, এই জ্ঞান রোসিনার অস্তঃকরণে সেই অধাপ্রবণের সাহচর্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অগত্যা এমত পদার্থও কোটো বাহির জন্ত জীবন এবং জীবনের সুসুন্দর সুখ পরিত্যক্ত হইতে পারে।

শিবজীর সাহচর্যে রোসিনার মনসিক অবলম্বন পরিবর্তিত হইয়া তে তিনি নানা ইচ্ছা-স্বপ্ন-নিধনে অস্তঃপুরের অত্যন্তভাগে বাস অপেক্ষা অধিক এককোণে পিতামহ সন্নিবাসে অত্যন্ত-দারিদ্র্য হইয়া কালব্যাপন করিতে প্রতিপূর্ণ কামতিলাসী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সাজাহান তাঁহাকে আরঞ্জিবের কন্যা বলিয়া ক্রিয়ণ-দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে রোসিনার মনোভাব-বিশিষ্ট কথবারি, নিকট প্রমোদমাগী দ্বারা তৎকালে দুঃখ-বিশিষ্ট বাক্য-বিশিষ্ট পিতামহের শরৎ-পরিভূত মনকে সজীব করিয়া দান-বিশিষ্ট

সময়ে অনেক সুখ ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রোসিনারার প্রতি মেহ সকার হইলে তাঁহার অন্তরাত্মা যেমন পরিতৃপ্ত হইরাছিল, তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। রোসিনারার পিতামহ স্মৃতিধানে স্নেহের কথা স্মরণ ব্যক্ত করিয়া চুপের লাঘব করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন, পিতা অপেক্ষাও পিতামহের সহিত শিশুদিগের কেমন অধিক প্রণয় হয়। সাজাহান নানা কার্যাসক্ত থাকিতে সেই প্রণয়-সুখ পূর্বে ভোগ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে নাতিনীকে সহচারিণী ও সমহৃৎখতানিনী পাইয়া তাঁহার মনে যে কি অপূর্ণতা বোধ হইল, তাহা বর্ণনাভীত।

ইহারা উভয়ে নানা কথা এসে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তদন্থে শিবজী সখকার বিবরণই রোসিনারার অধিক মনোপাত হইত বলিয়া বৃদ্ধ বাহসাহ তৎকালে শিবজীর সহিত আরম্ভের সেনাপতিদিগের যে সকল ঘটনা বর্ণিত করিয়া, বহুপূর্বক স্মরণগুলি অমূল্যকান করিয়া অবগত হইতেন, এবং রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন। রোসিনারা, যখন শিবজী মুসলমান সৈন্যপতিকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়াছেন শ্রবণ করিলেন, তখন আর পিতার সহিত সন্ধি হওয়া তার হইল বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত চুপিতা হইলেন।

কিন্তু মহারাষ্ট্রপতি রোসিনারার নিমিত্ত আপনার প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে পাইবার সোতেও আপনার কর্তব্য কর্তৃ সাধনে কদাপি পরাভুত নহেন, ইহা জানিয়া বাহসাহ-পুত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরে যখন শুনিলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত দুই দিন দিন কীপল হইতেছেন, তখন নিতান্ত শঙ্কাক্ত হইতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি যে দিন পিতামহ প্রস্থান শ্রবণ করিলেন যে, শিবজী আরম্ভের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রাজা জয়সিংহের সহায়তার বিজয়পুরের আতিকূলে খাজা করিয়াছেন, তখন তাঁহার জিরফা আশান্ততা পুনরুদ্ধারিত হইতে লাগিল। অনন্তর যেদিন রোসিনারার কর্ণগোচর হইল যে, মহারাষ্ট্রপতির সাহায্যে কৃতকাৰ্য্য বাহসাহ তাঁহাকে অতন্ন প্রদান করিয়া নিজসত্তার আশিনার নিবরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর আশ্রয় পাইবার সুযোগ রহিল না। কিন্তু পিতার অত্যন্ত ক্রমবিকাশ তাহার মনোবৃত্তি কিছু শঙ্কিত উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি স্নেহে স্নেহে

ভাবিতেন “যদি পিতা আমাকে সেই স্বাক্ষরকে অর্পণ করিবার মনন করিতেন, তবে এতাবৎ আমার প্রতি অক্ৰোধ না হইলেম কেন ? আমি তাঁহারই গুণাবলী কল্পিত ছিলাম বই আর তাঁ কোন্ অপরাধ করি নাই।”

সন্ধ্যাহীন, যে দিন শিবলী বাদসাহের সভাবর্ণনা আগিতেছেন, সেই দিন রোসিনারাকে এই সংবাদ প্রদান পূর্বক কোতুক করিয়া কহিলেন, “মহারাজ্ঞি প্রতি আগিতেছেন—কিন্তু তুমি এমনটি মনে করিও না যে তিনি আগিলেই বুদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন।” রোসিনারা এই কথা শুনিয়া ভীষণ হাঙ্গা করিলেন, কিন্তু সেই হাঙ্গাপ্রভা আত্মরিক হৃৎধাক্কারই প্রকাশ করিল, তাহা সম্পূর্ণ সভাব জ্ঞাপক হইল না। পরে বাদসাহ-পুত্রী কহিলেন “বুদ্ধ আমাকে অরণ্য ত্যাগ না করিলে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। কিন্তু মহাশয় ! আমার মন সম্পূর্ণ স্থব্র নহে—আমি পদে পদে বিপদ শঙ্কা করিতেছি।” বুদ্ধ বাদসাহ এই কথা শ্রবণে বিস্ময় এবং ভীষণ ক্রোধবৃত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন।—বিপদ শঙ্কা কি ?—আর কোন অরণ্য পত্রদ্বারা সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়াছে—যে কি আপনার কথা মিথ্যা করিবে ?—দিল্লীর বাদসাহ হইয়া প্রতিশ্রুত পালনে পরাশ্রয় হইলে কি সেই আসনের আর গৌরব থাকে ?” এই বলিয়া রোসিনারার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে অধোবদন দেখিয়া বুদ্ধ আপনার আকৃত অবস্থা অরণ্য করিলেন।—“হার ! আমার আসনের অগৌরব হইবে বলিয়া আমি আরম্ভেবের প্রতিজ্ঞার বিধান করিতেছি ; কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্র হইয়া পিতার অপমান করিতে পারে সে কি না করিতে পারে ?—আমি এমন অল্পবুদ্ধি না হইলেই বা কেন রাজ্যচ্যুত হইব—অধিক বিধানই আমার কাল হইয়াছে—পূর্বে পূর্বে অনেকই আমাকে কহিয়াছিল পুত্রদিগকে এত বিধান করিবেন না—আমি কহিতাম যদি আপিনার পুত্রদিগকে বিধান না করিব, তবে কাহাকে করিব ? আর পুত্রের প্রতিও অবিধান করিয়া যদি রাজ্য করিতে হয়, তবে এমন রাজ্য সম্পত্তিতেই বা কাল কি ?—হার ! হার ! হার ! পুত্র শরণ বিধান-ভাজন দায়ীকে ! তোমারই প্রতিক্রিয়া দেখিয়া আমি সকলের প্রতি সমান বিধান করিয়াছিলাম—তুমি শরণ-প্রার্থন হইয়া

সাজাহান খীর আশ্রয়ের কৃতঘ্নতার অসাধারণ দুষ্কৃত্য-গ্রস্ত হইয়া বার্থ জ্ঞানভেদে পথবর্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই বোধের উপক্রম হইতেছিল যে, পুরস্কার প্রদানকরণে স্মৃতির পুরস্কার এবং দুষ্কৃত্য দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। এক জনের পাপ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করা মনুষ্যের পক্ষে বিধেয় নহে। দুষ্কের প্রতিও দুষ্কৃত্য ব্যবহার করিলে দোষ হয়। যাহা হউক তাঁহার মন এমন না হইলে তিনি কি সেই দশায় জীবিত থাকিতে পারিতেন? বৃদ্ধ বাদসাহ ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে রোসিনারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আর পূর্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা নাই, তুমি বুদ্ধিমতী যাহা পরামর্শ সিদ্ধ হয় তাহাই কর। আমার বুদ্ধির অনেক হাস হইয়াছে—বোধ করি আর বহু দিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না—অনুমান করিয়াছিলাম জগতে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই—কিন্তু তোমার গুণে বশীভূত হইয়া এক্ষণে এই মাত্র ইচ্ছা হয় যে, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়া যাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ, পৌত্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া রোদন করিতে লুপ্তিলেন। রোসিনারাত ক্ষণকাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন—“পিতা, মহারাষ্ট্র-পতির যেরূপ সমাদর বা অনাদর করেন তাহা দেখিয়াই কর্তব্য-কর্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব।” বৃদ্ধ কহিলেন “তুমি অল্প-অল্প পুত্র-বাসিনীগণের সমভিব্যাহারে বাইয়া জালরন্ধুর অন্তরাগ হইতে স্বচক্ষে সমুদায় দেখিও”।

অষ্টম অধ্যায় ।



দিল্লীখরদিগের প্রধান সভাগৃহের নাম আম্বাস্। তাহার তিন দিক অনাবৃত এবং বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। এই সকল স্তম্ভ এবং ছাদটি সমুদায় সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত। উত্তরাংশে যে প্রাচীর তাহারই পশ্চাভাগে অন্তঃপুর। যে দিবস শিবজী রাজসভাধানে আইসেন, রোসিনারা অভ্যন্ত অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের সমভিষাহারে আসিয়া সেই প্রাচীরের গবাক্ষ-বিবর হইতে সমুদায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, একটি অত্যাশ্চর্য বেদীর উপরিভাগে আরঞ্জের ময়ূরতন্ত্রে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদসাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ গাটিন বস্ত্রে প্রস্তুত, উক্ষীষ সুবর্ণময়, তন্নিম্নে অস্ত্র-মহামুলা হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে, এবং তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মাণিক্য অর্কভূম্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আরঞ্জের মূখ্যবয়ব অসুন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রথর দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা, এবং অনারক্ত গণ্ডস্থল, দান্ত স্বভাব, কুটিল বুদ্ধি, এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর সমীপবর্তী কতকটা ভাগ রক্ত-রেইল দ্বারা আবৃত। তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান ওম্মা ও রাজা এবং রাজপ্রতিভূগণ সমস্ত্রমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিভ্রাস করিয়া নতশিরা হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইহাদিগের মস্তকোপরি কিংখাপের চম্ভ্রাতপ সুবর্ণ ঝালর সংযোগে শোভা করিতেছে। রেইলের বহির্ভাগে আর বাবৎ স্থান, তাহাতে মনোহার প্রভৃতি যোদ্ধ কক্ষের নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদ-মর্যাদানুসারে বাওঁ-নিষ্পত্তি বিনা সমস্ত্রে দণ্ডায়মান আছেন। আম্বাসের বহির্দেশে এবং রাজতন্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ গটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল। বাহির হইতে সেই তাষু উজ্জল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্তরাল এমনি সুন্দররূপে চিত্রিত যে, প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন রমণীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম, চতুর্দিক যেন ফল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই

মডামগুপের ভিতর বাহির সকল স্থানেই শূন্য ব্যক্তি নানা কার্যোপ-
লক্ষে আসিয়া স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে রাজসভাঘণের কাল প্রতীক্ষা
করিতেছেন।

এইরূপে দিল্লীখ্বর স্বকীয় বিভব সমুদায় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন
এমত সময়ে একজন নকীব্ যথানিয়মে রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের
সমভিব্যাহারে মহারাজ্বেদশাধিপতি শিবজীর আগমন সংবাদ প্রদান
করিল। সূকলৈই শিবজীর নাম শ্রুত ছিলেন, অতএব চক্ষু কর্ণের বিবাদ
ভঞ্জনার্থ সূকলৈই উৎসুক হইলেন, বিশেষতঃ রোসিনারা নির্গমেঘ চক্ষে
অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবজীকে কিঞ্চিদ্ভিন্ন বোধ
হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইতে লাগিল। শিবজী ক্রমশঃ
অগ্রবর্তী হইয়া নকীবের আদেশক্রমে রেইলের বহির্ভাগ হইতে বাদসাহকে
তিনবার অভিবাদন করিলেন। এই করিয়া তিনি যেমন পুনর্বার অগ্র-
সরণোদ্যম করিবেন নকীব উচ্চৈঃস্বরে কহিল “আলম্‌গীর বাদসাহের
অনুগ্রহে শিবজী পঞ্চ-হাজারি মনসকারের পদে উন্নত হইলেন”। মহা-
রাজ্বেদপতি এই অপমান-সূচক বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্ষুব্ধ এবং অবশ্য
প্রায় হইয়া সন্মুখস্থ রেইল ধারণ করিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া
কহিলেন, “দিল্লীখ্বর! আমি স্বাধীন দেশের রাজা, আমাকর্ত্তুক আপনি
অল্পকাল হইল উপরূত হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনকার প্রতিভূ রাজা
জয়সিংহ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন আমি এখানে সমাদৃত এবং সম্মানিত
হইব, কিন্তু আপনি আমার এই অগৌরব করিয়া সেই কথা মিথ্যা করি-
লেন”। আরঞ্জেব উত্তর করিলেন তুমি কি জ্ঞাত আপনাকে অপমানিত
বোধ করিতেছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি আমার সেনাপতির যুদ্ধে প্রায়
পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছ—যুদ্ধে জেতার বাহা ইচ্ছা বিজিতের প্রতি
তাহাই করিতে পারে—তথাপি জয়সিংহের সহিত তোমার কি কি কথা
হইয়াছিল তাহা আমার বিদিত নাই—অতএব যাবৎ কাল পত্রদ্বারা তৎ-
সমুদায় বিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তাবৎ তুমি এই নগরে অবস্থান কর, নগর-
পাল তোমার বাটাবাটী নির্দিষ্ট করিয়া দিবে, এবং রামসিংহ সর্বদা
তত্ত্বাবধান করিবেন—পরে আমি যথাযোগ্য শিরোপা দিয়া বিদায় করিব”।

আরঞ্জের মানস শিবজীকে কবলিত করেন, কিন্তু জয়সিংহ তাঁহাকে অভয়দান করিয়াছেন, অতএব প্রকাশ্যরূপে কার্যনিরুদ্ধ করায় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া এইরূপ কৌশলদ্বারা অতীষ্টসাধনের পরামর্শ করিলেন । “গাপের হাঁচি বেদে চেনে”—শিবজী এবং আরঞ্জের উপাখ্যান এই জনপ্রবাদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল । মহারাত্রিপতি বাদসাহ প্রাথমে ঐ সকল কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় একেবারে বুঝিতে পারিয়া আপনিও শাঠ্য অবলম্বন পূর্বক উত্তর করিলেন “বাদসাহের জয় হউক ;—আমি অবশ্য আপনার আদেশানুসারে রাজা জয়সিংহর প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিব—কিন্তু এই দেশের জল বায়ু আমার অনুচরদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর—আর দক্ষিণ দেশ হইতে আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর আসিতেও বহুকাল বিলম্ব হইবে—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে নিজ সমভিব্যাহারী সৈন্য সামন্ত সকলকে বিদায় করিয়া কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে করিয়া অবস্থান করি ।” ইহা শুনিয়া আরঞ্জের অনুমান হইল যে, শিবজী সত্য সত্যই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সরলান্তঃকরণে এই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । তিনি আরও বিবেচনা করিলেন যে, মহারাত্রীর সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে শিবজী নিতান্ত অসহায় হইবে অতএব তখন বাহা ইচ্ছা হয় অনায়াসে করিতে পারা যাইবে । এই ভাবিয়া বাদসাহ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন এবং শিবজীকে তাঁহার যে অত্যন্ত ধূর্ত বলিয়া বোধ ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল । মহারাত্রিপতি অতি সাবধানে বাদসাহের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতেছিলেন । অতএব অনুমতি প্রদান করিতে করিতে বাদসাহ যে ভ্রম হাস্য করিলেন তদদর্শনেই তাঁহার মনোগত ভাব সকল বুঝিতে পারিয়া আপনি ভূষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

মহারাত্রিপতি বিদায় হইলে বাদসাহ তদ্বিবসী রাজকার্য্যে মনোবোগ করিলেন । আরঞ্জের বাস্তবিক স্বর্গস্থ ব্যক্তি ছিলেন । প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন, এবং দৈনিক কার্য্য সমুদায় সমাধা না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না । তিনি অতীত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নৃপালগণের জায় মজিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না । আপনিই সমুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উদ্ভী

ওত্রা প্রভৃতি সকলে তাঁহার কার্যসচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার বিহারাদিতেও অতি অল্পকাল ব্যয় হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আম্রধাসে এবং সন্ধ্যার সময়ে গোসল-খানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতিদ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া রাজকাৰ্য্য নিৰ্বাহ করিতেন। শুদ্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালত-খানায় গিয়া ক্রীড়ে ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হুস্তিশালায় যাইয়া ভূতোরা স্ব স্ব 'নিয়োজিত' কার্য্যে মনোযোগী আছে কি না দর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্তী যমুনাতিরস্থ প্রশস্ত ভূমিতে সৈন্তগণের কাণ্ডোজ দেখিয়া কাহার বা বেতন বৃদ্ধি কাহার বা কর্তন করিয়া শূণ্যবানের পুরস্কার এবং শূণ্যহীনীর তিরস্কার করিতেন। এইরূপে তাঁহার সমুদয় দিবসম্ভবান হইত। রাত্রিতেও তাঁহার অধিক নিদ্রা ছিল না। একটা নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পত্রাদির পাণ্ডুলেখ্য সকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সেই স্থান হইতেই নিৰ্বাহিত হইত। অমাত্যেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতেন না।

যে দিবস শিবজী আইসেন সেই দিন রজনীতে আরম্ভেব একাকী ঐ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখিতেছেন না—তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—“রজনী গভীর হইয়াছে—এই সময়ে আমার দীন দুঃখী প্রজাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে—কিন্তু আমি সকলের অধীশ্বর হইয়াও এক তিলাঙ্গিকাল বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাই না—চিন্তাজরে নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। আমার চিন্তার শেষ নাই—বিরাম নাই—কিন্তু তাহার বিরাম হইয়াই বা কি হইবে?—ভাবি চিন্তা তিরহিত হইলে ভূতকালের দৃষ্ট সমুদায় স্মরণ হয়!—স্বাহারা কখন পঙ্কিল পাপ পথের পথিক হয়েন নাই তাঁহারা ই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ন করুন—আমার পক্ষে নিরন্তর চিন্তাসক্ত থাকাই ভাল।” অমুখ্য জীবন সতরঞ্চ খেলার ভাষ—ইহাতে যত ভাবনা করা যায়—ততই সুখ, যত সাবধান হওয়া যায় ততই জিত হইবার সম্ভাবনা।—দেখ এমত ধূর্ত শিবজীও আমার চাতরে পড়িল—সে মনে

করিতেছে যে, আমি জয়সিংহের পত্র পাইয়াই তাহার গৌরব করিয়া বিদায় করিব—কি মূর্থ ! ‘জয়সিংহ’—‘জয়সিংহ’—এই নামটা আমার অত্যন্ত কর্ণজালকর হইয়াছে—সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু যে উপকার করিতে পারে সে অপকারেও অসমর্থ নহে—আর কার্যসাধন হইয়া গেলে সেই সাধনোপযোগী উপায়েরই বা আবশ্যকতা কি ? ফল পাড়া হইলে আকর্ষণে কি প্রয়োজন ?—কিন্তু জয়সিংহকে নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে ? পিতা কাহাকে না পরাজয় করিয়া ছিলেন ?—আমারও ত পুত্র আছে—সে অত্যন্ত বশীভূত বটে—তথাপি অগ্রে সাবধান হওয়া বিধেয়—আর এক্ষণে কে বা আমার শত্রু কে বা মিত্র তাহাও জানিলে ভাগ হয়”—এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল পরে আকাশ-দত্তদৃষ্টি হইয়া কহিলেন “জয়সিংহ ! সাবধান—এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই নষ্ট হইবে—আমার দোষ নাই—পুত্র ! তোমারও এই পক্ষচ্ছেদ করিলাম, আর কখন উড়িবার স্বপ্ন করিও না” । এই বলিয়া বাদসাহ অতি সাবধানে আপন পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—“হে আত্মজ ! তুমি আমার একান্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটি বিষম সঙ্কটাবহ পরীক্ষা করিতে সাহস হয়, অন্য কোন পুত্রের দ্বারা হয় না । তোমাকে শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা দিয়াছি ; অধিককাল গত হয় নাই, তোমার সাহস এবং আত্মবিস্তৃতি পরীক্ষার্থ একটা ব্যাঘ্রের সহিত তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম তুমি তাহাও করিয়াছিলে । আমি অনেক ক্রেশে এই ভারতরাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, যে পুত্র আমার সর্ব্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই রাজ্যাধিকারী করিয়া যাইব । তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ বিবিধ গুণশালী হইয়াও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের দুর্গে জীবনাবশেষ করিতেছে—সাবধান ! যেন তোমারও সেই দশা না হয় । তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সকল সেনাপতিদিগকে নিবৃত্তে আহ্বান করিয়া কহিবে যে, আমি দ্বিতীয় প্রতিকূলে বিদ্রোহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যোখর হইব । যে যে তোমার পক্ষতাবলম্বন করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অচিরে আমার নিকট প্রেরণ

রিবে । এই কর্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই জানিবে যে আমার যাবৎ পরিশ্রমের ফল পরিণামে তোমারই ভোগ্য হইবে ।”

বাদসাহ হইলেন। তিন বার এই পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে, যদি পুত্র আমার মতানুযায়ী হইয়া চলে তবে আমিও আপনার সকল শত্রু একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখন সত্য সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার মনন করিলে কাহা কর্তৃকও বিশ্বাস হইবে না—কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সে আপনার পক্ষ বলবান্ দেখিয়া এই বারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্তব্য?—প্রভুদিগের এই পরম হুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য সাধন হয় না—হায়! যদি আমি স্বয়ং স্বহস্তে সমুদায় কার্য সাধন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎ এক দিক্ এবং আমি একলা এক দিক্ হইলেও, বুঝি জয় হইত—পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এক জন অতি বিশ্বাস-ভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বানপূর্বক কাহিলেন—“তুমি এই পত্র লইয়া শীঘ্র বিজয়পুর প্রদেশে যাও—অতি স্নেহগোপনে ইহা আমার পুত্রের হস্তে দিবে—পরে রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সেনান্যবর্গ যখন পরামর্শ করিবে তখন নিকটে থাকিতে চাহিও, যদি পুত্র তোমাকে নিকটে থাকিতে দেন তবে তাঁহার তাম্বুলের কর্ম নিযুক্ত হইও—পরে সকলে যে সকল কথা কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার পুত্রের আদেশানুসারে যদি বিদ্রোহকরণে স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে একটি পান দিবে, সেই পানের মসলা এই—আরজেব এই বলিতে বলিতে ছতোর হস্তে একটি কাগচের মোড়ক দিলেন এবং কহিতে লাগিলেন “যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয়সিংহের তাম্বুলবাহকের সহিত আলাপ করিও—বুঝিছা!” ভৃত্য হাস্য করিয়া নতশির হইল এবং বাদসাহের হস্ত হইতে পত্র ও পাথর প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

নবম অধ্যায় ।



মহারাষ্ট্রপতি নগরপাল কর্তৃক নির্দিষ্ট বাসগৃহে উপনীত হইয়া অবিলম্বে সমভিব্যাহারী সামন্তবর্গের অধিপতিকে আহ্বান করত তাঁহাকে স্বদেশ গমনের আদেশ করিলেন । সৈন্তপতি রাজ্যজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ পাথের সামগ্রী সকল সংগ্রাহে প্রবৃত্ত হইল । শিবজী মনে মনে ভাবিয়া ছিলেন অমুচরবর্গ নিকটে থাকিতে বাদসাহ আমাকে বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইতে দিবেন না, কিন্তু বাহির হইতে না পারিলেও প্রস্থানের উপায়াবধারণ হওয়া দুর্দট ; এই জন্তই তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া নিজ-সৈন্তগণকে বিদায় দিবার অমুমতি গ্রহণ করেন, আর সেই জন্তই যে কয়েক দিন তাহার সঁকলে নির্গত না হইল, আপনি পীড়ার ভান করিয়া রহিলেন, একবারও বহির্গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না । পরন্তু আরজেব তখন মহারাষ্ট্রপতিকে কারারুদ্ধ করণের মনন করেন নাই । তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিবজী সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বাস করিতেছে, অতএব যে পর্য্যন্ত জয়সিংহ বিষয়ক কোন সংবাদ না পাওয়া যায় তাবৎ ইহাকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই—নগরপালের নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেই চলিবে । অনন্তর মহারাষ্ট্রীয় সমুদায় সেনা বিদায় হইয়া গেলে, শিবজী এক দিন নগরপালের সহিত রুথায় কথায় স্বাস্থ্য-কর বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । তখন নগরপাল অবিলম্বে সম্মত হইয়া স্বয়ং ক্রটিপন্ন বলবান্ পুরুষ সমভিব্যাহারে অমুগমন করত মহারাষ্ট্রপতিকে বাসাবাটী হইতে নির্গত করিল ।

শিবজী এপর্য্যন্ত পলায়নের কোন পস্থা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে দিন প্রথমে বাটীর বহির্গত হইলেন, সেই দিনেই তাহার সোপান হইল । তিনি রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে যমুনা তটে ক্ষণকাল পরিলম্বন করিয়া অস্ত্র-মনস্কতা বশতঃ ক্রমে ক্রমে বাদসাহি ভবনের সম্মুখবর্তী বিশণিতে

উপনীত হইলেন । তথায় বিবিধ দ্রব্যজাত, এবং নানা দেশীয় লোকের সমাগম দর্শনে কিঞ্চিৎ তন্মনস্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন । বাহারা বহুকাল বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারাই অপরিচিত জনময়স্থানে স্বদেশীয় পরিচিত ব্যক্তির সন্দর্শন লাভে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হয় বুঝিতে পারেন । মহারাত্রিপতি ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন । শিবজী ঐ ব্যক্তিকে দেখিবারাত্র তাঁহাকে আপনায় 'গুরুদেব রামদাস স্বামীর একজন শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন । অনন্তর তিনি যে দিকে গমন করিলেন, আপনিও ক্রমে ক্রমে সেই পথে যাইতে লাগিলেন । কিন্তু সমভিব্যাহারী নগরপালের ভয়ে কেহই পরস্পর অভ্যর্থনা দ্বারা পূর্ব পরিচয় প্রকাশ করিলেন না ।

কিয়দূর গমন করিয়া মহারাত্রিপতি দেখিতে পাইলেন, শ্রীমান্ রামদাস স্বামী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে একটা বট বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন । মহারাত্র মনে মনে তাঁহার চরণ বন্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরামর্শাবধারণ করত নগরপালকে কহিলেন, অদ্য আর অধিক গমন করিব না—চল, বাসায় ফিরিয়া যাই—কিন্তু ঐ তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া স্মরণ হইতেছে, আমি পীড়িতাবস্থায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলাম অস্থ হইলে দেবার্চনা করাইব, উহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি; যদি উনি স্বয়ং আমার স্বস্ত্যয়নের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে কল্যাণ প্রাপ্তে বাসায় গমনের নিমন্ত্ৰণ করিয়া যাই । নগরপাল তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রামদাস স্বামীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকৃত-প্রায় হইলেন, পরে শিবজী স্বয়ং যাইয়া অনেক অশ্রু নয় বিনয় করিলে নিমন্ত্ৰণ গ্রহণ করিলেন । নগরপাল পাছে কোন সন্দেহ করে, এই জন্তই রামদাস স্বামী প্রথমতঃ নিমন্ত্ৰিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নচেৎ শিবজীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল । অতএব তিনি পরদিবস আতি প্রত্যুষেই মহারাত্রিপতির আলয়দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরপাল অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজসমক্ষে উপনীত করিল । গুরু শিষ্যে ঐক্য হইয়া যে কথোপকথন হইল, তাহার মর্ম্ম এই—রামদাস

স্বামী কহিলেন। আমি তীর্থ দর্শনে নির্গত হইয়া নানা বিদেশে ভ্রমণান্তর
সমুদ্রাধীশ সন্দর্শনার্থ সশিষ্য আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে প্রতিলম্বনকারী
মহারাত্রি নৈমিত্তিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রথমশ্রমণ অবগত
হই, এবং অবগত হইয়া মনে মনে বিপদাশঙ্কার শীঘ্র দিল্লীতে আসিয়া
নানা স্থানে শিষ্য নিয়োগ করত মহারাত্রির সহিত সাক্ষাৎকার হইবার
উপায় চেষ্টা করি,—এক্কে সেই চেষ্টা সফল হইয়াছে, অতঃপর আরঞ্জের
শাঠাঙ্গাল হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি ? শিবজী কহিলেন “যখন এই
যৌর বিপৎকালে আপনকার সন্দর্শন পাইলাম, তখন অনুমান হয়, বিপদ
উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যাহা হউক অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয় হয় নাই,
কিন্তু বেক্রপ স্বস্ত্যয়নের ভান করিয়া আপনকার সহিত সংগোপনে সন্দর্শন
হইল, বোধ হয়, এই উপায়েই কোন সুযোগ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পরামর্শ হইলে রামদাস স্বামী প্রত্যাহই প্রাতঃকালাবধি সায়ং-
কাল পর্যন্ত জগ পূজা হোমাদি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন, এবং
নগরপালের বাবৎ হিন্দু-মাতীয়া অমুচরণ শিবজীর আদেশানুসারে বাজার
হইতে বিবিধ দ্রব্যজাত আনিয়া স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করিয়া দিতে
লাগিল। আর পূজাবসানে নগরপালের নিযুক্ত প্রহরীগণ, কি হিন্দু কি
মুসলমান সকলেই যথেষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়াতে মহারাত্রিপতির এই
কর্ম তাহাদিগের সমুহ সুখাবহ হইয়া উঠিল। শিবজী ঐ সকল সামগ্রীর
অনেক ভাগ নগরস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগের বাটীতেও প্রত্যাহ প্রেরণ করি-
তেন। এইরূপে প্রায় এক মাস বহির্ভূত হইল। কিন্তু শিবজী এই কাল
স্বখে কেবল আপনাই প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন এমন নহে,
প্রিয়তমা রোসিনারার উদ্ধারার্থেও সবিশেষ চেষ্টা দেখিতেছিলেন। তাহার
সেই চেষ্টা কি, এবং উহা কিরূপ সফল হইল, তাহা পরে প্রকাশ হইবে,
এক্কে এইমাত্র বক্তব্য যে, তিনি রোসিনারাকে পাইবার সুযোগ কাল
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়াই তাহার আপনাই প্রস্থানের এত বিলম্ব
হই তছিল, অতঃপর ইতিপূর্বেই তদুপায় নিশ্চিত হইত।

দশম অধ্যায় ।



সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রাজবাটি এবং রাজধানীতে মহাসমারোহে আনন্দ মহোৎসব হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ভারত রাজ্য লাভ করিয়া এই স্থানেই নিবাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত এতদেশীয় লোকদিগের বিশিষ্টরূপ সংস্রব হইয়াছিল। এই হেতু উভয় জাতীয় লোকেরাই পরস্পর ব্যবহারের অনেক অমুকরণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মুসলমান বাদসাহেরা পূর্বকালীন হিন্দু সম্রাটদিগের জায় অনেক আচরণ করিতেন এমন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয় তাঁহারা বর্ষে বর্ষে নিজ নিজ জন্মতিথির উপলক্ষে আপনারা যেরূপ স্বর্ণ রজতাদির সহিত তুলিত হইতেন তাহা হিন্দু রাজাদিগের তুলা পুরুষদানের অমুকৃতি হইবে, যেহেতু অল্পর কোন দেশীয় মুসলমান নৃপালদিগের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত ছিল এমন বোধ হয় না।

আরম্ভেব ঐ দিন স্বর্ণ-নির্মিত তুলা যন্ত্রে উখিত হইয়া আপনি এক দিকে এবং ধাত্তাদি নানা প্রকার শস্য অপর দিকে রাখিয়া তুলিত হইলেন। পরে তাত্র কাংসাদি ধাতু দ্রব্যের সহিত, অনন্তর স্বর্ণ রজতাদি সহিত, তৎপরে কিংখাপ শাল প্রভৃতি মহানু্য বস্ত্রাদির সহিত এবং সর্বশেষে হীরক মণি মণিক্যাদির সহিত তুলারূঢ় হইলেন। ঐ সময়ে নাগার খানায় বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান রাজামাত্য এবং ওমরা সকল নানা প্রকার দ্রব্যজাত আনিয়া বাদসাহকে নজরদিতে লাগিলেন। বাদসাহও হেমনির্মিত কৃত্রিম বাদ্য পেষ্টা খজুর লইয়া স্বহস্তে বিতরণ আরম্ভ করিলেন। অখপালেরা দিল্লীখুরের সমক্ষে অশিক্ষার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। মাহতেরা সুশিক্ষিত হস্তিযুগ আনিয়া বাদসাহকে সেলাম করাইতে লাগিল। এইরূপে রাজকর্ষচারী সকলেই অপরিণীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

. দিল্লীখুরের অস্ত্রপুরেও অতি চমৎকার উৎসব হইতেছিল। প্রধান প্রধান অমাত্য এবং ওমরাদিগের মহিলীগণ ও দিল্লীবাসিনী অনেক বার-

ষোড়শাও সেই দিন বাদসাহের অন্তঃপুরে আগমন করিত । তাঁহার বারবনিতাদিগের তাদৃশ স্থলে গমন হওয়া অসম্ভব বোধ করিবেন, তাঁহার। স্মরণ করুন যে, অদ্যাপি এমত অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা আপন আপন জী পরিক্রমকে প্রায় মুসলমান বাদসাহদিগের স্তায় দৃঢ়তরূপে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন, অথচ মধ্যে মধ্যে বাটীর ভিতরেও নেড়ীর কবি শ্রবণ করাইয়া জীলোকদিগের চিত্ত কলুষিত করা নিতান্ত দুষ্ট বোধ করেন না । বরং মুসলমান বাদসাহদিগের এই প্রশংসা করিতে হয় যে, তাঁহার। ঐ দিন অশ্রাব্য কাব্য সংগীতাদি শ্রবণার্থ বারবধুগণের আনয়ন করিতেন না । সেই দিন নিমজ্জিত জীলোক সমস্ত স্ব স্ব প্রস্তুত রমণীয় শিল্প সামগ্রী লইয়া বাদসাহের অন্তঃপুরে যাইতেন । কেহ বা উত্তম জামদান কেহ বা সুদৃশ্য পসমী জুতা, কেহ বা বুটোকাটা শাটিন, কেহ বা কিংবাপ-নির্শিত পরিচ্ছদ, কেহ বা স্বহস্ত প্রস্তুত আতর গোলাপাদি সুগন্ধি দ্রব্য, আর অনেকেই মোহনভোগ প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেন । তথায় অল্প পুরুষমাত্রেয় বাওয়া নিষেধ ছিল । কেবল বাদসাহ স্বয়ং বা তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ ক্রেতৃত্বরূপে ঐ মনোহর বাজারে বেড়াইতেন । ক্রয় বিক্রয় কালে কতই কৌতুক হইত । বাদসাহ কোন দ্রব্যটি মনোনীত করিয়া তাঁহার মূল্য নির্দ্ধারণার্থ কতই বিতণ্ডা করিতেন । একটি পয়সার দর প্রভেদ হইলেও বাক্য ব্যয়ের ক্রটি হইত না । পরন্তু দ্রব্যটি গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দিবার সময় যেন প্রান্তিক্রমে বিক্রয়ীকে এক পয়সার পরিবর্তে কখন এক থান সুবর্ণমোহর কখন বা বহুমূল্য হীরক খণ্ড প্রদান করিয়া যাইতেন ।

সাজাহান নিজ রাজ্যকালে এই ব্যাপারে বিশিষ্ট আমোদ প্রকাশ করিতেন । রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অবধি তাঁহার ঐ আমোদ ছিল না বটে, কিন্তু এইবার রোসিনারাকে অন্তঃমনস্ক করিবার আশয়ে অনেক অঙ্গুরোধ সহ-কায়ে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ মনোহর বিপণিস্থলে আনয়ন করিলেন । রোসিনারা কেবল পিতামহের অঙ্গুরোধ স্বার্থেই আসিয়া-ছিলেন, নচেৎ আমোদ প্রমোদে তাঁহার মনস্তপ্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না । যে অবধি শিবজী আরজেব কর্তৃক সভ্যস্থলে অপমানিত হইয়া যান

সেই অবধি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ সমুদায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর্মধ্যে কত দুঃখ ও কত শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। প্রথিবীতে মুখ্যমাত্রকেই বিবিধ দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, কিন্তু কি জী কি পুরুষ ইহাদের, ভক্তি ও স্নেহের উপযুক্ত পাত্রের প্রতি যদি কোন কারণ বশতঃ ভক্তি ও স্নেহের হ্রাস হইয়া যায় তবে, তাহা-দিগকে যেমন দুর্ভিক্ষে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তেমন যন্ত্রণা আর কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। রোসিনারা নিজ পিতার একান্ত অধর্ম মতি বুঝিয়া সেই মর্মান্তিক দুঃখে দুঃখিতা ছিলেন। সুতরাং সামান্য আমোদ প্রমোদে তাঁহার দুঃখ শাস্তি হইবার সম্ভাবনা কি ?

তিনি দ্রব্য বিক্রয়ীগণের কাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, পিতামহ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণানন্তর পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাবর্তনের মানস করিয়াছেন এবং সাজাহানও তাঁহাকে আমোদিত করিতে না পারিয়া সেই চেষ্টার ক্ষণস্থ প্রায় হইয়াছেন, এমন সময়ে এক বারঘোষা সমীপর্তিনী হইয়া একটা অঙ্গুরীয় এবং উষ্ণীয় ঐদর্শনানন্তর সহায় বদনে কহিল “বাদসাহ নন্দিনি ! এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কিছু ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয় ?—ইহা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তুমি গ্রহণ করিলেই মার্থক হয়”। রোসিনারা শিবজীর হস্তে ঐ অঙ্গুরীয় এবং তাঁহার মস্তকে ঐ উষ্ণীয় অনেকবার দেখিয়াছিলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া বার-বনিতাকে কহিলেন “তুমি আমাদের সমভিব্যাহারে নিভুতে আইস, দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করি”। বারবনিতা শুনিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইল। পরে অত্র সকলের শ্রবণ ও দর্শনের অগোচর হইলে রোসিনারা ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এই সকল সামগ্রী কোথায় কি প্রকারে পাইলে ?” বার-ঘোষা কোন উত্তর না করিয়া সাজাহানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রোসিনারা ঐ ইঙ্গিত দ্বারা তাহার ভাব বুঝিয়া কহিলেন “ইনি আমার পিতামহ, ইহার অজ্ঞাত কিছুই নাই তুমি নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত কর”। তখন বারবনিতা কহিতে লাগিল “বাহ্য্য এই সকল সামগ্রী তিনিই আমাকে এই স্থলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কহিয়া দিয়া-ছেন যে, যদি আপনি এতদিনেও তাঁহাকে বিশ্বস্ত না হইয়া থাকেন, তবে

তাঁহার সহিত ঐস্থানের উপায় করুন। এইক্ষণে সকলই আপনার হাত, তাঁহার হাত কিছুই নাই” রোসিনারা এই কথায় কোন উত্তর না করিতে করিতে সজাহান কহিলেন “আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি রোসিনারা ! তুমি অবিলম্বে ঐস্থানের উপায় কর—আর উপায়ই বা বিশেষ কি করিতে হইবে—ইহার সহিত ছদ্মবেশে গমন করা অন্য বড় কঠিন হইবে না”। রোসিনারা ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া পিতামহের কথার কোন উত্তর না করিয়া বার-ষোড়শকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি বলিতে পার, তিনি আপনার ঐস্থানের কোন উপায় করিতেছেন কি না ?”।

বার-ষড় কহিল—তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে কহিয়াছেন যে, “যদি তাঁহার সম্ভাব্যাহারিণী হইতে তোমার সম্ভ্রুতি হয়, তবে এই রাত্রি শেষে অমুক স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত দুই জনে মিলিত হইবো।” এই বলিয়া শিবজীর নির্দিষ্ট স্থানের নামটী রোসিনারার কর্ণে অতি মৃদুস্বরে কহিল। তাহা সাহাজ্ঞানেরও স্মৃতিমূল সংলগ্ন হইল না। রোসিনারা তাহার তাৎপৰ্য্য ব্যবহারে বিশিষ্ট তুষ্টা হইলেন এবং শিবজী নিজ নৈসর্গিক মহামুত্তবতা গুণে অল্প ব্যক্তিকে কেমন বদ্ধ করিতে পারেন, তাহা তাঁহার জানা থাকিলেও, তিনি অল্পকালের মধ্যেই দুষ্চারিণী বার-বনিতাকেও এমত বিশ্বাসভাজন কি প্রকারে করিয়াছেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন “এক্ষণে আমার কর্তব্য কি ?—অথবা কর্তব্য আর কি আছে—ইহার সঙ্গেই দাসীবেশে ঐস্থান করি—কিন্তু তাহা কি উচিত হয়—পিতা আমার প্রতি অত্যাচার এবং মহারাত্রিপতির প্রতি অধর্মাচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—কিন্তু সেই জন্য কি আমিও অধর্মাচরণ করিব ? না, আমার যাওয়া হইবে না—তাল, একবার দেখা করিয়া আসিলেই বা হানি কি ?—কিন্তু যদি বাইবার স্কাগীন ধরা পড়ি—অথবা বাইবার পূর্বে ইহা কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে আরও এই দোষ দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করিবেন—আর এই জীলোফ আমাদিগের উভয়ের হিতকারিণী ইহার পক্ষেও অনিষ্ট ঘটবে, কি করি” ?

রোসিনারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে সাজাহান একজন দাসীর একখানি পরিধেয় বস্ত্র স্বহস্তে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং কহিলেন “আর মিলবে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এই পরিত্যাগ কর এবং ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া যাও, আমাকে স্মরণ রাখিও এবং নিশ্চয় জানিও যে, যত্নাকাল পর্য্যন্ত তোমার সদাচরণ আমার অন্তঃকরণ মধ্যে দেদীপ্যমান থাকিবে” । এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধের অন্ধদৃষ্টি সজল এবং বচন গদগদ হইল । তিনি আর অধিক বলিতে পারিলেন না । রোসিনারা পিতামহের প্রদত্ত দাসীবেশটী একবার হস্তে লইয়া পুনর্বার রাখিয়া দিলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিলেন “আমার যাওয়া কি উচিত হয় ?” সাজাহান ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, “কিসে অসুচিত ?—সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এ পর্য্যন্ত আদিয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে ; সে হিন্দু তোমাকে বিবাহ করিলে তাহার জাতি নাশ হইবে তাহাও সে স্বীকার করিতেছে ; এখানে তুমি এমন কি স্বেচ্ছা আছে যে, যাইতে অনিচ্ছা হয় ।” —“অনিচ্ছা ! আমার মনোমধ্যে যাইবার ইচ্ছা নাই কি পর্য্যন্ত বধবতী হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্তব্য বোধ হইলেও মন নিবারণিত হইতেছে না, কিন্তু এইক্ষণেই আপনি যাহা বলিলেন তাহাতেই সেই ইচ্ছার কিঞ্চিৎ ভ্রাস হইতেছে, কারণ, বিবেচনা করুন, যদি পিতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিতেন, তবে পিতাই নিজ জামাতার প্রধান সহায় হইতেন, সুতরাং মহারাষ্ট্রপতির স্বজাতীয়েরা বিরক্ত হইলেও তাহার তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না । কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলে দিল্লীশ্বর এবং মহারাষ্ট্র জাতি উভয়কেই শিবজীর শুল্ক করা হইবে, সুতরাং আমি হইতেই সেই প্রণয়ানুগতদের সমূহ বিপদ ঘটবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া এমনতর কৰ্ম্ম কেমন করিয়া করিব ।” সাজাহান এবং ঐ বারবানতা উভয়ের কেহই জানিত না যে, যথার্থ প্রীতি কি অদ্ভুত পদার্থ । উহার আন্তরিক মনুষ্যের মনঃ একেবারে স্বার্থশূন্য হয় । অতএব তাঁহাদিগের কেহই রোসিনারার বাক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়গত কল্পিতে পারিলেন না । না পারিল, কিন্তু বৃদ্ধ বাদসাহ তাঁহার যুক্তির ওদার্য্য উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—“তুমি বুদ্ধিমতী যাহা বিবেচনা করিছ, কর—আমি ভাবিয়া

ছিলাম শিবজীর সহিত মিলিত হইলেই তুমি সুখভাগিনী হইবে—এবং তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে দেহযাত্রা সম্বরণ করিতে পারিব, কিন্তু যদি না যাওয়াই সংপ্ৰদায়মর্শ হয় তবে, ইহাকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া বিদায় কর'। ঘোসিনারা অবিলম্বে বারবনিতাকে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইতে কহিয়া আপনি স্বগৃহে গমন করিলেন এবং স্বলক্ষণ মধ্যেই একটি লিপি আনিয়া তাহার হস্তে প্রদানান্তর আপনার হস্তাঙ্গুরীয়টী বারঘোষাকে সমর্পণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে মহারাজপতির অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলেন। বারবনিতা বাৎসাহ পুত্রীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিতে করিতে বিদায় হইল।



একাদশ অধ্যায় ।



মহামাঝেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারেন যে, উচিত, অসুচিত, বিবেচনাসিদ্ধ বা অসিদ্ধ এই পর্য্যন্ত নিরূপণ করাই ধর্ম্মযোর জ্ঞাপনার হাত, কর্ম্মের ফলাকল মর্ম্মযোর ইচ্ছার বশীভূত নহে, তাহা সূক্ষ্মনিয়ন্তা অগংগাতারই অধীন। কত কত ব্যক্তি কত কত মহতী মন্ত্রণা সকল নিরূপণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আর কত কত স্থলে অতি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াও জনগণ স্তম্ভেৎ ফল-ভাগী হইয়াছেন। অতএব সাধুশীল ব্যক্তির সর্ব্বদাই ফল-সিদ্ধির উদ্দেশ্য না করিয়া আপনাদিগের কর্তব্য কর্ম্ম সমুদায় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। স্ততরাং তাঁহারা কোন কার্য্যে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইলেও অধিক ক্ষুব্ধ এবং কার্য্য সফল হইলেও গর্বিত হয়েন না। তাঁহারা অকৃতার্থ হইলে অগদীশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সহিসুতা অবলম্বন করেন, এবং সফল-চেষ্ট হইলে তাঁহারই ধন্যবাদ করেন। কিন্তু ছুষ্ট লোকেরা নিয়তই এমত স্থখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের ছুষ্ট মন্ত্রণা সকল সিদ্ধ হইলেও দুঃখ এবং অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপ জন্মায়।

শিবজী, যে প্রকারে আরঞ্জবের শাঠ্য জাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং আরঞ্জবের ও আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা সকল কতক সিদ্ধ হওয়াতে যে প্রকার অমুতাপ এবং কতক বিফল হওয়াতে তাঁহার যে প্রকার দুঃখ অন্বিয়াহিঁদ, তাহা স্মরণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত কথাটি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়। যে সময় বাদসাহের অন্তঃপুরে শিবজীর প্রেরিত গনিক। প্রবিষ্ট হইয়া রোসনার স্থানে পত্র এবং, অঙ্গুরীর গ্রহণ করিয়া বিদায় হয়, তাহারই কিয়ৎক্ষণ পরে বাদসাহ, যে ব্যক্তিকে অয়সিংহের বিনাশার্থ প্রেরণ করেন, সে এক পত্র হস্তে বাদসাহ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। বিল্লীশ্বর-দিগের এমত রীতি ছিল না যে, স্বহস্তে কাহারও স্থানে লিপি গ্রহণ করেন। শুদ্ধ সেই কর্ম্মের জ্ঞানই তাঁহাদিগের সমীপে ছই জন প্রধান

ওমরা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু আরজেব ঐ ব্যক্তির স্থানে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া গিপি গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সমীপবর্তী সকলেরই অমুভব হইল যে, পত্রবাহক কোন অতি প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। বাদসাহ পত্রার্থ অবগত হইয়া জীবৎ হাস্যবদনে নগরপালকে আনয়ন করিতে কহিয়া সহরে সভার কার্য সমাপনান্তর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আরজেব কখনই কোতূহল-প্রিয় ছিলেন না, অতএব তাঁহার জন্মতিথির উপলক্ষে অন্তঃপুরে যেকোন মোহনীয় বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিকক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতেন না। বিশেষতঃ তখন প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রায় অনেকেই, যে বাতীর আলয়ে গমন করিয়াছিল, আর যাহারা ছিল তাহারাও তদ্বিবণীয় কার্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অতএব বাদসাহ কোথাও বিলম্ব না করিয়া একেবারে একাকী রোসিনারার মৃদু উপস্থিত হইলেন। আরজেব নিজ কন্ঠার আরক্ত চক্ষু, ক্ষুরিত ওষ্ঠাধর ও বিমর্ষমুখাবয়ব প্রভৃতি লক্ষণে অনতি পূর্বেই তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন ইহা অমুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি ক্রম্ভ রোদন করিতে ছিলে?” রোসিনারা ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে শিবজীর সহিত গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল—আবার মহারাষ্ট্র দেশ হইতে প্রত্যা-বর্তনাবধি বহুকাল হইল একবার মাত্র পিতার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, আর যেরূপ কখন পাইবেন এমনত বোধও ছিল না, বিশেষতঃ যে পিতাকে তিনি পূর্বে তাদৃশ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভয়ের আশ্রয় হইয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ হঠাৎ তাঁহার সমীপবর্তী হইলে তিনি ভয়ে এবং দ্রুত একান্ত অধীরা হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ শোক-স্বচক চিহ্ন সমস্ত গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং আর-জেব যুঁহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কিছুমাত্র উত্তর-প্রদান করিতেও পারিলেন না। বাদসাহ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্বার কহিলেন—“তুমি

কি জ্ঞাত রোদন করিতেছ—আপনিই আপনার হৃৎ উপস্থিত করিয়াছ—
 ভাবিয়া দেখ, আমাদিগের বংশীয় কত্যাগণ প্রায়ই কাঁহাকেও বরমালা
 প্রদান করিতে পায় না, কিন্তু তোর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম বলিয়া
 উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার মনন করিয়াছিলাম—সে যাহা হউক,
 যদি এক্ষণও তোমার হৃৎ গিয়া থাকে, তবে পারস্য রাজতনয়ের সহিত
 তোমার সম্বন্ধ নির্ধারণ করি—কিছু উত্তর করিলে না যে?—তবে বোধ
 হয় তোমার অসম্মতি নাই। রোসিনারা ক্রন্দন করিতে করিতে কহি-
 লেন, “পিতঃ! আমি তোমার অসম্মতিতে কিছুই করিতে চাহি না—
 এই বংশীয় কত্যাগণের চিরকোমারাবস্থা যেমন কপালের লিখন, আমারও
 তাহাই হউক—অন্তের সহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধনে ক্ষান্ত হউন”। আর-
 জেব সর্বদাই আপনার আন্তরিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন,
 কিন্তু কেবল নিজ পরিবারের মধ্যে কেহ তাহার মতের অগ্রথা করিতে
 চাহিলে বৈরক্তির পরিসীমা থাকিত না। বিশেষতঃ তিনি কেবল
 রোসিনারার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্রোধ দিবেন বলিয়াই তথায়
 আসিয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ আশ্চর্য্যের বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র
 ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—“আঃ! পাপীয়সি তোর লজ্জাভয় সকলই গিয়াছে—
 তুই যে পামর দস্যুর কুহক মন্ত্রের বশীভূতা হইয়াছিস তাহার জীবন সম্বন্ধে
 তোর এই হৃৎ যাইবার উপায় নাই, অতএব এই দণ্ডে তাহার ছিন্ন
 মস্তক তোর সমীপে প্রেরণ করিব—তোর দোষেই সে নিহত হইবে”।
 রোসিনারা এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার পাদমূলে নিপুতিত
 হইলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন “তাত! ক্ষমা করুন—
 আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। আপনি সেই ব্যক্তিকে
 নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতিথির প্রাণবধ করিবেন না, তাহাকে
 স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিউন—আমি আর যত কাল বাঁচিব ভুলিয়াও
 আপনার মতের ত্রিপন্নীভাচরণ করিতে চাহিব না”। আরজেব বিকট
 হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, “তবে তুমি পারস্য রাজতনয়ের ধর্মপত্নী
 হইতে স্বীকার করিলে”?। “আমি সকলই স্বীকার করিলাম,
 কিন্তু আমি অপরাধ করি না থাকি আমারই দণ্ড বিধান করুন, আমার

দোষে অপরের দণ্ড করিবেন না” । নিষ্ঠুর আরঞ্জের কন্ডার এই সকল বচনে কিছুমাত্র দয়াজ্ঞচিত্ত না হইয়া উত্তর করিলেন—“শুন, রোসিনারা ! তুমি আমার উপরোধ রক্ষা কর নাই—আমার কথা বড় নর সেই দস্যুর প্রাণই তোমার মনে বড় বোধ হইয়াছে—স্বচক্ষে তোমাকে তাহার বিনাশ দেখিতে হইবে, এবং আমি যাহার সঙ্গে বলিব তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে” । বাদসাহের প্রমুখ্যে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোসিনারা বিচৈতন্য হইয়া পড়িলেন । কিন্তু আরঞ্জের আত্মতাকে তদবধি রাখিয়াই সত্বরে অন্তঃপুর হইতে বহির্দিশে আগমন করিলেন ।

বাদসাহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবামাত্র পূর্বাহৃত নগরপাল সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে অভিবাদনাদি করিল । বাদসাহ তাহাকে সন্মোহ-বচনে শিবজীর মস্তক আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন ।

আরঞ্জের ক্ষণকাল সেই খানেই দাঁড়াইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—“আর কি !—আমার ত সকল মানসই সুসিদ্ধ হইল—পুত্র আমার আদেশানুসারে বিদ্রোহের ভান করিয়া সকলের অবিখ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—অতএব সে আর কখন কাহার বিশ্বাস্য হইবে না—জয়সিংহও, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সেই বিদ্রোহে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল, অতএব সে গারীক্ষায় ঠেকিয়াই প্রাণ হারাইয়াছে—তাহাতে আমার পাপ কি ?—বিদ্রোহীকে কোন রাজা দণ্ড না করিয়া থাকেন—বিষ ছারাই হউক আর বধ্যভূমিতে ঘাতকের শস্ত্র ছারাই হউক, জীবন বিনাশ একই পদার্থ—আর এতক্ষণে শিবজীরও নিধনসাধন হইল, সে ব্যক্তি পূর্বাধিই আমার শত্রু আছে এবং বিশেষতঃ সে আমার কন্ডার পাণিগ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, অতএব সে অবশ্যই দণ্ডার্থ—আরঞ্জের ! তুমি এত দিনের পর সত্য সত্যই দিল্লীখর বাদসাহ হইলে, এত দিনে তোমার সিংহাসন নিকটক হইল” । দিল্লীখর এইরূপে চিন্তা করিতেছেন এবং তাদৃশ গুরুতর পাপ সমস্ত অনিত প্রবল, অমুতপায়িনী মনে মনে ব্যর্থযুক্তিরূপে বারিকণা দ্বারা নির্কণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমনতরো নগরপাল উর্দ্ধ্বাঙ্গে আসিয়া বাদসাহের নদতলে নিপতিত হইল । আরঞ্জের নগরপালের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়াই আপনাতত্ত্বপরিচয়

বৈফল্য অনুভব করত যে, কি পর্য্যন্ত বিবাহে নিমগ্ন হইলেন তাহা কখনীর নহে। কিন্তু দিল্লীস্থর, অত্যন্ত প্রত্যাশপন্নমতি ছিলেন, ইচ্ছা করিলেই দুঃখ ক্রোধ ভয়াদি নিবারণ করিয়া সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে পারিতেন। অতএব বাদসাহ অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া নগরপালকে সমীপবর্তী এক জন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করত স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠাবলম্বনে শিবজীর বাসান্নাটির প্রত্যভিমুখে ধাবমান হইলেন। অমাত্যবর্গও বাদসাহের সম্ভাব্যাহারী হইল, এবং মহারাত্রিপতির পুলায়ন বার্তা প্রচরক্রপ হওয়াতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহা-কোলাহল পুরঃসর সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিল।

বাদসাহ কিয়দূর গমন করিয়াছেন, এমনত সময় দেখিতে পাইলেন, নগরপালের কতিপয় অনুচর এক ব্যক্তিকে রজ্জ্বদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতেছে। বাদসাহ দূর হইতে ঐ ব্যক্তির পরিচ্ছদাদি দেখিয়া অনুভব করিলেন সেই মহারাত্রিপতি শিবজী হইবে। অতএব অশ্ববেগ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু ঐ সকল লোক নিকটবর্তী হইলে বন্দীর মুখাবয়ব দ্বারা বোধ হইল যে, সে শিবজী নহে। পরে সে ব্যক্তিও বাদসাহ সমীপে আনীত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল “রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি কিছুই জানি না, আমাকে ব্যর্থ তাড়না করিতেছে”। পরে প্রকাশ হইল যে, ঐ ব্যক্তি নগরপালেরই একজন অনুচর; শিবজীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাহার খট্টায় শুইয়া ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, নগরপাল তাহাকে মহারাত্রিপতির খট্টায় শয়ান দেখিয়া একেবারে উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া আপনি তৎক্ষণাৎ বাদসাহের নিকট আইসে এবং উহাকেও পরে আনয়ন করিতে আদেশ করে। আরম্ভেব এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “অসুমান হয়, এই ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া শিবজী ইহার সহিত পরিচ্ছদাদি পরিবর্তনানন্তর ছদ্মবেশে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অধিকদূর বাইতে গায়ে নাই; তাহাকে ধৃত করিতে হইবে—নচেৎ,—আমার অস্ত্র কোন ঐনি নাই, কেবল দণ্ডাযোগ্য প্রসাদ না লইয়া গেলে বাদসাহী পদের অগৌরব করা হয়—তোমরা কেহ, বলিতে পার, সে কি।

অল্প এমত কৌশল করিয়া পলায়ন করিল ?—আমার অনুভব হয় যে, সে সভাতে আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কহিয়াছিল, অতএব রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে লিপি আসিলেই পাছে সেই মিথ্যা প্রচার হয় এই ভয়ে পলায়ন করিয়াছে—বাহা হউক, এক্ষণে রাজা জয়সিংহ তাহার নিকট কিছু প্রতিক্রম হইয়াছিলেন কি না, তাহা প্রমাণ করিবারও আর উপায় নাই—অদ্য এক লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্বারা জানিলাম, আমার পরম হিতকর চিরসুহৃৎ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া শিবিরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—হায় ! তাহার জ্ঞান আমার হিতকারী আর কে হইবে ? । কপটমতি আরঞ্জের এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । চাটুকার অমাত্যগণ, আকাশাভিমুখ হইয়া বাদসাহের বাক্য দৈববাণীর জ্ঞান ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল । জনসাধারণ আরঞ্জের কোটিলো মুগ্ধ হইয়া ভাবিল—“আহা ! বাদসাহ কি করুণ হৃদয় !”—প্রাচীন অমাত্যগণ যাহারা আরঞ্জের মন্ত্রণার ভুক্তভোগী ছিলেন, তাহারা কেবল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাদসাহের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, নিজ নিজ মুখাবরণে স্তম্ভ হৃৎকোন ভাবই প্রকটিত করিলেন না । আর যে সকল অমাত্য, মৃত রাজা জয়সিংহের প্রতি বাদসাহের মনে মনে মৎসরভাব ছিল, ইহা জানিতেন, তাহারা কেহ কেহ বাদসাহের কর্ণগোচর হয় এমত করিয়া মুহূর্ত্তে ‘কাফের’ (বিধর্মী) এই শব্দটা হই একবার উচ্চারণ করিলেন ।

আরঞ্জের নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও এইরূপ কৌশল সহকারে মনের ভাব সকল গোপন করত ভৃত্যদিগের উপর যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । পথিমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার এই ভাবনা হইতে লাগিল ।—“হায় ! যদি শিবজী ধরা না পড়ে তবে সকল চেষ্টাই বিফল হইল । কেনই বা জয়সিংহকে হনন করিলাম ! কেনই বা এই দুর্ব্বল পাণের ভার আরও বৃদ্ধি করিলাম ! জয়সিংহ ত বৃদ্ধ হইয়াছিল, আর কিছুদিন হইলেই কালবশে লোকান্তর গমন করিত—হায় ! তাদৃশ সেনাপতিই বা আর কোথায় পাইব ।”

দ্বাদশ অধ্যায় ।



সেই দিন নিশীথ সময়ে পূর্বোক্ত বারাজনা একাকিনী সেতুঘারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই দিক্ প্রাচীন দিল্লী; তথায় অনেকানেক ভগ্ন প্রাসাদ এবং বৃহৎ বৃহৎ দেবালয় সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে একগুণকার অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। ঐ স্থানে একটি মনুষ্যেরও গমনাগমন নাই। কেবল স্থানে স্থানে শৃগালাদি হিংস্র জন্তুরই উপদ্রব আছে। বাহা হউক ঐ স্ত্রী একাকিনী নিঃশঙ্কহৃদয়ে ঐ স্থান দিয়া গমন করত কিয়ৎদূর অন্তরে একটি ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তথায় মহারাষ্ট্রপতি তাহাকে দর্শন করিয়া সম্ভাষণপূরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন—“সংবাদ কি? অথবা সংবাদই আর কি জিজ্ঞাসা করি—তুমি একাকিনী আসিয়াছ—তবে আমার সকল যত্নই বিফল হইয়াছে”। বার-নারী উত্তর করিল—“হাঁ মহারাজ! আপনকার চেষ্টা বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু বাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা মুখে বর্ণন করিয়া আর কি জানাইব, এই পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া সমুদায় অবগত হউন”। শিবজী ব্যস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং সেই অঙ্গুরীয় যে, রোসিনারারই অঙ্গুরীয় তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন—“তবে বাদসাহ-পুত্রীর সহিত তোমার সন্দর্শন হইয়াছে—তিনি কি বলিলেন? কেমন আছেন? আমার প্রদত্ত সামগ্রী সকল দেখিয়াই কি চিনিতে পারিয়াছিলেন? না তোমাকে পরিচয় দিতে হইয়াছিল? আর তাঁহুর আগমনেরই বা কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, সমুদায় একে-বারে বল”। স্ত্রী উত্তর করিল “মহারাজ! সেই বাদসাহ-পুত্রীর জ্বর উদার-চরিত্রা কামিনী, কখন দেখি নাই শুনি নাই—বাহা ঘটয়াছে। পূর্বোক্তমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন” এই বলিয়া আর-বিন্দু। সমুদায় বর্ণন করিলে শিবজী চমৎকৃত হইলেন, পরে বহুকণ অধোবদনে চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন “রোসিনারা সম্ভার

বিবেচনা করিয়াছেন—যদি তাহার নিমিত্ত আমার রাজ্য বিভব সমুদায় যাইত তথাপি আমি স্তুতি হইতাম—তাদৃশ সহধর্মিণী সমভিষাহারে, অরণ্য-বাসেও অসুখ নাই”। বার-ষোঁষা কহিল “মহারাজ! যাহা বলুন কিন্তু বাদসাহ-পুত্রী উচিত কর্মই করিয়াছেন—এবং তিনি উচিত করিয়া-ছেন বলিয়াই তাঁহার সমুদায় গুণ আপনায় অমুভূত হইতেছে”।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এবং শিবজী আপনি দুই এক দিন সেই খানেই থাকিয়া রোসিনারাকে ‘আনন্দনর্থ পুনর্ব্বার বন্ধ করিবেন’ এমন পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীমান্ রামদাস স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। অতএব ঐ বার-বনিতাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল। শিবজী শীঘ্র গাত্ৰোত্থান করিয়া তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন “মহাশয়ের অমুমতি ব্যতিরেকে একটি কর্মে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই—আর আপনকার নিকট আমার দোষ গুণ কিছুই অব্যক্ত নাই, অতএব শ্রবণ করুন”—এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সংক্ষেপে রোসিনার সঙ্গীতর তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন। রামদাস স্বামী তৎশ্রবণে জীবৎ কোপযুক্ত হইয়া বলিলেন—“আমি মহারাষ্ট্রে ইহার কিছু শ্রবণ করিয়াছিলাম—তথায় কেহ কেহ এমনতর কথাও কহিত যে, তুমি স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে তাদৃশ উৎসাহশীল নহ।—অর্থাৎ যদি আরঞ্জেব তোমার সহিত সন্ধি করেন তবে তাঁহার মণ্ডলেশ্বর হইতেও তোমার নিতান্ত অনিচ্ছা নাই।—তখন ঐ সকল কথায় আমার তাদৃশ বিশ্বাস হয় নাই।—কিন্তু এই ব্যাপার শ্রবণে সেই লোক প্রবাদ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে না।—এমত উদার-প্রকৃতি হইয়াও যে, জীলোকের প্রণয়পাশে একান্ত বদ্ধ হইবে, ইহা না দেখিলেই বা কিরূপে বিশ্বাস হইবে।—বাদসাহ-পুত্রী যে, স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আসিলেন না ইহাই ক্ষেমকর করিয়া মানি”। শিবজী এই সকল কথা কখন কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন। তখন রামদাস স্বামী ঐ বার-বধূর স্থানে সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন “মহারাজ! আমি সন্তোষ করিয়াছি—বাদসাহ-পুত্রী

বেঙ্গল বিবেচনা শুনিলাম, তাহাতে আমারও অন্তঃকরণে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইতেছে, তিনি সামান্ত্রী জ্ঞী নহেন এবং তুমি সেই অন্তই তাঁহার প্রতি প্রণয়বদ্ধ হইয়াছ—আমি তজ্জন্ত তোমার নিন্দা করিয়া ভাল করি নাই—যদি অমুমতি হয়, তবে তাঁহার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া শ্রবণ করাই” । শিরীষী তৎক্ষণাৎ ঐ পত্র, শুক্লদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তিনি সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন ।

“হে মহারাজ!—হে প্রিয়তম!—আমি কি বলিয়া তোমাকে সঘোষণ করিব—আর কি বা লিখিব কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না।—তুমি আমার মন জান কি না বলিতে পারি না—কিন্তু আমি তোমার মন জানি। অতএব আমি যে জন্ত তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলাম না, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহিলেই বৃদ্ধিতে পান্নিবে এবং আমার প্রতি অক্ৰোধ হইবে। আমি আর অধিক কি বলিব—তুমিই আমার স্বামী, তাহার চিরস্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম—অতএব অদ্যাবধি আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল।—কিন্তু আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে—এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামী-সহবাস মুখে বঞ্চিত করিলাম।—যদি বল, আমাকে লইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত হও না—সে কথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই—কিন্তু মনে করিয়া দেখ, শুদ্ধ রাজা হওয়া মাত্র তোমার মনের মানস নহে।—অতএব আমি যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে। অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই—একান্ত অশ্রীনা রোগিনীরা ।”

রামদাস স্বামী এই পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “মহারাজ! তুমিও যে এতদূর উদারচরিতা কামিনী! তাহা আমি জানিতাম না—মহারাজ! বাহ্যে আপন বিবাহের দ্বারা পতি,

আমি অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ অন্ধুরীয় গ্রহণ করুন—এবং যদি শাস্ত্র
সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহ কতাই আপনকার সহধর্মিণী হইবেন
ইহার সন্দেহ নাই ।”